সাসান্‌ডিরি

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org

বনজঙ্গলের পটভূমিতে বুদ্ধদেব গুহ যে অনন্য এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন বোধ হয় আর নেই। তাঁর শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদে প্রকৃতি বর্ণনাতেই তিনি থেমে থাকেননি নানা আদিবাসীদের সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশুনা করে এবং তাদের নিজভূমে তাদের দেখে, এবং সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে তাদের জীবনযাত্রার আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গতার ছবির পর ছবি অনবদ্যভাবে অত্যন্ত যত্ন ও দরদের সঙ্গে এঁকেছেন একের পর এক উপন্যাসে।

ওঁরাওদের নিয়ে তিনি লিখেছেন 'কোয়েলের কাছে' ও 'কোজাগর'। ওড়িশার কন্দ উপজাতিদের নিয়ে লিখেছেন 'পারিধী'। মধ্যপ্রদেশের মুণ্ডা ও গোন্দদের কথা লিখেছেন 'মাধুকরীতে'। আফ্রিকার 'মাসাই' উপজাতিদের নিয়ে লিখেছেন 'ইল্‌মোরানদের দেশে'।

মুন্ডাদের মুণ্ডারী ভাষায় 'সাসান্‌ডিরি' শব্দটির মানে হচ্ছে কবরভূমি। 'খুম্বুরী-জুম্বরী' বা লোভই যে মানুষের সবচেয়ে বড় নাশক তা তিনি এই উপন্যাসে মুণ্ডাদের রূপকথা এবং খণ্ডিত জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন। যে সত্য,মুণ্ডা জগতে সত্য সেই সত্যই আজ শহরের শিক্ষিত মানুষদের জীবনেও সত্য। বিরিসামুণ্ডার দেশের মূরহু আর টেবো, খুঁটি থেকে সুকানবুড়ু ও তামারের মানুষজন বড় জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে এই উপন্যাসে।

বুদ্ধদেবের সৃষ্ট সির্‌কা মুণ্ডা, চাটান্‌ মুণ্ডা, মুঙ্গরী, ভোঁঞ্জ ইত্যাদি চরিত্র চিরদিন পাঠকের মনে দাগ কেটে বসে থাকবে। একবার পড়েই ভুলে যাবেন পাঠকেরা,এমন লেখা বুদ্ধদেব লেখেন না।

শুধুমাত্র একটি গল্প বলার জন্যেই কোথাও গল্প বলেন না বুদ্ধদেব। গল্প ছাপিয়ে সবসময়ই বলতে চান অন্যকিছু। pointless লেখাতে তাঁর বিশ্বাস নেই। এবং নেই যে, তার প্রমাণ এই নবতম উপন্যাস 'সাসান্‌ডিরি'।

বুদ্ধদেব গুহ পেশাগত দিক থেকে পূর্বভারতের একজন ব্যস্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথচ একইসঙ্গে এই সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। দশ বছর বয়সে শিকার শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন একেবারেই করেন না। এবং শিকারী বলে পরিচিত কখনও হতে চান না। তবে বন-জঙ্গল খুব ভালবাসেন এবং প্রায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কিছুকাল আগেই আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে এসেছেন।

বহু বিচিত্র ও ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাময় তাঁর জীবন। ইংল্যান্ড, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ, কানাডা, ইউ এস এ, হাওয়াই, জাপান ও থাইল্যান্ড এবং পূর্ব আফ্রিকা তাঁর দেখা। পূর্বভারতের বন-জঙ্গল, পশুপাখি ও বনের মানুষদের সঙ্গেও তাঁর সুদীর্ঘকালের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাহিত্য-রচনায় মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের ভূমিকা বড়ো—এই মতে বিশ্বাসী তিনি। 'জঙ্গলমহল'—তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তারপর বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ। অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস 'মাধুকরী' দীর্ঘকাল ধরে অন্যতম বেস্ট সেলার। ছোটদের জন্য প্রথম বই—'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৭৭ সালে। প্রখ্যাতা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঋতু গুহ তাঁর স্ত্রী। সুকণ্ঠ বুদ্ধদেব গুহ নিজেও একদা রবীন্দ্রসংগীত শিখতেন। পুরাতনী টপ্পা গানেও তিনি অতি পারঙ্গম। টি-ভি এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাস।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ □ অনুপ রায়

সাসান্‌ডিরি

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৪ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

প্রচ্ছদ অনুপ রায়

ISBN 81-7066-259-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

শ্রী আশিসকুমার বসু ; দুলুদাদাকে

॥ ১ ॥

নতুন চাকরিতে জয়েন করতে এসে চক্রধরপুরে যখন নামলো বুজু, রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস থেকে, তখনও রাত ছিলো। আজ ট্রেনটা বেশি লেট করেনি। করলেই খুশি হতো ও। কারণ, পথটার সবটুকুই দেখতে দেখতে যেতে পারতো। স্টেশানে নেমে, গাড়ি খুঁজে নিতে কোনোই অসুবিধে হলো না। সাদা-রঙা একটি অ্যাম্বাসাডর। ড্রাইভার তার নাম বললো, সানেকা মুণ্ডা।

সানেকা হিন্দিতেই বললো, চা খাবেন নাকি স্যার ?

'স্যার' কথাটাতে বুজুর বেশ সুড়সুড়ি লাগলো। যাদের নিজেদেরই অন্যদের ক্রমাগত 'স্যার' 'স্যার' করতে হয় তাদেরই কাউকে কেউ 'স্যার' 'স্যার' করলে সুড়সুড়ি একটু লাগে বইকি ! সব স্যারেরই স্যার যেমন থাকে তেমন 'স্যার স্যার' করাদেরও 'স্যার স্যার' করার লোক থাকে।

এখনও তো অন্ধকার। পথে কোথাও কি পাওয়া যাবে না চা ? পাওয়া গেলে, পরেই খাওয়া যেতো।

তা পাওয়া যাবে না কেন ? একটু পরেই আলো ফুটবে।

এমন করে বললো ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা, যেন ডিম-ফোটার কথাই বলছে।

তাহলে অন্ধকার যতক্ষণ থাকে আমি একটু ঘুমিয়েই নিই। ট্রেনে আমার মোটেই ভালো ঘুম হয় না।

বুজু বললো।

ঠিক আছে। একটা বালিশও আছে দেখবেন পেছনের কাঁচের পাশে রাখা। আপনি আরামে ঘুমোন। ঘুম না-ভাঙলে আমিই ডেকে দেবো আপনাকে। আলো ফুটলেই।

বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পেছনের সীটে আসীন যদিও হলো বুজু কিন্তু ঘুম ছিলো না কপালে। ডিজেল-এঞ্জিনের গাড়িতে একটা বিশেষ কট্‌কটি আওয়াজ হয়। পেট্রোলের এঞ্জিনের গাড়ির চালের মতো এর চাল মসৃণ নয়। হু-হু করে গাড়ি এগোতে লাগলো। আর হু হু করে চৈত্র মাসের শেষ রাতের হাওয়াও আসতে লাগলো উল্টোদিক থেকে। এখনও হাওয়ায় হিম আছে।

মিনিট পনেরো পরই সানেকা মুণ্ডার ভাষায় "আলো ফুটলো।"

কি জায়গা এটা ?

BanglaBook.org

বুজু শুধোলো, পেছনের সীটে সোজা হয়ে বসে।

নাট্‌কি।

সানেকা বললো।

তারপর বুজুকে আর কিছুই শুধোতে হলো না। সানেকা এই অঞ্চলেরই মানুষ তাই এই অঞ্চলের সমস্ত জায়গা এবং সমুদয় তথ্য সম্বন্ধে সে পুরোপুরিই ওয়াকিবহাল। বুজুর ঔৎসুক্যও হয়তো ওকে বিশেষ উৎসাহিত করে থাকবে। তাছাড়া কিছু লোক কথা বলতে খুবই ভালোবাসে। ভালো শ্রোতা পেলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা।

সানেকা বললো, এর পরেই গাড়ি গভীর জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে টেবো হয়ে টেবো-ঘাটে উঠবে।

বাঃ।

আগে কখনও জঙ্গল-পাহাড়ের দেশে এসেছেন স্যার ?

একটু ভাবলো বুজু। একবার মধুপুরে, আরেকবার দেওঘরে এসেছিলো। কিন্তু মধুপুর দেওঘরকে তো জঙ্গল-পাহাড় বলা চলে না ঠিক ! যদিও দেওঘরের কাছে ডিগারিয়া পাহাড় আছে। বললো, শুধু মধুপুর আর দেওঘরে গেছি। ছোটখাট পাহাড় ছিলো। জঙ্গল ছিলোই না।

সেসব জায়গা, কোথায় স্যার ?

বুজু যেমন তার ছোট্ট জগতের বাইরের প্রায় কোনো খবরই রাখে না সানেকা মুণ্ডা বোধহয় তার চেয়েও কম রাখে।

বললো, সেসব জায়গা তো এই বিহারেরই মধ্যে।

বিহার ? সে তো বিরাট রাজ্য স্যার। কোনো মানুষের একটি জীবনে কি তা দেখা শেষ হবে ?

অনুশোচনার গলায় বললো সানেকা।

উত্তর না দিয়ে বুজু চুপ করেই রইলো।

ভাবছিলো, রাজ্য হিসেবে বিহার যদিও এমন কিছুই বড় নয়, পৃথিবীর প্রেক্ষিতে তো নয়ই। তাই তা দেখতে সারাজীবন লাগার কথা নয়। তবে, দেখারও তো বহু রকম আছে ! এক জীবনে বিহারের তো বটেই এই বিপুলা পৃথিবীর ক'টি জায়গাতেই বা যেতে পারবে ও ? গড়পড়তা ট্যুওরিস্টদের মতো ক্যামেরা-কাঁধে ছাপা-সিল্কের রঙিন হাওয়াইন্‌-শার্ট পরে পৃথিবীময় দৌড়ে বেড়ানোর চেয়ে এক জায়গায় থিতু হয়ে বসে, মনে মনে বিশ্বময় বেড়িয়ে বেড়ানো এবং পড়াশুনা করা বোধহয় অনেকই ভালো। অন্তত বুজুর তাই মত। বইয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন বেড়ানো হয়, তেমন বেড়ানো নিজে ঘুরে বা উড়েও কি হয় ?

টেবোর ঘাটে উঠছে গাড়ি স্যার। ভালো করে দেখে নিন।

ভারী সুন্দর জঙ্গল-পাহাড় আর খাদ। গাছেদের পাতা ঝরা শুরু হয়ে

গেছে। চৈত্র-সকালের পেতল-রঙা রোদে এখনও ঠাণ্ডা বুন-পাহাড় আর তার মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে-যাওয়া উঁচু-নীচু পথটিকে ভারী ভালো লাগছে ওর।

ওগুলো লাল লাল কি ফুল ?

গাড়ি চালাতে চালাতে সানেকা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বললো, অনেক রকমের ফুলই আছে। পলাশ, শিমুল, অশোক। আরও কত গাছ। কিছু কুসুম গাছের পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজিয়েছে। কুসুমের নতুন লালচে পাতাকে পাতলা ফুলের মতো দেখায়। লালপাতিয়া, ফুলদাওয়াই আর কত ঝোপ-ঝাড় ! নাম কি আমিই সব জানি স্যার !

এই গন্ধটা কিসের ? ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে গন্ধে !

করৌঞ্জার। মহুয়ার। আর ক'দিন পরে শালফুলের গন্ধেও বুঁদ হয়ে থাকবে এই সব জঙ্গল-পাহাড়।

একটা হেয়ারপিন্-বেন্ড নেগোশিয়েট করে ও বললো, এসব গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি এবং আমাদের মুণ্ডাদের সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই জানেন দিল্‌ধড়্‌কান্‌বাবু।

তিনি কে ?

অবাক হয়ে শুধোলো বুজু।

আমাদের কারখানারই লেজার-কীপার। তাঁর সঙ্গে সময়ে আলাপ ঠিকই হবে আপনার। আপনারই তো ডিপার্টের। তাঁর কাছ থেকেই সব জেনে নেবেন। তিনি তো আমাদের মেয়েই বিয়ে করেছেন। কারখানার কাছেরই গ্রামে থাকেন।

'আমাদের মেয়ে' মানে ?

মানে, মুণ্ডা মেয়ে।

তাই ? কিন্তু কী নাম বললে ? দিল্‌ধড়্‌কান্ পাণ্ডে ?

জী স্যার। দিল্‌ধড়্‌কান্ পাণ্ডে। বচ্‌পন-এ পাঁড়েজীর এমন সুন্দর চেহারা ছিলো যে বাবা মা তাঁর নাম রেখেছিলেন দিল্‌ধড়্‌কান।

হাসে এবারেও সানেকার কথা শুনে।

নাম শুনেই হাসবেন না স্যার। খুবই পণ্ডিত লোক। আমাদের সম্বন্ধে উনি অনেক জানেন। ইংরেজ বা বেলজিয়ান বা জার্মান মিশানের ফাদাররা অনেকেই বেশি জানেন ওঁর থেকে অবশ্য। খাতা-লেখাটা করেন নিছক পেটেরই দায়ে। অন্য উপায় থাকলে এই লাহি-কোম্পানির গদিতে বসে হিসেব করে জীবন কাটাতেন না।

খুব ভালোই হলো। অনেক কিছুই জানা যাবে ওঁর কাছ থেকে। আমি তো ট্রেন থেকে নেমেই ভালোবেসে ফেলেছি তোমাদের দেশকে।

পরে আরো বাসবেন। কেউ আমাদের সত্যি-সত্যিই ভালো বাসলে আমরাও তাকে ভালোবাসি।

BanglaBook.org

কেউ আবার মিথ্যা-মিথ্যা ভালোবাসে নাকি ?

হেসে বললো বুজু।

তারাই তো দলে ভারী।

পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অনেকখানি উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা রাস্তা চলে এসে জঙ্গলেরই মধ্যে একটি বড় জায়গাতে গাড়ি থামালো সানেকা ঘণ্টা খানেক পর। বললো, গরম জিলাবি আর কচুরি খাবেন চায়ের সঙ্গে ?

নিশ্চয়ই ! কিন্তু এটা কি জায়গা সানেকা ?

উৎসুক চোখে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ও শুধোলো।

বন্দ্‌গাঁও। আজ বুধবার তো ! এখানে মস্ত হাট বসবে আজ। টেবো-ঘাটের আগে হেস্‌সাডি পেরিয়ে এলাম আমরা। নজর করেছিলেন ? একটু বসুন স্যার, আমি অর্ডারটা দিয়ে আসি।

টাকা নিয়ে যাও সানেকা।

না স্যার। আপনার কাছে থেকে টাকা নিলে আমার চাকরি চলে যাবে।

কেন ?

বাবুজী বলে দিয়েছেন।

কে বাবুজী ?

আমাদের কোম্পানির মালিক। তাঁর ছেলেরা এখানের আর কলকাতার কাজ দেখে।

আর বাবুজী ? তিনি কোথায় থাকেন ?

তিনি যে কোথায় থাকেন আর কোথায় থাকেন না তা তিনিই জানেন। এখন অবশ্য কারখানাতেই আছেন। সঙ্গে মাতাজীও আছেন। বাবুজীকে তো বিদেশে যেতে হয় প্রায়ই। কিন্তু দেশে থাকলেও একটানা আদৌ কোথাও থাকেন না। মুরহু, বলরামপুর, ঝালদা, লাতেহার, ডালটনগঞ্জ সব জায়গাতেই লাহির জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। চাকরির মতোই ঘোরেন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা।

সানেকা দোকানে গিয়ে একটু পরই ফিরে এলো সঙ্গে একটি ছেলেকে নিয়ে। তার হাতে শালপাতায় গরম জিলিপি এবং কচুরি আর আলুর তরকারি। বললো, নিন স্যার।

আরে ! আরে ! দাঁড়াও ! নেমেই খাচ্ছি। গাড়ি নোংরা হবে যে ! আর জায়গাটাও তো ভালো করে দেখা হবে একটু নামলে।

যেমন খুশি স্যার। চা করতে বলি ?

বলো। দুধ আর চিনি কম।

সানেকা নিজে দোকানে গিয়ে খেয়ে নিলো। বুজুর চা পাঠিয়ে দিলো। তারপর নিজে চা খেয়ে ফিরে এসে স্টীয়ারিং-এ বসলো।

বন্দ্‌গাঁও-এর পরই মুরহু। এই মুরহু থেকে তাজ্‌নার মধ্যে তিন তিনটি

BanglaBook.org

লাহির কারখানা আছে।

লাহিটা কি বস্তু ?

লা।

আর লা'টা ?

ও। মানে, লাক্ষা স্যার। ইংরিজিতে যাকে বলে শেল্যাক্।

ও। তাই বলো। বুজু বললো।

তা তিনটে ফ্যাক্টরিই কি তোমাদের কম্পানির নাকি ?

না, না। তিনটি কোম্পানিই আলাদা আলাদা। আচ্ছুরাম খল্‌খফ্, সমরসিং জয়সোয়াল আর তাজ্‌না শেল্যাক্ কোম্পানি। তাজ্‌না শেল্যাকের মালিক অবশ্য আগে আচ্ছুরাম খল্‌খফ্ কোম্পানিরই ম্যানেজার ছিলেন।

তাই ?

ঐ দেখুন স্যার, ঐ যে ! মুর্‌হুর ডাকবাংলো দেখা যাচ্ছে। ডাইনে। ওখানে জওয়ানদের রিকুট্‌মেন্ট হয়।

তাই ?

বুঝলো, আর্মির রিক্রুটমেন্টের কথা হচ্ছে।

এসেই তো গেলাম ! আর কী ! ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে আমাদের কারখানার বাউন্ডারি ওয়াল স্যার। দূরে। দেখতে পাচ্ছেন কি ?

এতো 'স্যার' 'স্যার' কোরো না তো ! আমাকে 'বুজুবাবু' বলেই ডেকো।

জী স্যার।

সানেকা বললো।

বুজু দেখলো, মস্ত হাতা কারখানার। কৃষ্ণচূড়া, জ্যাকারান্ডা, দেবদারু এবং আরও অনেক গাছে গাছে ছেয়ে আছে। গেটে ঢোকার পর ড্রাইভটিও বেশ অনেকখানি। অফিসের সামনে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াতেই ধবধবে সাদা চুল ও বাঘের মতো জোড়া-গোঁফের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে সমান এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে বুজুকে জোড় হাতে আপ্যায়ন করে নামালেন। তাঁর পরনে মিলের ধুতি এবং সাদা ফতুয়ার উপরে হালকা ঘি-রঙা সিল্কের পাঞ্জাবি। মানুষটিকে চোখে পড়ার আগেই তাঁর ভুঁড়িটি চোখে পড়ে। ভুঁড়ি যায় আগে আগে, পিছে যান তিনি।

বাবুজী পরিষ্কার বাংলাতে বললেন আগে আপনি চান-টান করুন, নাস্তা করুন, যদি রাতে ঘুম না হয়ে থাকে তবে এক পক্কড় ঘুমিয়ে নিন। তারপর আমার লোকজন সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে লাইব্রেরি ঘরে। নিরিবিলিও হবে। কুঁয়োতলির পাশে। গাছ-গাছালিও অনেক আছে। অসুবিধের মধ্যে শুধু একটাই। বাথরুমটি ঘরের মধ্যে নয়। আমরা পুরোনো দিনের লোক। অ্যাটাচড্-বাথরুমটা

BanglaBook.org

অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করি।

একটানা কথাগুলি বলেই, বললেন, চলুন চলুন। আপনাকে ঘর-টর দেখিয়ে দিই।

সানেকা গাড়ি নিয়ে পেছন পেছন এলো।

লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো, নামেই লাইব্রেরি ঘর। বইপত্র তেমন নেই। যা আছে, তা কিছু ধর্মপুস্তক। বাবুজীর নাকি দেব-দ্বিজে খুবই ভক্তি। সে কথা কলকাতাতেও খুব শুনেছে আসার আগে। হিন্দিতে লেখা বই-ই বেশি। এবং দেওয়ালে বীল্ট-ইন্ আলমারির মধ্যেই আছে। ভিতরে এক কোনাতে একটি সোফা-সেট। একটি বড় টেবল্। দু পাশে দুটি চেয়ার। আর মস্ত একটি ডাবল-বেড খাট। তাতে চারজন মানুষ আরামে পাশাপাশি শুতে পারে। ডানলোপিলো পাতা। ফুলফুল কাজ-করা বিছানার চাদর-বালিশ। নরম একরঙা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা। চমৎকার ব্যবস্থা।

বাবুজী বুজুকে বললেন, আপনার বেড-টি থেকে সব কিছুই এখানেই এসে যাবে। ক্যানটিন্ বা গেস্ট-হাউসে আপনাকে যেতে হবে না। হট-কেসও আছে। দূরও তো কম নয়। সব বন্দোবস্তই করা আছে। অসুবিধে হবে না কোনো। যখনই চাইবেন, ফ্লাস্কে করে চা এবং বরফ নিয়ে আসবে। তবে অসুবিধে একটাই এখানে। ভেজিটারিয়ান খেতে হবে। আমার অস্ট্রেলিয়ান গরু আছে। খাঁটি ঘি দুধ ছানার কোনো অভাব নেই। আপনি বড় দুব্লা রায়সাহেব। আপনাকে মোটা করে দেবো।

সানেকা গাড়ির বুট খুলে বুজুর স্যাটকেস্টা নিয়ে এলো।

বাবুজী বললেন, আপনি তাহলে চান-টান করুন। আর এই! কোথায় গেলি রে? এই সিন্নু।

সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো-পাথরে-কোঁদা চ্যাটালো বুকের বুজুরই বয়সী একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো সামনে হাত জোড় করে প্রণাম করে।

বাবুজী বললেন, আপনি যতদিন থাকবেন সিন্নু আপনার সঙ্গেই থাকবে। খিদ্মদ্গার। প্রথম কয়েকদিন রাতে ও এখানেই শুতে পারে যদি আপনার ভয় করে।

সে হবে 'খন।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ও বললো।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে বেরুনো এক সরু গলির মধ্যে শৈশব কেটেছে বুজুর। কৈশোরও। যাবার মধ্যে ঐ তো মামাদের সঙ্গে একবার মধুপুরে আর একবার দেওঘরে। জানালা দিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখলো বাথরুমের পাশেই যে পাথরের পাঁচিল তার পরেই ধু-ধু করছে মাঠ। বাঁদিকে আর ডানদিকে দুটি ছায়াঘেরা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। মধ্যে দিয়ে চলে গেছে প্রান্তরকে চিরে দিয়ে পিচের পথ। সে পথ গেছে বাঁদিকে, খুঁটি হয়ে

BanglaBook.org

রাঁচি ; আর ডানদিকে মুরহু, বন্দ্‌গাঁও, টেবো ও হেস্‌সাডি ছুঁয়ে চক্রধরপুর। পাটকিলে-রঙা মাটির পায়ে-চলা পথও দেখা যাচ্ছে তার ডাইনে আর বাঁয়ে। ডানদিক আর বাঁদিকের গ্রামে গেছে সে-পথগুলি। এসব দেখে শুনে বুজুর মনে হলো এরকম নির্জন জায়গায় রাতে একজন স্থানীয় লোক থাকলে ভালোই হয়। কিন্তু কথাটা সঙ্কোচে তখুনি স্বীকার করতে পারলো না বাবুজীর কাছে।

আমি চান করে নিচ্ছি।

আধঘণ্টা পর এই সিন্নুই আপনার 'নাস্তা' নিয়ে আসবে। যদি না-ঘুমোতে চান, তবে অফিসে আসবেন নাস্তা করে।

ঠিক আছে। অফিসেই যাচ্ছি। দিনের বেলা আমি ঘুমোই না।

বাবুজী চলে গেলে, স্যুটকেশটি জায়গামতো রেখে, তারপর চেঞ্জ এবং চান করার জিনিসপত্র বের করে চান করতে গেলো বাথরুমে। লাইব্রেরি ঘরের দরজা থেকে হেঁটে যেতে হয় ন-দশ মিটারের মতো। মস্ত বাথরুম। মোজায়েক্ করা। উঁচু জানালার বড় বড় গরাদের ফাঁক দিয়ে চাঁর গাছের ডাল ঝুঁকে বাথরুমের ভিতরে পড়েছে। একেবারেই জংলি-বাথরুম। শাওয়ার খুলে তার নীচে দাঁড়িয়ে চান করতে করতে বেশ ভালো লাগতে লাগলো বুজুর। ভোরবেলার চক্রধরপুর থেকে শুরু করে এই মুরহু জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেছে ও। মানুষজন তো বটেই এমনকি বাড়ি ঘর পর্যন্ত সবই অন্যরকম। তবে এখানে ও যে বেড়াতে আসেনি, এক শুকনো কাজ নিয়ে এসেছে ; এই কথাটা মনে করেই খারাপ লাগছে।

অফিসের দিকে যেতে যেতে সিন্নুকে শুধোলো, বাবুজী কি মাড়ওয়ারী ?

না, না। ওঁরা হলোন পাঞ্জাবী। সর্দার। কিন্তু দাড়ি নেই। বহু পুরুষ হলো বাংলার পুরুলিয়া জেলার ঝাল্‌দাতে এঁরা বসবাস করছেন। আদি বাড়ি ছিলো পাঞ্জাবের রোপার্-এ। এখন যেখানে খুব জোর মারা-পিটা চলেছে। আপনি তো সব জানবেন বাবু। আখ্‌বার যখন পড়েন।

হুঁ।

ও বললো, স্বগতোক্তির মতো।

॥ ২ ॥

কাছিম-পেঠা পাহাড়টার একটা খোলে বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়েছিলো। কোমরে হাত রেখে। পিচ রাস্তার দিকে চেয়ে। পাহাড়টার নাম গাড়িকাদুরাংবুড়ু। মুণ্ডারী ভাষায় গাড়িকাদুরাং মানে হনুমান। একসময়ে এই পাহাড়ে নাকি এতোই হনুমান ছিলো যে তাদের হুপ্-হুপ্-হুপ্ ডাকে সর্বক্ষণ পাহাড়তলির গাঁ আর উপত্যকা সরগরম হয়ে থাকতো। এখন

BanglaBook.org

হনুমান তো দূরের কথা একটি গাছও অবশিষ্ট নেই আর। বৈশাখের প্রথমে আজই প্রথম বৃষ্টি হলো। গত ন' মাস বৃষ্টি হয়নি। তাও বর্ষার বৃষ্টি এ নয়। কালবৈশাখী। অনাবৃষ্টিতে সব ক্ষেত-জমিন, টাঁড় পুকুর শুকিয়ে গেলো। এখন এই বৃষ্টির রকম দেখে মনে হচ্ছে যে, গতিক সুবিধের নয়।

বিবর্ণ ছাতা একটা ছিলো বটে সঙ্গে কিন্তু সেটা বুড়োরই প্রায় সমবয়সী। তাছাড়া হাওয়ার দাপটে বহুবার মেরামত-করা ছাতাটার ঘাড় একটু আগেই মটকেছে। বুড়োলোকটা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছিলো। ধুতিটাকে কোমরের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। কুচকুচে কালো, লম্বা চওড়া চেহারা, কিন্তু বয়সে এবং কিছুটা খাদ্যাভাবে রোগা হয়ে গেছে বড়।

আজকের এই অনেক-প্রত্যাশার বৃষ্টির সঙ্গে যেন খেলা করছিলো বুড়ো। নাকে, মুখে, সারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাওয়া-ধাওয়া-করা বৃষ্টির মিহি ছাঁট্‌কে আর পাহাড়ী পুঁটির বাচ্চার মতো তড়্‌বড়ানো রূপোলি বড় ফোঁটাগুলোর মার নীরবে সহ্য করছিলো ও। ভালো লাগছিলো খুব। বৃষ্টি এসেছে। মাসখানেক মাস দেড়েকের মধ্যেই লাঙল পড়বে। জমি গর্ভবতী হবে, যেখানে বন্ধ্যা নয়।

চারদিকেই এখন বৃষ্টির ঝালর। কারখানার বন্‌সালবাবু যেন কলকাতার বড়বাজারে গিয়ে ঝাণ্টু মাড়োয়ারীর দোকান থেকে নানা সুতোর মাপের উজ্জ্বল রূপোর জরি কিনে এনে ঝালর টানিয়েছে টাঁড়ে-পাহাড়ে। এমন বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়। টাঁড় আর চষা জমি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। "সেরনার্" শালগাছের মাথাগুলো দোল খাচ্ছে উথাল্-পাথাল্।

এই বুড়ো লোকটার বউ ঝারিও আকাশে মেঘ দেখলেই খিচুড়ি চাপিয়ে দেয় হাঁড়িতে। কাঁটালের বীচি ফেলে দেয় তাতে। আলু থাকলে আলু, নইলে নাই। এখনও কুদ্‌রুম্ বা সান্নাই ফুলের শাক হওয়ার সময় হয়নি। শীতে হবে। হলে, খিচুড়ির সঙ্গে খেতে বেশ লাগতো। বলতে হতো না সির্‌কা মুণ্ডাকে। ঝারিও নিজের থেকেই বানাতো। খিচুড়িটা ঝারিও রাঁধেও খাসা। সির্‌কার মনে হয়, হাঁড়িশুদ্ধুই খেয়ে নেয়।

অঝোর বৃষ্টির ঝালর ভেদ করে একটা লালরঙা বাস, রতনলাল কোম্পানির ; জল ছিটোতে ছিটোতে পিচ রাস্তা বেয়ে 'চক্রধরপুর' থেকে এসে 'খুঁটির' দিকে চলে যাচ্ছে। যেন, না-দেখা ইস্টিমার। "খুঁটি"তে থেমে এই বাস ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে সাইকো, সেন্দ্রী, তামাড় হয়ে বুণ্ডু। তারপর হাইওয়ে ধরে ডানদিকে গেলে টাটা। বাঁদিকে গেলে রাঁচি। এখন কি মাহাড়াওড়া পাহাড়, বিরিসা মুণ্ডার সুকান্‌বুড়ু পাহাড় ও বৃষ্টির সুগন্ধি বালাপোষ গায়ে ঝিমোচ্ছে ? বৃষ্টির আঙুল কি ছড়িয়েছে দূরে দূরে ?

ভাবতে ভাবতে, ট্যাঁক থেকে একটু খৈনি বের করে মুখে ফেললো সির্‌কা মুণ্ডা। মনে মনে বললো, ধ্যুত্। এই বৃষ্টিতে আর ভেজা হাওয়ায়

BanglaBook.org

সব ঝাঁঝই মিইয়ে গেছে খৈনির।

সির্‌কা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণই। ধারে কাছে একটি গাছও নেই যে তার নীচে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে বৃষ্টি বাঁচাতে। মাথাটা ইতিমধ্যেই ব্যথা-ব্যথা করছে। যৌবন বয়স তো আর নেই! তখন বর্ষার বান-ভাসি তাজ্‌না নদীতে দোস্তদের সঙ্গে ভেসে গেছে কচি-শাল গাছেরই সঙ্গে। নদী-ভাঙা শালগাছের ডালপালাতে বসে ভেসে গেছে দুরন্ত গতিতে। তার পাশে বসে থেকেছে সেই গাছেরই কিচির-মিচির করা পাখিরা। সিনেমার পর্দার মতো দুপাশে সরে সরে গেছে খোয়াই, লাল-কাঁকুরে জমি। জলটাই দ্রুতগতিতে যাচ্ছে, না ডাঙাটাই; ঠাহর করার উপায়ই থাকতো না।

যে সব দিন গেছে; গেছে। তখন এমনি বর্ষার মধ্যে টাঁড়ে-জঙ্গলে বেরুলে খরগোস আর শজারুদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেতো। কে আগে কার গর্তে ঢুকবে। সাদা সাদা সুপুষ্ট মেঠো-ইঁদুরেরা মরা লাল ঘাস ঠেলে দূরে দূরে চলে যেতো লাফাতে লাফাতে। ময়ূর ডাকতো; বুড়ো বুড়ো, কিন্তু সজীব কদম্ব গাছেদের ঝাঁকড়া ডালে বসে লেজ ঝুলিয়ে, কেঁয়া, কেঁয়া, কেঁয়া করে। বর্ষা-বনের বুকের ব্যথা ছড়িয়ে যেতো দিকে দিকে। হলুদ নরম পশমের বলের মতো কদম ফুল ঝরে পড়ে থাকতো বৃষ্টিঝরা লাল-কালো, হলুদ, পাটকিলে, সাদা, ছাইরঙা সব বিচিত্রবর্ণ পাতাদের মধ্যে মধ্যে।

পুরোনো কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায় সির্‌কা মুণ্ডার। কত খানা-পিনা, নাচ্‌না-গানা। তখন সির্‌কা দৌড়তো তো না, যেন উড়েই যেতো। আর আজ? শরীরের সব গাঁটে গাঁটেই বাত কট্‌কট্‌ করে।

চাটান্‌ ছোক্‌রাটা এখনও এলো না। আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রাগুলো সব এমনই! আরে বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসবি তা একটু সময়জ্ঞানই নেই! বলিস এক, আর করিস এক। সময়ই যদি না মানবি, তাহলে প্রভু, "হারাম্‌" সময় ভাগ কেন করে দিয়েছিলেন মানুষদের?

এমন সময় সির্‌কা মুণ্ডা দেখলো, দূরে, বৃষ্টির ঝালর-ফুঁড়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে চাটান্‌ মুণ্ডা। একটি সটান শিমুলের মতো। বেশ চেহারা ছেলেটার। এমন শরীর-মনে সজীব-ছেলে মুণ্ডাদের মধ্যেও কমে আসছে।

কাছে এসে, সির্‌কা মুণ্ডার দু হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করলো সে মাথা নিচু করে।

বসা যায় কোথায়? আর এতো দেরি যে!

সির্‌কা দুটি প্রশ্ন করলো, একই সঙ্গে। ইন্‌ডায়রেক্ট ন্যারেশানে।

চলো, ঐ 'সাসান্‌ডিরি'তে গিয়েই বসি। কিছু গাছ তবু তো এখনও আছে ওখানে। রস্‌সি গাছ, করম্‌, চাঁর, মহুয়া, শিমুল।

BanglaBook.org

চল্ তাই।

বলে, বুড়ো এগোতে লাগলো।

এগোতে এগোতে বললো, দেরি করলি কেন ? চাটান্ ?

নদীর পারে দাঁড়িয়েছিলাম যে ! দেরি হয়ে গেলো।

কোন্ নদী ?

তাজ্না। কোন্ নদী আবার ! ঘরের কাছে।

কী দেখলি ?

হুল্লোড় তুলে বান এসেছে। নদীর তলায় পাথরে পাথরে ধাক্কা লেগে গুম্‌গুম্ শব্দ হচ্ছে। ইচ্ছে করছিলো নদীর সঙ্গেই ভেসে যাই।

যেতি কোথায় ?

নদী যেখানে নিয়ে যায়, যেখানে গিয়ে থামে।

সির্‌কা মুণ্ডা খৈনির পিক ফেলে হাসলো। বললো, ওরে চাটান্ ! নদীর থামা মানেই, ফুরিয়ে যাওয়া নয়। অন্য নদী বা সাগরে যখন কোনো নদী গিয়ে মেশে, তখন তার মানে এই নয় যে, নদীই থেমে গেলো। যাত্রা শেষ হলো না তার। অন্য নদী বা সাগরের সঙ্গে মেশা মানেই অন্য জীবনে গিয়ে পড়া। নদীর হারিয়ে-যাওয়াটা শেষ নয় রে চাটান্ ; শুরু। অন্য পথে চলা। ভেক-বদল। খোলস-ছাড়া। গতি, ছুটে গিয়ে যতির গায়ে গা ছুঁইয়েই ; আবারও অন্য গতি পায়। নদীর নামই বদলায় শুধু, রঙ বদলায় তার চরিত্রও হয়তো বদলায় কিছুটা। কিন্তু তার ভিতরের সে বদলায় না। একথা কি তুই বুঝিস চাটান্ ?

ভালো করে বুঝি না। তাছাড়া, তোমার মতো অতো ভাবার সময় কার আছে ? বেশি বুঝেই তো সব মাটি করলে তোমরা। বুড়োরাই ডোবালে আমাদের।

তুই যে বন্দ্‌গাঁও, কুন্দ্রুবুটু, ঝির্‌পানি আর টেবো-ঘাটে সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছিস, সে সোনা যদি সত্যিই পাস ; তাহলে কি হবে জানিস চাটান্ ? এই কথা শুধোবার জন্যেই তোকে আজ ডেকে পাঠিয়েছি। বল্ কি হবে ?

কি হবে আবার ? দেখোই তুমি। আমার মন বলছে পাওয়ার খুব কাছাকাছিই এসে গেছি। খুঁজিনি তো এখনও তাও। শেষরাতের স্বপ্ন তো মুণ্ডাদের মিথ্যা হয় না। বল্ ? সির্‌কা ! স্বপ্নটা দেখেছি বলেই এতো হুল্লোড় !

সোনা পেলে কি হবে ?

কেন ? বড়লোক হবো।

তারপর ?

তারপর টিভি কিনবো। দু-চাকার ভট্‌ভটিয়া। দুই হ্যান্ডেলের সঙ্গে লাল-নীল ফিতে ঝুলবে। যখন জোর চলবে গাড়ি, তখন পৎ-পৎ করে উড়বে সেগুলান্। যে-কোনো হাটের মধ্যে গিয়ে ইলেক্‌টিরির হর্ন বাজিয়ে

BanglaBook.org

সব্বাইকে জানিয়ে দেবো ; এলাম বটে ! আমি এলাম । চাটান্ মুণ্ডা ।

তারপর ?

তারপর বান-ভাসি তাজ্না নদীর মতো সুখেরই বন্যা বয়ে যাবে আমার জীবনেও । গাড়ি কিনবো । দোতলা বাড়ি । গেটে দারোয়ান রাখবো । বড় বড় গোঁফওয়ালা । ক্ষত্রিয় ।

সুখ কাকে বলে, তা কি তুই জানিস চাটান্ ?

জানি বইকি ! এই তো সুখ ! তখন দুবেলা সুখ লেগে থাকবে আমার দশ আঙুলে, সুখে ভিজে চুপচুপে হবো এই বৈশাখের ঝোড়ো দামাল বৃষ্টিরই মতো । সুখ ঝিলিক্ মারবে আমার ঝিং-চ্যাক্ জামা কাপড়ে । টারান্জিস্টার বাজাবো সুখে ; ঝম্ঝমিয়ে । মুরহু, বিন্দা, সেন্দ্রী, গুলু, কুল্ডি আর সাইকোর হাটের সব মেয়ে-মরদ আমার দিকে চেয়ে বলবে, এ কে বটে হে ! হোড়োকোটিকে ? এই সেই তাজ্নার চাটান্ ?

তারপর ?

তারপর আর কি ? এই তো সব । তার পরেও আবার কি থাকবে ? আর কী থাকতে পারে ?

'সাসান্ডিরি'তে পৌঁছে সির্কা মুণ্ডা 'সাসান্ডিরি'র একটি পাথরে হেলান দিয়ে বসে বললো, তোকে ডেকেছি একথাই বলতে যে, তুই লোভে পড়েছিস চাটান্ । লোভের মতো পাপ মুণ্ডাদের আর কিছুই নেই । "খুম্বুরু-জুম্বুরী"র জন্যেই আজ আমাদের এতো দুরবস্থা । ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ্ । হারাম্, প্রভু । আমাদের কীই বা না দিয়েছিলেন । ঘন বন । গাছে গাছে ফল । জলে ভরা নদী । গাই-ছাগলের দুধ ; মৌচাকের মধু । আনন্দের কি কোনোই অভাব ছিলো আমাদের ? সাধারণভাবে খেতে পরতে, সুখে থাকতে এর চেয়ে বেশি কি লাগে রে ? বল্ চাটান্ ? এর উপরে যা কিছু সবই তো আড়ম্বর । বাড়তি । আমাদের চেয়েও কত বেশি কষ্টে এই 'দিশুম্'-এ, সব 'দিশুম্'-এই কত্ত মানুষ বেঁচে আছে । নেই কি ? বল ? তাদের দিকে তাকা । সেই তারাও তো সন্ধেবেলায় মাদল বাজিয়ে গান গায়, হাসে ; নাচে । সুখ কি তোর শহরের বাড়িতে, মোটর সাইকেলে বা "লম্বা-লম্বা-চুল বড়লোকের বিটিদের" মধ্যেই একমাত্র থাকে ? তোদের মতো কিছু সবজান্তা ছোকরার খপ্পরে পড়ে ভুল পথে চলেই আমাদের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই "দিকু"দের পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে । যা হজম করতে পারেনি তার চেয়েও অনেক বেশি খেয়েছে । অপচয় করেছে । গাছ কেটেছে জঙ্গলের, গাছ কেটেছে বাস্তুর, তাই আজ সারা 'দিশুম', 'দিশুম'-এর পর 'দিশুম' শুকনো । খাঁ খাঁ করে । ছায়া নেই কোথাওই । হায় হায় । কোথায় গেলো আমাদের সেই ছোটানাগাপুরা ? শান্তির আর সৌন্দর্যের ছোটানাগাপুরা !

অদ্ভুত কথা বলো তো তুমি বুড়ো !

BanglaBook.org

ঘাড় বেঁকিয়ে বললো চাটান্। আর বড় বেশি কথা বলো। এবারে রেগে ওঠে চাটান্। টিভি তো এখন পৃথিবীর সব মানুষেরই ঘরে ঘরে। টিভির দৌলতে সারা পৃথিবীটাই এখন প্রত্যেক মানুষের ঘরের মধ্যে বন্দী। এতো সুখ কি আর আছে ? পৃথিবী এখন উড়ে চলেছে সির্কা বুড়ো। কম্প্যুটার কাকে বলে জানো ? নাম শুনেছো কখনও ?

সির্কা দুদিকে মাথা নাড়িয়ে বললো, না। জানি না। জানতে চাইও না।

এই তো দোষ তোমাদের। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি শুধু আমাকেই নয়, চারিত, ইঠেঠ, পোক্‌লা, টাংলাটুলি, অনিগ্‌রা, কোল্‌ডা, বারিডি, চালাম্, পোসেয়া, কান্ট্রাভি, তিরিডি এবং হেস্‌সাডি গ্রামের সব মানুষকেই পেছনে টেনে রাখতে চাইছো ? এতে কি মুণ্ডাদের ভালো হবে ? এটা ভালো নয়।

তুমি সবই বোঝো না। তোমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সির্কা মুণ্ডা বললো, বুঝলি চাটান্, অনেকদিন আগে শুনেছিলাম রামবাবুর কাছে যে, সে কলকাতায় গিয়ে একরকমের গাড়ি দেখে এসেছিলো। যার নাম "স্টুডিবেকার কোম্যান্ডার"। সে গাড়িটো যখন চলে, তখন এগোচ্ছে কি পেছোচ্ছে তা বোঝার জো-টি ছিলো না কোনো। বুজেছিস ?

চাটান্ বললো, লেঃ। কী কথা হচ্ছিলো, এনে ফেললে কি কথা ? বুড়ো হলে কী না হয় !

টিভি তুই কখনও দেখেছিস ? টিভি কিসে চলে জানিস চাটান্ ?

কেন ? ইলেক্‌টিরিতে ! আবার কিসে !

চাটান্, এই বোকা-বোকা প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বললো।

না। টিভি চলে বিজ্ঞাপনে। যে জানে, এমন লোকের কাছ থেকেই আমি শুনেছি। তেল-সাবান- জামা-কাপড়-জুতো, সাজগোজের জিনিস যাই-ই তুই টিভিতে দেখিস, যে-সব নিখুঁতভাবে দাড়ি-কামানো মরদ দেখিস আর পরীর মতো মেয়েদের, তারা যেমন-বাড়িতে থাকে, যে-কাপড়-জামা পরে টিভির পর্দাতে আসে তা নজর করে দেখেছিস কি ? তাদের একজনের একবার-পরা জামা-কাপড়ের খরচেই যে আমাদের একটি পুরো বস্তির সব ঘর বিকিয়ে যাবে রে ! সিঙবোঙা যখন 'হোড়োকো'দের তৈরি করেছিলেন, তখন তো তাদের গায়ে এক ফালি কাপড়ও ছিলো না। লজ্জা ঢাকতে আর নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে আমাদের মেয়েদের মধ্যে যারা সবচেয়েই কুশ্রী তাদেরও তো খুব বেশি কিছু লাগে না। কি রে ? লাগে ? করৌঞ্জা আর নিমের তেল, চুলের খোঁপায় একটু হুন্দি ফুল, মুখের সরল হাসি, হাঁসীর মতো লম্বা গলা ; এই তো সবচেয়ে বেশি সাজ। ঐ যন্ত্রটা, তোদের ঐ টিভিখানি সম্পূর্ণই বিনা-কারণের লোভ জাগায় মানুষের মনে। যা তোর-আমার নেই, যাতে

BanglaBook.org

তোর আমার কোনো দরকার নেই ; তাই কিনতে বলে ঐ যন্ত্র। তাই তো লোকে ঘুস খেয়ে, চুরি করে, ডাকাতি করে, চোরা-চালান করেও ঐসব জিনিস ঘরে আনছে আজকাল। চারদিকে চোখ মেলে দেখিস্ না ? মানুষকে পুরোপুরিই নষ্ট করে দিলো ঐ চারকোনা বাক্সগুলো। আমার ইচ্ছে করে, টাঙ্গী দিয়ে, আমি যেখানেই টিভি দেখতে পাই সেখানেই তা টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিই। কোপের পরে কোপ মেরে।

তাই করো না কেন ? ঘাটের মড়া সির্কা, তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বুড়ো হলে এমনিই হয়।

পায়নি রে, পায়নি চাটান্। আজ সির্কা মুণ্ডার কথাতে তোর হাসি পাচ্ছে। শিগগিরই একদিন চোখের জলে-ভেসে তোরা আমার কথাই বলবি, যখন আমি থাকবো না। বলবি যে, সির্কা বুড়ো আজ্জা, ঠিকই বলেছিলো। অপ্রয়োজনের প্রয়োজনের লোভের চেয়ে বড় বড় নাখুন্ওয়ালা খতর্নাক্ জানোয়ার বাঘও কিছু নয়। বুকে-চলা বিষ-ঢালা সাপও কিছু নয় এই যন্ত্রর কাছে। পারিস না কি তোরা এখনও আমাদের দিশুম্-এর সকলকে, এই লোভের হাত থেকে বাঁচাতে ? চাটান্ রে ! সোনা দিয়ে কিছু হয়তো হয়, সব হয় না। কবে যে তোরা এই কথাটা বুঝবি ! সিঙবোঙা সবই দিলেন কিন্তু যা দিলেন তার সবকিছুই আমরা নষ্ট করে দিলাম। সিঙবোঙার ক্ষমা কোনোদিনও আর পাবো না আমরা। দেখিস্।

ছাড়ো তো বুড়ো ! তোমার ভীমরতি ধরেছে। তুমিই আমাদের এগিয়ে যাবার পথে প্রচণ্ড বাধা। টাঙ্গী দিয়ে তুমি টিভি টুকরো করো, ভাঙো আর আমি শিগগিরই টুকরো করবো তোমারই মাথা ! এই বলে দিলাম।

আমার মাথার কাজ শেষই।

'সাসান্ডিরি'র দিকে চেয়ে বললো, সির্কা মুণ্ডা। এ মাথা ভাঙলি, কী রাখলি তাতে আমার কিছুমাত্রই এসে যায় না। ঠিক আছে। আমি উঠলাম।

ওঠো। খৈনি ছাড়ো তো বুড়ো একটু।

চাটান্কে খৈনি দিতে কোনো আপত্তি ছিলো না সির্কার। কিন্তু ওর খৈনি চাওয়ার ভঙ্গিটা একটু কষ্ট দিলো বুড়োকে। কোনো কিশোর, কোনো যুবকই বোঝে না যে, সব বুড়োরাই একদিন কিশোর অথবা বুড়ো ছিলো।

সির্কা মুণ্ডা চাটান্কে খৈনি দিয়ে, নিজেও আরেকটু নিলো। এবারে বাড়ি যাবে। তার বুড়ি, ঝারিও বসে আছে তারই জন্যে। ঝারিওদের মতো বৌ এই চাটান্রা কোনোদিনও পাবে না। চাটান্রা ফাঁকি আর সাচ্চাই-এর মধ্যে তফাত বোঝে না। না বোঝে চাটান্রা, না বোঝে তার নাতনী, মুঙ্গরীরা। কানাঘুসোয় শুনেছে সির্কা যে চাটান্-এর বৌ উস্কির সঙ্গে ওর বনিবনাও নেই। নেই তো, 'সাকামচারি' করে না কেন ?

BanglaBook.org

বুড়ো হাঁটু কটকটিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই, তার কাঁপা-কাঁপা গলায় বৃষ্টির মধ্যে একটি গান ধরে দিলো। তার কৈশোর বয়সের প্রিয় গানটি, যে-গানের মানে এই আজকালকার চাটান্‌রা হয়তো বুঝবেই না।

"সোনালেকান্ দিশুম্ তাবু, রূপালেকান্ গামায় তাবু
ছোটানাগাপুরেহো, মুণ্ডাতোয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোর্‌তানা
জোম্‌তানকো জোম্‌তানা, নুতান্‌কো নুতানা ;
ছোটানাগাপুরেহো, মুন্ডাতোয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোর্‌তানা··· ।
আদাকান্‌তো দানাকোয়াবু মিসিহোন্‌কো খোজারখোয়াবু
ছোটানাগাপুরেহো, মুন্ডাতোয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোর্‌তানা··· ।"

চাটান্ খৈনি মুখে পুরে বললো, তোমার ভাঙা-বাঁশি গলায় আর গান গেও না। তার উপর বৃষ্টিতে ভিজে যা হয়েছে গলার অবস্থা। বাড়িতে গিয়ে আজ্জীকে বলো, পাচন করে দেবে।

সির্‌কা বললো, কোনো কোনো গান থাকে, যে-সব গান সকলকে শোনাবার জন্যেও নয়। শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যেই। বিশেষ করে এই বয়সে। গলা ভালো কি খারাপ তাতে কি যায় আসে ?

তা হবে।

চাটান্ নিজের মনেই গানের মানেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। "আমাদের দেশ, এই ছোটানাগাপুরা, সোনার মতো, রূপোর মতো, এই ছোটানাগাপুরে দুধ আর মধু চোঁয়ায় ; খাদ্য-পানীয়র অভাব নেই কোনোই এই দিশুম্-এ। ভাইবোনেরা যারা দূরে গেছে তাদের সকলকে ডেকে নাও তোমরা, ডেকে নাও এই দুধ আর মধুর রাজ্যে।"

সির্‌কা মুন্ডা বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিলো তার গ্রাম তিরিডির দিকে। বুড়ো এখন খুবই বুড়ো হয়েছে। সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও তার মেরুদণ্ড টান্-টান্। দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোনো যুবক শাল-গাছই হেঁটে যাচ্ছে বৃষ্টির ঝালর ফাঁক করে করে। একটা নালার পাশ দিয়ে বুড়ো এগিয়ে গেলো তার তিরিডি গ্রামের দিকে। সির্‌কাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সন্ধেও হয়ে এলো। বৃষ্টির ঝালর যেটুকু আলো ছিলো তাও মুছে দিয়েছে।

চাটান্-এর ফিরে যাওয়ার পথে বৃষ্টিটা হঠাৎই থেমে গেলো। একটি রামধনু উঠলো। এবং রামধনুর সব কটি রঙই তার মুখে এসে লাগলো। পেছন ফিরে, সির্‌কা মুন্ডাকে খুঁজলো চাটান্। খুঁজে পেলো না। তার সোনারূপান্ রূপালেকান্ দিশুম্ তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তার আর কোনো আলাদা অস্তিত্বই নেই।

টাঁড়টা পেরিয়ে মুর্‌হুর আচ্ছুরাম খল্‌খফ শেল্যাক্ কোম্পানির গেটের সামনে এসে পড়লো ও। 'আচ্ছুরামপুরীতে'। তারপর ঘরমুখো চললো।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা সাল্লু-ময়না ডাকতে ডাকতে উড়ে

BanglaBook.org

গেলো মাথার উপর দিয়ে। অন্যমনস্ক হয়ে গেলো চাটান্। বুড়োর কথাগুলো বৃষ্টিভেজা মাথার মধ্যে মেঠো ইঁদুরেরই মতো নাচানাচি করতে লাগলো। তারপর চাটান্ ভাবলো, কখনও ভাবা যাবে সির্কার কথা নিয়ে।

পিচ রাস্তায় নেমে হঠাৎই চাটান্ আবিষ্কার করলো যে, ও নিজেও গুন্‌গুন্ করে নিজের মনেই গাইছে সির্কা মুণ্ডার সেই গানটি। সব মুণ্ডাদেরই গান এ। ছোটানাগাপুরের গান

"জোম্‌তান্‌কে জোম্‌তানা নুতান্‌কে নুতানা
ছোটানাগাপুরাহো মুণ্ডাতোয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোর্‌তানা···

তাজ্‌না নদীর ওপারেও রামধনু উঠেছে। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙা। মনটা ভারী খুসি খুসি লাগছে চাটানের। বৃষ্টিতে চুপচুপে-ভেজা একটা ঢেঁচুয়াপাখি জোরে-জোরে ডানা নাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে। তার গায়ের ভেজা জল ছিট্‌কে উঠছে। ছিট্‌কে উঠতেই রামধনুর সব রঙ তাতে লেপ্টে যাচ্ছে। রামধনুর দিকেই চলেছে ঢেঁচুয়াপাখিটা, যেন রামধনুর সঙ্গেই কোনো বিশেষ কথা আছে তার। এই প্রথম-বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা-গন্ধ দিশুম্-এরই কথা।

চাটান্ মুন্ডা দাঁড়িয়ে পড়লো চলতে চলতে। তারপর নিজের মনেই বললো, বুড়োগুলো চিরদিনই এগিয়ে-যাওয়া তরুণদের পেছন থেকে টেনে রেখেছে। ও নিজে যা বোঝে ও তাই করবে। সির্কা মুন্ডা যাইই বলুক। চাটান্‌রা চাটান্‌দের মতো, আর সির্কারা সির্কাদেরই মতো।

বড় বড় পায়ে চাটান্ তাজ্‌না নদীর দিকে, তার ঘরের দিকে চলতে লাগলো। জোলো-হাওয়াতে শীত শীত করছে। বৃষ্টিতে ভিজেও গেছে চুপচুপে হয়ে। প্রথম বৃষ্টি বছরের।

॥ ৩ ॥

বনসালজী এখানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আর কলকাতার অ্যাকাউন্ট্যান্ট রাম তিওয়ারীও এসেছেন গতকাল। তিনি সাত দিন থেকেই বুজুকে কাজ বুঝিয়ে চলে যাবেন। মাইকেল দাস কারখানার চীফ মেকানিক। পুরুলিয়া জেলায় বাড়ি। ওঁরা ক্রীশ্চান। ওঁর ছেলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে বুজুর। গান-পাগল ছেলে। তার নাম রফিক আলি দাস। এখানে অনেকেরই নাম মুসলমানের। হয়তো মুসলমান থেকে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন এঁরা ক'পুরুষ আগে। কেউ কেউ সখ করেও এমন নাম রেখেছেন হয়তো।

সারাদিন কাজকর্ম দেখে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলো সেদিন বুজু। দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেলো এখানে। রাম তিওয়ারীও একই সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু গেট পেরিয়েই তিনি বললেন, মুরুহুতে

BanglaBook.org

যাবো। ওষুধ কিনতে হবে। তিওয়ারী গেলেন মুর্হুর বাজারে। বুজু আর বুজুর খিদ্‌মদ্‌গার সিন্নু বাঁদিকে এগোলো।

বাঃ। কী সুন্দর সব গ্রাম!

স্বগতোক্তি করলো বুজু।

সিন্নু বললো, যাবেন আমাদের গ্রামে? ঐ যে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে। আমাদের গ্রামের নাম তিরিডি।

চলো। বুজু বললো।

এসে অবধিই বুজুর চোখে যেন ঘোর লেগেছে। তার ওপর গতকাল দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন লাইব্রেরি থেকে অফিসের দিকে যাচ্ছিলো তখন লাইব্রেরির দরজা খুলে বেরোতেই একটি অল্পবয়সী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো। কিন্তু দূরে। মস্ত একটি জাম গাছের ছায়াতে। বুজুর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। আঁট-সাঁট করে শাড়ি পরেছিলো। দু' বিনুনি করা চুল তুলে এনে মাথার উপরে ফুল সাজিয়েছিলো একটি কচি কলাপাতা-রঙা সস্তা টেরিলিনের রিবন্ দিয়ে। মেয়েটির ঋজু, মেদহীন মরালী গ্রীবা এবং শাড়ি ও শায়ার নিচে তার সুন্দর পায়ের গোড়ালিটি দেখেই বুজুর বুকটা ধ্বক্ করে উঠেছিলো। মুখ দেখার অবসর হয়নি তখনও। এইরকম ধাক্কা কাউকে দেখেই এর আগে খায়নি বুজু।

সিন্নু কাছেই ছিলো। তা গলার স্বর শুনে মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে বুজুর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলো। বুজুর দিকে মুখ ফেরাতেই, বুজু দেখতে পেয়েছিলো দুটি উজ্জ্বল চঞ্চল ভোম্‌রার মতো চকচকে কালো ডাগর চোখ। আর ধবধবে সাদা কনীনিকা।

বুজুর চোখে চোখ পড়তেই সে মেয়ে চোখ নামিয়ে সিন্নুকে কী যেন বলেছিলো, মুণ্ডারি ভাষায়। সিন্নু বোধহয় বুজুর পরিচয় দিয়েছিলো সংক্ষেপে। একদল ধূসর রঙের পাখি ঝোপের মধ্যে থেকে ছ্যা ছ্যা করে ডেকে উঠেছিলো। মাটিতেই ছিলো পাখিগুলো। বোধহয় বুজুকেই ছ্যা ছ্যা করেছিলো ওরা।

মেয়েটি আরেকবার বুজুর দিকে চকিত-চাউনি চেয়েই দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে চলে গেছিলো কারখানার দিকে। লাইব্রেরি ঘরের পাশের কুয়োতলিতে জল খেতে এসেছিলো সে বোধহয়।

লজ্জার মাথা খেয়ে সিন্নুকে শুধিয়েছিলো বুজু, কে? মেয়েটি?

ওঃ। ঐ মেয়ে? ও একজন কামিন্। ওর নাম মুঙ্গরী। আমাদের গাঁয়েই থাকে। ওর বাবা ঢিমা মুণ্ডা ইঞ্জিন ডিপার্টে কাজ করে।

"কামিন্" কথাটা এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলো সিন্নু যে, ভীষণ রাগ হয়ে গেছিলো বুজুর সিন্নুর উপরে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। নিজেকেও বকবে ভেবে, বকতে পারেনি। চুপ করেই ছিলো।

BanglaBook.org

এরকম অধঃপতন আগে কখনও ঘটেনি তার। কলকাতায় এতো মেয়ে থাকতে শেষে কী না বিদ্ধ হলো এই মুঙ্গরীরই বাণে। এই পরবাসে এসে।

তাই আজকে বিকেলে সিন্নু যখন তাদেরই গাঁয়ে যাওয়ার কথা বললো, তখন হঠাৎই বুজুর মনে পড়ে গেলো, ওর গ্রাম তো মুঙ্গরীরই গ্রাম। গ্রামে গেলে হয়তো তার নিজের পরিবেশে মুঙ্গরীর সঙ্গে আবারও দেখা হয়ে যেতে পারে। মুঙ্গরীর মধ্যে কোনোরকম সফিস্টিকেশন্, কোনো ন্যাকামি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-জনিত কোনোরকম ফিক্সেশান্ আদৌ ছিলো না। ওর দু'চোখের মধ্যে বনের হরিণীর সারল্য ও চাপল্য ছিলো।

কলকাতায় তো কত মেয়ের সঙ্গেই বুজুর পরিচয় আছে। কত মেয়েকেই ও জানে। মেয়ে-বন্ধুও আছে অনেক। কিন্তু ঠিক এরকম কোনো মেয়েকে ও আগে দেখেনি। কোনো মেয়েকে দেখে এমনভাবে আলোড়িতও বোধ করেনি কখনওই। গত কাল সারারাত অতবড় খাটে একা-একা এপাশ-ওপাশ করেছে। গরমের জন্যে নয়। সন্ধের পরই একটা হিমেল ভাব আসে এখানের আবহাওয়াতে। ঘুমোতে পারেনি, তার কারণ কেবলি মুঙ্গরীরই মুখ, দুটি চোখ আর শুকনো পাতা-মাড়িয়ে ওর হরিণীর মতো চলে-যাওয়ার ছবিটি ওর দু'চোখে ভেসেছে।

চক্রধরপুর স্টেশানে সেদিন ভোর রাতে নামার পর থেকেই মনে হচ্ছে যেন বুজু কোন এক অচিন দেশে এসে পড়েছে। কোনো স্বপনপুরে। এমন দেশও যে কলকাতা থেকে আড়াইশো-তিনশো মাইলের মধ্যেই ছিলো এ কথা তো ও আগে জানতো না। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, কারখানায় ছাড়া। টিভি আছে। শুধু বাবুজীর ঘরে। ডিজেল পেট্রোলের ধোঁয়া নেই। এই কারখানাতে একটিই ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার। চালকলের মতো চিমনি। তার কোনো ক্ষমতাই নেই এখানের নির্মল পরিবেশ দূষিত করবার। ভারী ভালো লাগছে বুজুর এসে অবধি। এক ঘোরের মধ্যেই আছে যেন! তিরিডি গ্রামে যাওয়ার পায়ে-চলা রাস্তায় পড়বার একটু আগেই সিন্নু বললো, ঐ যে দেখুন বাঁদিকে, হাস্‌সা গ্রাম। ঐ গ্রামে অনেক সব শিক্ষিত মানুষদের বাস। বড় বড় বিদ্বান।

তাই?

আলাপ করবেন? যাবেন নাকি?

না, না সিন্নু। একদম না।

কেন?

সিন্নু অবাক হয়ে বললো।

আরে আমি যে কলকাতার মতো ভারী শহরের গিজগিজে বিদ্বানদের চাপে পড়ে একেবারেই ইট-চাপা ঘাসের মতো হয়ে গেছি। এখানে এসে বিদ্বান বা পণ্ডিতদের সঙ্গ তাই একেবারেই এড়িয়ে চলতে চাই। তাছাড়া, আমি নিজে বিদ্বান নই বলে বিদ্বানদের বেজায় ভয়ও করি। বুঝেছো।

BanglaBook.org

সিন্নু কি বুঝলো, সেই জানে ! হেসে উঠলো ও হোঃ হোঃ করে। প্রাণখোলা হাসি। মানুষকে দেওয়া সারল্য যে বিধাতার কত বড় দান তা এখানে না এলে, এই সিন্নুদের না দেখলে, বুজু জানতোও না।

বুজু নিজে ডেবিট-ক্রেডিট বোঝে। অতীব ম্যানডেন ব্যাপার। ওর সীমিত জ্ঞান নিয়ে বিদ্বানদের সঙ্গে কী কথাই বা বলবে।

বুজু বললো, না না। আমি তোমাদের গ্রামেই যাবো। হাস্‌সাতে যাবো না।

কারখানা ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আসলে কারখানা চলে তিন শিফ্‌ট-এ। কিন্তু কোম্পানির অডিটরের ছেলেরা কলকাতা থেকে এসে স্টক-টেকিং করছে তাই কারখানা বন্ধ থাকবে আরও কদিন। আজই সকাল আটটা থেকে এক শিফ্‌ট হয়ে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টক-টেকিং হয়ে যাবার পরেও হয়তো ক'দিন বন্ধ থাকবে। স্টক নাকি জমে গেছে অনেকই। অথচ কোম্পানির হাতে এক্সপোর্টের অর্ডার তেমন নেই এই মুহূর্তে। এই কোম্পানিগুলিই নাকি ভারতবর্ষ থেকে যত লাক্ষা রপ্তানি হয় তার সিংহভাগ দখল করে আছে।

দূরে একটি লালমাটির পথ দেখা যাচ্ছিলো। পথটি গিয়ে মিলিয়ে গেছে ঘন-গাছপালার একটি বসতির মধ্যে। সিন্নুকে শুধোলো বুজু, কী জায়গা ওটা !

কোন্‌টা ?

ঐদিকে তাকিয়ে সিন্নু বললো, ওঃ ওটা তো বুড্‌জুর মিশান্। জার্মান সাহেবদের। যাবেন ? লুথেরান্।

সিন্নুর অত্যুৎসাহে হেসে ফেললো বুজু। যদিও সিন্নু ওরই সমবয়সী কিন্তু অনেকই ছেলেমানুষ ও হাসিখুশি ও বুজুর চেয়ে। জীবনীশক্তিতে ভরপুর।

ওরা কত্ত সহজ সরলও। বুজু ভাবছিলো, বুজু যদি সিন্নুর মতো হতে পারতো !

কাঁচা রাস্তায় কিছুটা যাওয়ার পরই সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শুনতে পেলো সামনে থেকে।

পরর্‌নাম্ পাঁড়েজী। সিন্নু বললো। দু হাত জড়ো করে।

পরর্‌নাম্। বুজুকেও বললেন ভদ্রলোক, পরর্‌নাম্। ইনিই কি ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা বর্ণিত বিখ্যাত দিল্‌ধড়কান্ পাণ্ডে ?

বুজু উৎসাহিত হয়ে ওঁকে দেখছিলো।

উনি বললেন, কোথায় চললেন স্যার ?

আমি আপনার ছেলের বয়সী পাঁড়েজী। আমাকে আপনি নাম ধরেই ডাকবেন। আপনার কথা শুনেছি সানেকার কাছ থেকে। আপনার কাছে অনেক জানার আছে আমার। কিন্তু অফিসে তো দেখলাম না আপনাকে

BanglaBook.org

এই তিনদিন।

কী করে দেখবেন! গত দুদিন তো ছুটিই নিয়েছিলাম। আর আজ কারখানার টেলিফোন খারাপ ছিলো, তাই খুঁটিতে পাঠিয়েছিলেন বাবুজী। রাঁচি আর বলরামপুরে ফোন করতে। তাছাড়া আমার স্ত্রীরও জ্বর চলছে ক'দিন হলো। তাই খুঁটিতে ডাক্তারের কাছেও গেছিলাম।

পাঁড়েজীর সাইকেলের ক্যারিয়ারে কচি-কচি তিনখানি এঁচড় এবং সজ্‌নে-ডাঁটার বান্ডিল দেখে সিন্নু বললো, তাহলে খুঁটি থেকে সাইকোর হাটেও গেছিলেন নিশ্চয়ই। এই তার প্রমাণ। বলেই ক্যারিয়ারের দিকে আঙুল দেখালো।

পাঁড়েজী সিন্নুর কথাতে হেসে ফেললেন। বললেন, ধরেছিস ঠিক।

আমাদের গ্রামে কার কাছে এসেছিলেন?

সিন্নু শুধোলো।

ঐ! একটু কথা ছিলো ঢিমা মুণ্ডার সঙ্গে। ঢিমা মুণ্ডার মেয়ে মুঙ্গরীকে চিনিস তো? সির্‌কা মুণ্ডার নাতনী, আমাদের কারখানায় কাজ করে রে! কামিন্।

আঃ! চিনবো না আর!

ও বল্‌গি গ্রামের বাগোট্ বলে একটি ছেলের সঙ্গে···। কিন্তু ছেলেটা···

বলেই পাঁড়েজী থেমে গেলেন। বুজুর সামনে বোধহয় বলতে চাইলেন না বাকিটা।

কথাটা শোনামাত্রই বুজুর বুকের মধ্যে কে যেন একটি ছুরি আমূল বসিয়ে দিলো। নিজের অবস্থা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলো বুজু।

সিন্নু বললো, বাগোট্ ছেলেটা?

পাঁড়েজী বললেন, বলব'খন পরে।

সরল সিন্নু পরমুহূর্তেই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে পাঁড়েজীকে বললো, বুজুবাবু এখানে এসে খুবই খুশি হয়ে গেছেন। বাবুর ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মুঙ্গরীকে ভারী পছন্দ হয়ে গেছে।

বুজু যতটা না রেগে গেলো সিন্নুর কথাতে তার চেয়ে হতভম্ব হলো অনেকই বেশি।

পাঁড়েজী হেসে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন। বললেন, আপনার বয়সটা এমন যে এখন এখানে যাকেই দেখবেন, যাইই দেখবেন, তাই-ই ভালো লাগবে। আমারও তো একদিন আপনার বয়স ছিলো; নাকি রাতারাতিই এমন প্রৌঢ় হলাম! এই বয়সে ঝুপ্ করে কাউকেই বেশি ভালো লাগিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। বলেই পাঁড়েজী সাইকেলে উঠলেন। এগিয়ে গিয়ে বললেন, কালকে দেখা হবে অফিসে। তারপর সাইকেলের চেনের কিচির-খিচির শব্দ করতে করতে চলে গেলেন।

মুঙ্গরীর সঙ্গে প্রেম আছে বল্‌গি গাঁয়ের ছেলে বাগোটের?

BanglaBook.org

মনে মনেই বললো আবার বুজু।

মুখে বললো সিন্নুকে, বল্‌গি কতদূর ? এখান থেকে ?

সিন্নু একটু অবাক হয়েই বুজুর মুখের দিকে চেয়ে বললো, বল্‌গি ? হ্যাঁ বল্‌গি।

সে তো অনেকেই দূর। বন্দ্‌গাঁও পেরিয়ে টেবোর আগে। কেন ? যাবেন ? একটা পুরো দিন লাগবে কিন্তু। চলুন একদিন ঘুরে আসি।

মনে মনে বললো বুজু, সিন্নুটা আচ্ছা পাগল। "উঠলো বাই তো কটক যাই" গোছের অবস্থা। তবে, বল্‌গিতে তাকে যেতেই হবে একবার। কে সেই বাগোট ? তাকে একবার চোখে দেখতে হবেই।

পা চালান তাড়াতাড়ি বাবু। ফিরতে যে রাত হবে। টর্চ তো নেই আপনার সঙ্গে। আমাদের না-হয় অভ্যেস আছে, আপনি তো হোঁচট খেয়ে মরবেন।

সিন্নু তাড়া দিয়ে বললো।

কেন ? সাপ-কোপ আছে বুঝি ?

বুজু উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলো।

সাপ তো থাকতেই পারে। গরম পড়ে গেলো। তবে আমাদের এখানে সাপের ভয় বর্ষাতেই বেশি। গরমে তেমন থাকে না।

তাই বুঝি ? বলে, বুজু দাঁড়িয়ে পড়লো। পশ্চিমে তখন হাস্‌সা গ্রামের পেছনে তাজ্‌না নদীর দিকে সূর্য ডুবছিলো। সেদিকে দুচোখ আটকে গেলো।

কী হলো ? চলুন। তিরিডি যাবেন না ?

নাঃ। আজ আর যাবো না।

যাবেন না কেন ?

এমনিই !

বুজুর খামখেয়ালিপনাতে একটু অবাক হয়ে সিন্নু বললো, তবে চলুন ফিরি।

চলো।

ফিরতে ফিরতে বুজু বললো, আচ্ছা ! বীরসা মুণ্ডার কথা তুমি কি কিছু জানো ?

আপনি জানলেন কি করে ?

জানবো না ? তাঁর কথা সব শিক্ষিত বাঙালীই জানে। তাঁর উল্‌গুলান্‌ ? এইসব জায়গাতেই তো কোথাও তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তাই না ? ব্রিটিশদের সঙ্গে ?

হ্যাঁ তো। ঐ যে, পাঁড়েজী বললেন না, "খুঁটি" গেছিলেন ! "সাইকো"র হাট থেকে সবজি কিনে আনলেন ? এঁচড়, সজনে-ডাঁটা ? ঐ খুঁটি থেকে সাইকোর মধ্যেই বাঁদিকে পড়ে উঁচু সুকান্‌বুড়ু পাহাড়। সেই পাহাড়ে

BanglaBook.org

বীরিসা ভগবানের মন্দির বানানো হয়েছে। প্রতি বছর মাঘী-পূর্ণিমার দিন ওখানে মস্ত মেলা বসে। উৎসব হয়। বহু দূর দূর থেকে মুণ্ডারা আসে।

তাই ?

হ্যাঁ। এবারে কোথায় যাবেন বাবু ? কারখানাতে ?

তাই চলো। ফিরেই যাই। অনেকখানি হাঁটা তো হলো ! কলকাতায় তো একদমই হাঁটি না।

হাঃ হাঃ করে হাসলো সিন্নু। বললো, এই নাকি অনেক হাঁটা।

বাঃ ! কী সুন্দর গন্ধ। কিসের ?

মহুয়ার। দেখেছেন কখনও মহুল ফুল ?

নাঃ।

দাঁড়ান। কুড়িয়ে আনছি।

বলেই, এক দৌড়ে গিয়ে গ্রামের সীমানার একটি গাছের তলা থেকে এক মুঠো মহুয়া কুড়িয়ে আনলো। সেখানে পাহারাতে বসে ছিলো একটি ছেলে। তাকে কী সব বললো মুণ্ডারি ভাষাতে সিন্নু। তারপর ফিরে এসে বললো, এই নিন্। খান।

বুজু মুখে পুরে বললো, বাঃ কী মিষ্টি ! আর কী গন্ধ !

হ্যাঁ। গরু ছাগল শেয়াল মানুষ, যে খাবে, তারই নেশা হবে। তবে আমরা নেশার জন্যে হাঁড়িয়া খাই। মহুয়া তত খাই না। খাবেন একদিন ?

দেখা যাবে।

সিন্নুর প্রাণপ্রাচুর্যে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিলো ও। তাবৎ ব্যাপারে এমন তীব্র উৎসাহ থাকারই আরেক নাম বোধহয় বেঁচে থাকা। কলকাতায় থেকে থেকে কেমন যেন ম্যাদামারা হয়ে গেছে ও। তার চেয়ে অনেক গরিব, অনেক মন্দভাগ্য, দিন-আনা, দিন-খাওয়া সিন্নুকে মাত্র তিন দিন কাছ থেকে দেখে ওর নিজের জীবন ও জীবনযাত্রার অসারত্ব সম্বন্ধে ক্রমশই বুজু নিঃসন্দেহ হচ্ছে। এবং যতই নিঃসন্দেহ হচ্ছে, ততই গভীর এক বিষাদ-বোধ তাকে পেয়ে বসছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেই বোধ।

বেলা পড়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ওই দিকটাতে গাছপালা বেশি নেই, পশ্চিমাকাশে এখনও লাল আভা আছে। থাকবে আরও কিছুক্ষণ। বড় রাস্তায় উঠে এসে বুজু বললো সিন্নুকে, সন্ধে তো হয়নি এখনও। চলো, এই পাথরটার উপরে বসি একটু।

বসুন।

বুজু বসলে, সিন্নু পাথরটার উপরে আরাম করে বসে একটা বিড়ি ধরালো।

হঠাৎই বুজু বললো, মুঙ্গরীর সঙ্গে বাগোটের ভাব বুঝি খুব ?

জোয়ান মেয়ের সঙ্গে কত ছেলেরই ভাব থাকে। আমাদের মধ্যে মেলামেশায় কোনো দোষ দেখে না কেউ। শোওয়াতেও কোনো দোষ

BanglaBook.org

নেই। কিন্তু সমাজের মান-মর্যাদা বাঁচিয়ে। মুণ্ডা সমাজে 'ধর্ষণ' কাকে বলে তা কেউ জানেই না ! অভাবনীয় ব্যাপার তা ! মুঙ্গরীর সঙ্গে কতজনের ভাব ! ভাব-ভালোবাসা থাকলেই যে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবেই এমন মানে নেই।

মেলামেশায় মানে ?

মেলামেশায় ! ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা আলাদা "শোনেঘর"-এ শোয়। হাটে ভিন্‌গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ঠাট্টা, তামাশা, হাঁড়িয়া খাওয়া। তারপর কখনও কথা ঠিক হয়। মেয়ে গাঁয়ের "শোনেঘর" থেকে রাতে বেরিয়ে আসবে। ছেলে তার গাঁয়ের "শোনেঘর" থেকে। দেখা করে, কোথাও মিলবার জায়গা আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে। তারপর সময় কাটায়। কখনও বা হাট থেকে ফিরতে রাত হলে, ঝোপে-ঝাড়ে গাছতলাতে নদীর বালিতে, মিলে যায় দুজনে।

তারপর কোনো গণ্ডগোল হলে ?

গণ্ডগোল কেন হবে ? ভালোবাসলে তো বিয়েই করে। তবে ছেলে বিয়ে না করতে চাইলে বক্‌রী-মুরগী এই সব খেসারত্ দিতে হয় মেয়েকে। পাহান্ কী ভগত্‌রা যা ঠিক করে দেয়। অনেক সময় দাই-এর কাছে গিয়ে মেয়ে খালাসও হয়ে আসে। তবে তেমন কি আর বেশি হয় ? খুবই কম। এসব কোনো বড় কথা নয়। স্বাধীনতাটা, খুশিটাই বড় কথা। তবে সমাজকে প্রত্যেককেই ভয় করতে হয়। এই ভয় করাটাও একরকমের স্বাধীনতা।

বাঃ।

মুখে বললো, বেশ থাকো তোমরা। গান গেয়ে, মাদল বাজিয়ে, স্বাধীনতা আর নিজের নিজের খুশি নিয়ে কেমন মাৎ হয়ে থাকো। ভাবলেই ভালো লাগে।

হ্যাঁ বাবু। আমরা টাকা-পয়সায় গরিব হলে কী হয়। প্রাণে আমরা খুবই বড়লোক। দুঃখ যে আমাদের ছোঁয়, দুঃখের সে সাধ্যই নেই। আমাদের সব কেড়ে নিতে পারে কেউ ! কিন্তু খুশি কাড়বে কে ?

গান খুব ভালোবাসো তোমরা, না ?

গানই তো আমাদের প্রাণ।

মুঙ্গরী গান জানে ? জানে না ?

জানে না ? খুব সুন্দর গলা মুঙ্গরীর। নাচেও খুব ভালো। তারপর একটু চুপ করে থেকে সিনু বললো, মনে হচ্ছে, বাবুর যেন ভীষণই মনে ধরে গেছে মুঙ্গরীকে। ভিন জাতের সঙ্গে বিয়ে দিতে ঢিমা মুণ্ডা রাজি নাও হতে পারে। আর গাঁয়ের বুড়োরাও। আপনারা তো "দিকু"। তবে আপনার মতো লাল ছেলে পেলে, পড়ে-লিখে, পয়সা-ওয়ালা, কিন্তু ভালোমানুষ ; বিয়ে দিয়ে দিতেও পারে। আসল তো মুঙ্গরীর দাদু। সির্‌কা

BanglaBook.org

মুন্ডা। সেই তো আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো মানুষ। তার কথা দশটা গাঁয়ের লোকে মেনে চলে। তবে বিয়ে হওয়ার আগে মুঙ্গরীর নিজের আপনাকে পছন্দ হওয়া চাই। তার মত না থাকলে, সির্‌কা মুণ্ডা, মানে, মুঙ্গরীর "আজ্জা"র মতেও কিছু হবে না। আমাদের সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা পুরোপুরিই। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অপছন্দে কোনো বিয়েই হয় না ; হয়নি।

ভারী মুশকিলেই পড়লাম তো দেখছি ! বিয়ের কথা উঠছে কিসে ?

না। এমনিই বলে দিলাম আপনাকে। জেনে রাখতে ক্ষতি কি ?

তোমাদের বিয়েতে কি কি দিতে হয় ? ছেলেদের ?

ছেলেকে দিতে হয় দুটো বলদ। বারোটা শাড়ি। তার মধ্যে চারটে ভালো। আটটা আটপৌরে। ভোজ খাওয়াতে হয় গাঁয়ের সবাইকে। আর হাঁড়িয়া। সারা রাত নাচা-গানা হয়। হাঁড়িয়া তো আমাদের দেবতাদেরও খাওয়াতে হয়। হাঁড়িয়া ছাড়া বিয়ে শ্রাদ্ধ কিছুই হয় না।

আর কি দিতে হয় বিয়েতে ? আর কিছু না ?

এই কি কম হলো নাকি ?

সিন্নু অবাক হয়ে বললো।

বুজু চুপ করেই রইলো। সরল সিন্নুর কথায়। ভাবে, এরা সত্যিই শিক্ষিত, প্রগতিশীল। মেয়ের বাপকে ছেলেপক্ষকে পণ দিতে হয় না ; ঘড়ি, সাইকেল,, টাকা, মারুতি গাড়ি। এখানে মেয়েদের যথার্থ সম্মান আছে। বরং ছেলেদেরই দিতে-থুতে হয় মেয়েপক্ষকে। দিয়ে-থুয়ে আদর করে ঘরে আনতে হয়।

দিনের আলো নিভে আসছিলো। কী একটা পাখি পথপাশের গাছের প্রায় মগডাল থেকে ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছিলো।

কী পাখি ওটা ?

সিন্নু হাসলো। বললো, পাখি কোথায় ? ও তো কাঠবিড়ালি !

কাঠবিড়ালি ? কাঠবিড়ালি আবার ডাকে নাকি ?

বেড়াল ডাকে, বাঘ ডাকে, আর কাঠবিড়ালি ডাকলেই দোষ ! আজকে অন্ধকার হয়ে গেছে। কোনোদিন আলো থাকতে-থাকতে আপনাকে দেখাবো কেমন ল্যাজ তুলে তুলে ডাকে কাঠবিড়ালিরা। এই আওয়াজটা চিনে রাখুন। কখনও শুনলে ভালো করে চেয়ে দেখবেন গাছের ডালে বা গুঁড়িতে দেখতে পাবেন।

বুজু ভারী অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। লাক্ষার কোম্পানিতে চাকরি করতে এসে ও যে এক অনাবিল রূপকথার দেশে পৌঁছে যাবে, যেখানে প্রতি পদে ওর জন্যে এমন সব বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকবে, তা কি ও জানতো !

উঠবেন ? অন্ধকার কিন্তু হয়ে এলো।

নাঃ। বসি আর একটু। বেশ ভালো লাগছে। দুপুরে তো গরম

BanglaBook.org

ছিলো। আর এখন কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হয়ে এলো।

তা তো হবেই। এ যে আমাদের সুন্দর দিশুম্। বলেই, সিন্নু একটি গান ধরে দিলো।

সিন্নুর মিষ্টি গলার দোলানি সুরের গান সবে সন্ধে-হওয়া এই নানারকম অচেনা গন্ধে 'ম' 'ম' করা দিশুম্-এর দিগন্তে দিগন্তে ছড়িয়ে গেলো যেন। বুজুর মনে হলো, সে যেন এক স্বপ্নর রাজ্যেই এসে পৌঁছেছে। যে-রাজ্যে, যে-ছোটোনাগপুরের 'দিশুম্'-এ দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যায়। যে-রাজ্যের ঝুপড়ি-ঝুপড়ি গাছে ঘেরা "রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপেন্ডা" ঘরে মুঙ্গরীর মতো মেয়ে বাস করে। যে-রাজ্যে কাঠবিড়ালি শিহর-তুলে ডাকে।

দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদ-ওঠা মিশ্রফুলের গন্ধ-থমথম ফিকে অন্ধকারে বসে বুজু কলকাতার সন্ধের কথা ভাবে। ওর মন বলে, এখানেই থেকে যাবে। মুঙ্গরীকে বিয়ে করে "রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপেন্ডা" ছবি-আঁকা কোনো ঘরে। কী হবে অত আলো, অত লোভ, অত চিৎকার, ধুলো-ধোঁয়ার, বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় কলকাতায় ফিরে গিয়ে? মানুষের জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন মানে যেন ওর কাছে এই তিনদিনেই প্রতিমুহূর্তে প্রতিভাত হচ্ছে। মানুষ হিসেবে সুখী হতে হলে কী কী প্রয়োজন হয় তারই যেন নতুন খোঁজ পেয়েছে বুজু। কলকাতার জীবনে তো কোনো যতি নেই, থামা নেই ; একটুও ভাবনার অবকাশ নেই। এই একটামাত্র জীবন নিয়ে কী করা উচিত না উচিত, কেমন করে তা খরচ করা উচিত তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ হয়েছে ওর জীবনে এই-ই প্রথমবার। এই কারখানার ছাইগাদার মধ্যে যদি মুঙ্গরীর মতো ফুল ফুটতে পারে তবে টাকা জিনিসটার আসল দাম সম্বন্ধেই ওর মনে ঘোরতর সন্দেহ জেগেছে।

নিজের ভাবনাতে ও বুঁদ হয়ে গেছিলো। এমন সময় আচমকাই সিন্নু বললো, ভগবান বিরিসার গান শুনবেন?

কী গান? শোনাও দেখি।

সুরেলা গলায় নীচু-গ্রামে গলাটা একবার খাঁকারি দিয়ে গান শুরু করলো সিন্নু

"রাঁচী জেলা উড়্নিউলিহাতুরে জনম্ লেনা
আটামাটা বিক্যোথালা মুসিয়া চালেকাদ্হাতুরে হারামোতে লেনা
কুন্দ্রুগুটুরে বিরিসা ডেরা লেনা মোছিয়া চাল্কার্ হারামোতারে
ডোম্বারিবুড়ুরে উপর্ লেনা বিরিসা
বান্দুকো গুলি সোবেন্ বিরিসা দাগে গিরি কিদা
হাগামিসি ইয়ারিরিসাকো রাসিকাতানা....."

গান শেষ হলেও অনেকক্ষণ পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা-জ্বলা সুগন্ধি ফিকে অন্ধকারে সিন্নুর গানের রেশ যেন তরঙ্গ তুলতে লাগলো।

BanglaBook.org

মানে কি হলো ?

মানে, বলেই, সিন্নু আর একবার গলা খাঁকরে নিলো। এটা ওর বাতিক। তারপর কোমরের ধুতির ট্যাঁক থেকে একটু খৈনি বের করে দু হাতে মেরে মুখে দিলো। বললো, মানে হলো, রাঁচি জেলার উড়্নিউলিহাতু গ্রামে জন্মেছিলে তুমি, ভগবান বিরিসা। গভীর জঙ্গলের মধ্যের গ্রাম মুসিয়াচালেকাদ্ গ্রামে তুমি বড় হয়েছিলে। তারপর কুন্দ্রুগুটু গ্রামে তুমি বাসা বেঁধেছিলে। ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়ে তুমি চড়ে গেলে বিরিসা, ইংরেজদের মোকাবিলা করতে। ইংরেজরা যখন তোমার উপরে বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়েছিলো তখন সেই সীসের গুলি জল হয়ে গেছিলো। তাতে আমরা সকলে কত্ত যে খুশি হয়েছিলাম !

তুমি যে বললে, বিরিসা মুণ্ডার মন্দির সুকান্বুড়ু পাহাড়ে ?

সুকান্বুড়ু পাহাড়ে তো বিরিসা ভগবানের মন্দির হয়েছে। বিরিসা ভগবান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তো ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়েই।

তা সেটা কোথায় ? সে পাহাড়টা ?

ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়ও খুঁটি থেকে সাইকো যাওয়ার পথেই পড়ে। উত্তরে। খুঁটি হচ্ছে, রাঁচি জেলার সাব-ডিবিশান না কী বলে, সেই।

এমন সময় সিন্নুদের গ্রাম তিরিডি থেকে হঠাৎ মাদলের আওয়াজ ভেসে এলো।

বুজু বললো, কী ব্যাপার ? কারো বিয়ে-টিয়ে নাকি ?

না, না। আজ মান্সিধ-এর বৌয়ের চাট্টি হলো তো। তাই রাতে গানা-বাজানা হবে, খাওয়া-দাওয়া ছাট্টিকিয়া। হাঁড়িয়া খাওয়া হবে। ঐ সব হচ্ছে আর কী !

ছাট্টিকিয়াটা কী ব্যাপার ?

ছাট্টিকিয়াটা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার আর চাট্টি উৎসব। ছাট্টিকিয়া হয় বাচ্চা হওয়ার ন'দিন পরে। গ্রামের সকলের নখ কাটতে, চুল কাটতে হয়। মেয়েরা আলতা পরে। কুঁয়োর বা জলের পাশে গিয়ে, নতুন বাচ্চার মা শুদ্ধু, কুঁয়োতে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে তারপর সকলে হলুদ খেলে। সিঁদুরও খেলে। ওখান থেকে ফিরে সকলে মান্সিধ-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ছাট্টিকিয়া খতম করবে। রাতেও খাওয়া-দাওয়া।

বুঝেছি। বুজু বললো, আমরা বলি আঁতুড় ওঠা। এখন অবশ্য কেউই আর মানে টানে না। ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন তো আমরা সাহেব হয়ে গেছি।

সাহেব হয়ে গেছো ? এখন তোমাদের ছেলে-মেয়ে হয় না ?

দূর বোকা ! ছেলে-মেয়ে হবে না কেন ? হাসপাতাল, নার্সিং-হোম, উডল্যান্ডস্, বেলভিউ কত জায়গাতে হয়। কিন্তু আঁতুড়-টাতুড়ের মতো প্রাচীন প্রথা প্রায় উঠেই গেছে বলতে গেলে শহরে। আজেবাজে সংস্কার

সব ছেড়ে আমরা এখন পুরোপুরিই সাহেব হয়ে গেছি। সাহেবরা নিজেরাও এখন আমাদের দেখে চমকে ওঠে। সাহেবদের চেয়েও বেশি সাহেব হয়েছি আমরা।

পুরনো-প্রথা সব ভেঙে কি তোমাদের লাভ হয়েছে কিছু?

হবে। নিশ্চয়ই হবে। এখনও সঠিক বলতে পারছি না।

সাহেবদের কোনো প্রথাই কি খারাপ?

সিন্নু ব্যথিত গলায় বললো, তোমরা ইংরেজ হয়ে গেছো? যাদের সঙ্গে বিরিসা ভগওয়ান যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ইংরেজদের নকল করে নিজেরাই ইংরেজ হয়ে গেছো?

বুজু জবাব দিতে পারলো না এ-কথার। বললো, সেরকমই প্রায় বলতে পারো।

সিন্নু অবিশ্বাসের গলায় বললো, যে ইংরেজদের সঙ্গে বিরিসা ভগওয়ান যুদ্ধ করেছিলেন, যে ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে সারা দেশে একদিন আন্দোলন হয়েছিলো, লোকে জেলে গেছিলো, হাজারে হাজারে, চরকা কেটেছিলো, বিদেশী জিনিস বর্জন করেছিলো, লাঠি খেয়েছিলো, গুলি খেয়েছিলো, গান্ধী মহাত্মা যাদের···

বুজু চুপ করে রইলো।

কথা বলছ না যে?

সিন্নু উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো।

বুজু বিরক্তির গলায় বললো, হ্যাঁ, সেই ইংরেজ। বলেইছো তো!

বুজুর সারা মনে, সারা চেতনাতে এখন শুধুই মুঙ্গরী গুঞ্জরণ করে ফিরছে। প্রেমে বুজু এর আগে কখনও পড়েনি। শুনেছিলো, বোকারাই পড়ে প্রেমে। একে "প্রেম" বলে কিনা জানে না ও। ব্যাপারটি পুরোপুরিই একতরফা। কিন্তু যাই হোক, বড় কষ্টের অভিজ্ঞতা এ। 'প্রেম'কে তো আনন্দ বলেই জানতো। এতো যে কষ্ট তা জানা ছিলো না।

উঠবেন না বাবু?

হুঁ।

বুজু বললো।

॥ ৪ ॥

খুঁটি আর মূরহুর মধ্যে তাজ্না। তাজ্না বস্তি থেকে হেঁটে এসে বড় রাস্তায় বাস ধরলো চাটান্। তার কাঁধে একটি ঝোলা। তাতে মুড়ি আর আখি গুড়। তার মধ্যে তার বাঁশিটিও আছে। হাতে একটা শাবল।

বাস এসে দাঁড়ালো মূরহুতে। মূরহু থেকে বন্দ্গাঁও পনেরো কিমি পথ। বন্দ্গাঁও-এ কিছুক্ষণ দাঁড়ালো বাস। আজ হাট নেই। হাটের

জায়গাটা পথের ডানদিকে বাঁদিকে ফাঁকা পড়ে আছে। হাঁড়িয়া-খেয়ে ফেলে-দেওয়া শালপাতার দোনা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কাঁটাল গাছের পাতা, সজনে গাছের পাতা; ডালের সঙ্গে চলে এসেছিলো হয়তো। একটা সাদা ছাগল ঘুরে ঘুরে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে বলতে সেগুলো কুড়িয়ে খাচ্ছে। বিস্কুটের প্যাকেটও।

অনেকে নেমে চা খেলো ভাঁড়ে করে। চাটান্-এর পকেটে সবশুদ্ধু সাত টাকা কুড়ি পয়সা আছে। বাসের টিকিট কেনার পর। সেও নেমে চা খেলো। কুড়ি পয়সা গেলো।

বন্দ্গাঁও থেকে বাস ছেড়ে এলো টেবো-ঘাটে। মাত্র চার কিমি। তারপরই আরম্ভ হলো টেবো-ঘাট। তেত্রিশ কিমি লম্বা পথটি চলে গেছে জঙ্গল-পাহাড় চড়াই-উৎরাই খাদ আর উঁচু উঁচু পাহাড় চুড়োর মধ্যে দিয়ে। টেবো-ঘাটের পর মাত্র চার কিমি পরেই একটা মোড়। সেই মোড়ে বাঁক নিয়ে আধ কিমিটাক ডানদিকে গেলেই হির্নী ফলস্। কিন্তু বাসটা সোজা চলে যাবে চক্রধরপুর। হির্নী ফলস্-এর মোড় থেকে আবার মাত্র তিন কিলোমিটার সোজা এগোলেই হেস্সাডি। হেস্সাডি থেকে ডানদিকে একটি পথ বেরিয়ে গেছে ওড়িশার গইল্কেরায়। একসময় খুবই ঘন জঙ্গল ছিলো সেখানেও। চাটান্ একবার কূপ-কাটার কাজ নিয়ে গেছিলো কাগজকলের ঠিকাদার বীরেন বিশ্বাসের জঙ্গলে।

আরো তিন কিমি ঐ মোড় থেকে সোজা গেলে, চক্রধরপুরের দিকে, আরও একটি মোড় পড়ে। সেই মোড়ে পৌঁছে ডানদিকে গেলেই রোগোড ফরেস্ট বাংলো। ষোলো কিমি। বাংলো টেবোতেও আছে। বন্দ্গাঁও, হেস্সাডিতেও আছে। কিন্তু বাংলোতে থাকে 'দিকু'রা আর সরকারী আমলারা। তাছাড়া অত দূর তো যাবে না সে।

বাসটা যখন টেবো-ঘাটে উঠে হির্নী ফলস্-এর মোড় ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এসেছে, হঠাৎ রোক্কো ! রোক্কো ! বলে, বাস থামিয়ে নেমে পড়লো চাটান্।

কন্ডাক্টর এগিয়ে এসে গেটে দাঁড়ালো। বললো, যাবে কোথায় ? এই জঙ্গলে ? এখানে তো ধারে কাছে কোনো বস্তিই নেই !

চাটান্ বললো, ঐ ! যাবো।

বাসের জানালা দিয়ে উৎসাহী মুখ বাড়িয়ে যাত্রীরা চাটান্-এর দিকে চেয়ে রইলো।

কন্ডাক্টর বললো, পাগল নাকি ?

চাটান্ বললো, ঐ আর কী !

বলেই, নেমে পড়লো বাস থেকে।

একজন যাত্রী বললো, তাজ্না বস্তির চাটান্ মুন্ডার মতো দেখতে না ? অনেকটা ?

BanglaBook.org

বাসটা চলে গেলো। লাল ধুলো ও ঝরাপাতার ঘূর্ণি তুলে তার পেছনে।

তুইও তো অনেকটা জগন্নাথ শাহুর মতো দেখতে। তাতে কি হলো ? তোর কি চারটে বউ আছে তার মতো ? টাকা আছে কাঁড়িকাঁড়ি ! অনেকটা !

বাসশুদ্ধু লোক হেসে উঠলো কনডাক্টরের কথাতে।

চাটান্ বললো, মনে মনে সাসান্‌ডিরিতে যেদিন যাবো, সেদিনও পথে চেনা বেরোবে। আচ্ছা দিশুম্ বটে !

এখন সকাল ন'টা। কিন্তু হলে কি হয়, নির্মেঘ আকাশে সিঙবোঙা দপ্‌দপ্ করছেন। প্রায় কোনো গাছের নীচেই একটুও ছায়া নেই। শুধু চাঁর, মহুয়া, জংলি আম, কাঁটাল, অশ্বত্থ আর বট ছাড়া। প্রচণ্ড দাবদাহে সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ক'টা ঢেঁচুয়া পাখি এখনই তৃষ্ণায় ছটফট করছে। সারা দিন তো পড়েই আছে সামনে। মাটির রঙ এমন হয়েছে যে মনে হচ্ছে সিঁদুর-রঙা লৌহ-আকর।

চাটান্ খুব আস্তে আস্তে, হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে ভালো করে চেয়ে, স্বপ্নে-দেখা মস্ত চাঁর গাছটা খুঁজতে লাগলো। স্বপ্নে দেখেছিলো যে, একটা ঝরনা, আর বড় বড় কালো পাথরের স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে চিরাঞ্জীদানার প্রকাণ্ড গাছটা। মাথা উঁচু করে। ঝরনাটা বয়ে গেছে হিরনীর দিকে। এই টেবো-ঘাটের পথ আসলে ছিলো গিরিপথ। চাটান্-এর পূর্বপুরুষরা একদিন এই পথেই হেঁটে গেছে। তখন জঙ্গল ছিলো নিশ্ছিদ্র। পথ কাঁচা এবং সরু। অরণ্য শ্বাপদসঙ্কুল। এখন সেই পূর্বপুরুষ আদিবাসীদের দিশুম্ আর তাদের নেই। 'দিকু'রাই মালিক সব কিছুর। সব কেমন নতুন নতুন দেখায়। এমনকি চাটান্‌দের শিশুকালেও কত অন্যরকম ছিলো এই সব জায়গা। স্বভূমি বলে মনে হতো। এখন আর মনে হয় না। মনে হয়, ওরাই 'দিকু' আর অন্যরা মুণ্ডা।

এখন স্বপ্নটা !

স্বপ্ন বড় একটা দেখে না চাটান্। কিন্তু মুণ্ডাদের স্বপ্ন ব্যাপারটা অনেকই গভীর। কিছুটা গোলমেলেও। রাত দুটো থেকে চারটের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে মানুষে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সে স্বপ্ন সত্যি হয়। স্বপ্নের নানারকম সঙ্কেতও থাকে। সব সঙ্কেতই যে দুর্বোধ্য তা নয়। কিছু কিছু সঙ্কেতের সোজা ব্যাখ্যাও আছে। যেমন, যখন কোনো শিশু জন্মাবে তার আগে যদি স্বপ্ন দেখে তার আপনজনে যে, একটি নদ্‌নদে পাকা কাঁটাল ফেটে গিয়ে আপনা থেকেই তার কোয়াগুলো বেরিয়ে পড়লো, তবে বুঝতে হবে স্বাভাবিক প্রসবই হবে। আবার যদি কেউ দেখে যে, একটি এঁচড়কে মধ্যে দিয়ে চেরা হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে, গর্ভপাত হবে। স্বপ্নে যদি কেউ দেখে যে, সে কোনো নদী পার হয়ে চলেছে বা কোনো

BanglaBook.org

মেয়ে জলের ঘড়া নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে ভাগ্য নাকি প্রসন্ন। স্বপ্নে পরিষ্কার জল দেখলে বুঝতে হবে মদ। আর নোংরা জল দেখলে হাঁড়িয়া। কিন্তু গোলমালও হতে পারে। পরিষ্কার জল মানে চোখের জলও হতে পারে। যদি কেউ নতুন কাপড়-চোপড় পাওয়ার স্বপ্ন দেখে তাহলে খুশিতে লাফানোর দরকার নেই। সে স্বপ্নের মানে এও হতে পারে যে সাসান্‌ডিরিতে গিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে কবরের মধ্যে শোওয়ার সময় এসে গেছে। যদি অবশ্য কেউ ফুল পাঠায়, তবে এই স্বপ্নের খারাপ দিকটা কেটে যায়।

যে-স্বপ্নটা চাটান্ দেখেছে সেটা এক অদ্ভুত স্বপ্ন। একটা "কুমু-সিতিরিকাড্" স্বপ্ন। সেই ঝরনা আর পাথরের স্তূপের মধ্যে দিয়ে মাথা চারিয়ে-ওঠা মস্ত চাঁর গাছটা পেরিয়ে স্বপ্নে সে শুকনো জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে একজন মানুষের দেখা পেয়েছিলো। সেই "রোয়া" কিংবা "বোঙা" যে, কোনো মানুষের "রোয়া" কী স্বয়ং কোনো বোঙা যে সে বিষয়ে চাটান্ নিশ্চিত। সেই মানুষটির চোখের দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। সে চাটান্‌কে দূর থেকে দেখেই দাঁড়াতে বলে বললো, তোমার তো অনেকই সোনা। আমাকে কি একটু দেবে না?

চাটান্ দেখলো, চাটান্-এর দু' মুঠি ভরা সোনা। সে লোকটিকে সবই দিয়ে দিলো। তখন লোকটি হাসতে হাসতে মিলিয়ে গেলো। যাবার সময় একটা জায়গাতে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে গেলো এইখানে, এইখানে।

এ স্বপ্ন হলো গিয়ে উল্টো বোঝার স্বপ্ন। "কুমু-সিতিরিকাড্" যদিও, এ স্বপ্ন আবার "সিতিরিকাড্"ও বটে। স্বপ্নে চাটান্ সোনা দিলো, তার মানে সে পাবে। উল্টো বলেই "কুমু-সিতিরিকাড্"। আবার 'এইখানে' 'এইখানে' বললো সেই 'রোয়া' কিংবা 'বোঙা', তাই আবার "সিতিরিকাড্"ও বটে। সেই 'রোয়া' বা 'বোঙা'র বক্তব্যের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থক ভাব ছিলো না।

মুণ্ডারা স্বপ্নে বিশ্বাস করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে 'রোয়া'তে এবং সিঙবোঙাতেও। এই স্বপ্ন নিয়ে চাটান্-এর কোনো দ্বিধা ছিলো না। তাই সে এর ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো পাহান্ বা ভগত্-এর সঙ্গে পরামর্শও করেনি। করা বিপদেরও ছিলো। সকলেই জেনে যেতো তাহলে সোনা পাওয়ার কথা।

গাছটাকে এবার দেখতে পেলো চাটান্ উঁচু পিচ রাস্তা থেকে। অবিকল স্বপ্নে যেমন দেখেছিলো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে কেউ দেখছে না যে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে নীচে নামলো জঙ্গলে। উৎরাইটা একেবারে খাড়া নেমেছে। তাই সোজা নামা সম্ভব ছিলো না। প্রয়োজনও ছিলো না। নেমে ও আস্তে আস্তে

BanglaBook.org

এগিয়ে চললো। উপত্যকার গভীরে নেমে যেতেই গাছটা হারিয়ে গেলো অন্য গাছেদের ভিড়ে। উপত্যকাতে নেমে এলে এরকমই হয়। একটা লাল-রঙা কোট্‌রা হরিণ ঐ ন্যাড়া রুক্ষ পত্রহীন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একেবারে তার এক হাতের মধ্যে দিয়েই দৌড়ে গেলো। একবার মনে হয়েছিলো যে শাবল ছুঁড়ে মারে। পরক্ষণেই ভাবলো, এও তো স্বপ্ন হতে পারে! নয়তো কোনো বোঙারই কারসাজি বা 'রোয়া'র। না-মেরে ভালোই করেছে।

গাছতলাতে পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিলো চাটান্। এই সকালেই গরম অসহ্য। যেন হাসুরদের হাপরের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে। মরীচিকার মতো জলের আভা দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে গায়ে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে চাঁর গাছটাকে দেখতে পেলো। ঝরনার জলে একটুক্ষণ পা ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো চাটান। কাঁধের ঝোলাটা চাঁর গাছের গায়ের একটি ফোকরের উপরের ভাঙা ডালের মধ্যে রেখে শাবলটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো যেখানে সেই মানুষ বা 'রোয়া' বা বোঙার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, সেই দিকে। চললো, শুকনো পাতার গালিচা মাড়িয়ে। রাশ রাশ বিচিত্রবর্ণ ঝরা পাতাতে ছেয়ে আছে সারা উপত্যকা। একটু পরই যখন হাওয়া দেবে ঝরনা-বওয়ার মতো, ঘূর্ণি হাওয়াও ; তখন দু'দিকের উঁচু পাহাড়ের ঘেরের মধ্যেই এই উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ শুকনো পাতার ঘুড়ি উড়বে দিগ্বিদিকে। বড় গরম।

চাটান্ আরও এগিয়ে যেতে লাগলো। পাতার স্তূপের মধ্যে থেকে। প্রায় তার দু'পায়ের পাতার মধ্যে থেকেই লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ একটি সোনালি-রঙা বিষাক্ত সাপ। তারপরই সোনালি সাপটা লাল-সাদা-বাদামী-হলুদ-কালো ছাইরঙা পাতাদের গাদার উপরে উপরে ঝর্‌ঝরানি আওয়াজ তুলে অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে একটি দোলামতো জায়গাতে পৌঁছে, একশো মিটার মতো দূরে হবে, কুণ্ডলী পাকিয়ে চাটান-এর দিকে ফণা বাগিয়ে তার চেরা-জিভ বের করে হিস্‌স্-হিস্‌স্ করতে লাগলো। ঠিক ঐখানেই সেই 'রোয়া' বা মানুষকে দেখেছিলো সে।

চাটান্ প্রথমে ভাবলো, শাবলটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে মারবে সাপটাকে কাছে পৌঁছে। পরক্ষণেই ভাবলো, সোনা পেয়েছে স্বপ্নে, আর এই সোনালি সাপ। এও কি কোনো বোঙা ? নাঃ থাক। দেখাই যাক না কী হয়!

চাটান্ যতোই এগোতে থাকলো, সাপটা ততোই ফণাটা উঁচু করতে লাগলো। চাটান্ যখন প্রায় তার ছোবলের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে তখনই হঠাৎ সাপটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর অদৃশ্য হয়ে যেতেই চাটান্ দেখলো যেখানে সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিলো ঠিক সেখানেরই সোনালি মাটি রোদে ঝিক্‌মিক্ করছে।

BanglaBook.org

হাঁটু গেড়ে বসে মাথার উপরে ঝক্‌ঝক্ করা সিঙবোঙার উদ্দেশে সে প্রণাম জানালো। তার পরে শাবল দিয়ে একটু খুঁড়তেই চটাং করে আওয়াজ হলো। কিছুটা সোনার গুঁড়ো-মেশানো ধুলো তার দেঁহাতি খদ্দরের পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে ফেলেই দাঁড়িয়ে উঠে জায়গাটা যাতে চিনতে ভুল না হয় তাই চারিদিকে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

এক ঝাঁক সুগা শন্‌শন্ করে উড়ে গেলো দুদিকের দুটি পাহাড়ের মাঝের ফাঁক দিয়ে। এই পাহাড় দুটোও গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড়ের মতোই কাছিমপেঠা। তবে ন্যাড়া নয়। গাছ এদিকে অনেকই আছে। বেশিই পত্র-ঝরা জাতের বলে এখন ন্যাড়া লাগছে এমন। বর্ষার পরই সবুজের সমারোহ বসবে এখানে। নীচে যে লক্ষ লক্ষ পাতা পড়ে জমে আছে, বর্ষার পর তারা সারেরও কাজ করবে খুব।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারধার দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা মস্ত শিমুলের দিকে চোখ পড়লো চাটান্-এর। এই শিমুলে এখনও ফুল আছে কিছু। কিন্তু শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। কিছু ঝরেও গেছে। ফুল ফোটার আগে ঐ গাছের বীজ ফেটে কালো-কালো বীজবাহী সাদা-সাদা তুলো ছড়িয়ে গেছিলো বেশ কিছুদিন আগেই দিকে দিকে শিমুলের রাজ্য বিস্তৃত করবে বলে। সেই শিমুলের ডালে ডালে সার সার শকুন বসে আছে। বিচ্ছিরি, রোমহীন লম্বাগলার, বাঁকানো ঠোঁটের শকুন।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এবং চাটান্ কোনো আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গি বা চিৎকার না-করা সত্ত্বেও তারা সবাই একই সঙ্গে উঠে ডানায় সপ্‌সপ্ আওয়াজ করে দুই কাছিমপেঠা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে পিঠ করে মিলিয়ে গেলো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো চাটান্, কোনো মৃত শম্বর বা হাতি বা গাউর বা অন্য কিছু পড়ে আছে কি না তার চোখের আড়ালে ? নাঃ। কোথাও কিছুই চোখে পড়লো না। তবে ? তবে এই শকুনগুলো কিসের প্রতীক ? এও কি কোনো সঙ্কেত ? কে জানে।

একথা ভাবতে ভাবতেই সেই সোনালি সাপটা যেন উড়ে আসতে লাগলো ওর দিকে। শুকনো পাতার মধ্যে খরখর আওয়াজ তুলে। চাটান্ তিন পা পেছিয়ে এলো। সাপটা সোনা যেখানে ছিলো সেখানে পৌঁছেই সেই জায়গার উপরে এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ফণা তুললো না আর।

চাটান্-এর মুখ হাসিতে ভরে গেলো। ও বুঝলো, যে-বোঙাই তাকে স্বপ্নে সোনা পাইয়ে থাকুন না কেন সে-সোনা চাটান্ ছাড়া অন্য কেউই যাতে নিতে না পারে সে বন্দোবস্তও তিনি করে রেখেছেন।

আবার নতজানু হয়ে হাত জোড় করে সিঙবোঙার উদ্দেশে

BanglaBook.org

প্রণাম জানালো।

আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে ও চড়াইটা উঠলো ছায়া খুঁজে খুঁজে। তারপর পিচ রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

আস্তে আস্তে ফিরে এলো চাটান্ মুণ্ডা চাঁর বা চিরাঞ্জীদানা গাছটার কাছে। পায়ের পাতা ভেজে এমন গভীর ঝরনাটিতে নেমে পেট ভরে জল খেলো। গাছে হেলান দিয়ে আরাম করে দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরালো।

চাটান্ ভাবছিলো এই সোনার পুরোটাই কি সত্যি ও পাবে ? উস্‌কির সঙ্গে 'সাকাম্‌চারী' না করেই ও মুঙ্গরীর সঙ্গে সহবাস করেছে একাধিকবার। জন্মের পরেও যে মুণ্ডা শিশু মুণ্ডা হয় না তাকে চাট্টির মধ্যে দিয়ে, আগুনের ঝালর ভেদ করে সব অশুদ্ধি শুদ্ধ করে নিয়ে তারপরই মুণ্ডা সমাজ তাকে তাদের একজন করে নেয়। চান্দ্রমাসের ন'দিনে এই অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের আগে সেই শিশু মুণ্ডা সমাজের কেউই নয়।

তেমনি মুণ্ডাদের বিয়েও তো ঠিক হয় স্বর্গেই। সিঙবোঙা, সমাজের মধ্যে মধ্যে চাষের ক্ষেতে যেমন 'আল্' থাকে, তেমনই আল তৈরি করে রেখেছেন অনেক। তাদের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সব সেই আল্‌ঘেরা সমাজের মধ্যেই করতে হয়। মুঙ্গরীকে পেয়ে, ভোগ করে, মুণ্ডা সমাজের সেই আল সে ভেঙে দিয়েছে। সমাজ জানতে পেলে, তাকে সমাজের বাইরে করে দেবে। তাড়িয়ে দেবে। মুঙ্গরীকেও। পঞ্চায়েত বসে তাদের সমাজ থেকে যে বাইরে করে দেবে সেই সিদ্ধান্ত নিছক একটি সামাজিক সিদ্ধান্তই নয়। প্রতি মন্ত্রে ওরা এই কথা বলে "সির্‌মারে সিঙবোঙা, ওটেরে মোন্‌রে হোরোকো"। তার মানে হলো, উপরে সিঙবোঙা, আর নীচে পাঁচজন মানুষের পঞ্চায়েত। সিঙবোঙা যখন অন্যত্র থাকেন তখন এই পঞ্চায়েতই সিঙবোঙার হয়ে কাজ করেন। সিঙবোঙা তার অধিকারের এবং ক্ষমতার অনেকখানিই এই পঞ্চায়েতের পাঁচজন মানুষকে দিয়েই সাধিত করেন এবং করান। তাদের সিদ্ধান্ত যতখানি সামাজিক ঠিক ততখানিই ধর্মীয়। তাই সমাজবিরোধী যে-কোনো কাজই সিঙবোঙা-বিরোধী কাজও বটে। যা কিছু সিঙবোঙাকে আহত করে তা মুণ্ডা প্রজাতিকেও করে। এমনিতে কোনো খারাপ কাজ করলেই যে আল-ভাঙা হয় তেমন নয়। মুণ্ডাদের অসুর (হাসুর) রূপকথাতে আছে মানুষের সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে লোভ। চোরকেও মুণ্ডা সমাজ অত ছোট চোখে দেখে না, যেমন চোখে দেখে লোভীকে। সিঙবোঙা মুণ্ডা সমাজকে তৈরিই করেননি শুধু তার পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক দিনে তিনি যে শুদ্ধতার সঙ্গে এই মুণ্ডাদের গড়েছিলেন আজও সেই শুদ্ধতা কোনোক্রমে কলঙ্কিত হতে দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছা নয়, আদৌ। পর-পুরুষ বা

পরনারী-গমন তাই অত্যন্তই দোষের। নিজের রক্ত যাদের শরীরে বইছে তাদের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ তো মহাপাপ। এই সব পাপেই সিঙবোঙার নিজহাতে তৈরি সেই "আল্"কে ভাঙা হয়। যদি কেউ একথা জানতে নাও পারে তবু সিঙবোঙা ঠিকই জানবেন। জাতিচ্যুত যারা হবে তাদের সঙ্গে মৃতদেরও কোনো তফাত করে না মুণ্ডারা। এ বড় সাংঘাতিক পাপ! যে পথে সিঙবোঙা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে মুণ্ডাদের দিয়েছিলেন সেই পথেরই কাঁটা হয়ে থাকে সেই সব সমাজ-বহিষ্কৃত মানুষ। এরা মুণ্ডা সমাজের বাইরে চলে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়, অসুররা বা হাসুররা যেমন একদিন গেছিলো। নিজেদের 'কিলি' বা গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ যৌন-সংসর্গ করলে তার গায়ে ছাই আর জল ছুঁড়ে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। মৃতদের শরীর যেমন ছাইতে আর জলে ভিজে থাকে, তেমনই ভাবে দেখা হয় তাদের। তাদের মৃত বলে জানে সকলে। সেই গোষ্ঠীতে তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না আর কোনোদিন। তাদের বাঁচার কোনোই অধিকার থাকে না আর। যদি তারা গ্রামে ফিরে আসার চেষ্টা করে তখনও তাদের মেরে ফেলা হয়। চিরদিনের মতো তাদের অস্তিত্বই লুপ্ত করে দেওয়া হয় জাগতিক এবং মানসিকভাবে।

মুঙ্গরী আর তার কথা এখনও অবশ্য কেউই জানে না। মানুষেরা, হোড়োকোরা জানে না। জানতে পারেন এক সিঙবোঙাই। কিন্তু যখন সকলে জানতে পারে, তখন ? দীর্ঘশ্বাস ফেললো চাটান্ একটা। বিড়িটাকে নালার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, পাছে শুকনো পাতায় আগুন লেগে যায়।

তারপর ভাবলো, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। এখন তার সোনা চাই। সোনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে ভাঙা আল্‌কে নতুন করে বানাবে। নয়তো তাদের গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে মুঙ্গরীকে নিয়ে তার নিজের মতো বাঁচবে। চাটান্ লোভী নয়। চাটান্ অন্যরকম। কিন্তু সির্‌কা বুড়ো কেবলই বলে যে চাটান্ 'খুম্বুরু-জুম্বুরী'র শিকার হয়েছে। যেমন হয়েছিলো অসুররা। তাই তাদেরই মতো ধ্বংস হয়ে যাবে সে সিঙবোঙার হাতে। ধ্বংস হয়ে যাবে এই দিশুম্।

উঠে পড়লো চাটান। আকাশ দিয়ে একটি প্লেন যাচ্ছিলো। দেখা যাচ্ছিলো না প্লেনটিকে। মেঘের আড়ালে দূরের বান-ভাসি নদীর মতো হুড়গুম্-দুরগুম্ আওয়াজ করে চলে যাচ্ছিলো প্লেনটি।

চাটান্, নিজের মনেই বললো, যত্ত সব। এই যুগে এই সব ধর্ম বা সমাজ নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তারা অন্ধকারের পোকা। সির্‌কাদের আলো দেখাতে হবে, আলো। পরক্ষণেই নিজেকে বললো, তাহলে স্বপ্নটা, সোনাটা, এসবও কি.....

বাসের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো চাটান্। যেখান থেকে পথ ছেড়ে চাঁর গাছটার কাছে সোজাসুজি পৌঁছতে হলে নামতে হবে বলে

BanglaBook.org

সেখানে দাঁড়ালো না ও দুটি কারণে। এগিয়ে গেলো সেখান থেকে অনেকখানি। বাস-শুদ্ধু লোক এই জনমানবহীন জায়গা থেকে তাকে বাসে উঠতে দেখলে সন্দিগ্ধ হবে। জায়গাটাও চিনে নিতে পারে। দ্বিতীয়ত সেখানে ছায়া দেয় এমন একটিও গাছ ছিলো না যে, যার নীচে ও দাঁড়াতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ মিটার মতো এগিয়ে এসে, একটি প্রাচীন আমগাছের ছায়াতে দাঁড়ালো চাটান্।

দূর থেকে দেখা গেলো, প্রায় আধঘণ্টা খানেক পর ক্ষমাহীন রোদের মধ্যে বাসটা ছুটে আসছে উল্টোদিক থেকে লাল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে দ্রুতবেগে।

॥ ৫ ॥

সিন্নু কাল সন্ধেবেলা বলেছিলো, অনেকেই কারখানার কাজ ছেড়ে দেবে। কানাঘুষা শুনছি।

কেন ?

বুজু শুধোলো।

চাটান্ সোনা খুঁজছে। সোনা খুঁড়তে যাবে সবাই।

সোনা ? কোন্ চাটান্ ? কে ?

চাটান্ মুণ্ডা। টাংলাটোলির মংলুর বোন উস্‌কির স্বামী।

ও ! ঐ চাটান্। শুনছি তো তার কথা এসে অবধিই ! থাকে তো তাজ্‌না নদীর ধারে ? তাজ্‌না বস্তিতে ?

থাকতো। এখন কোথায় থাকে জানি না। উস্‌কি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ঐ নদীতেই সোনা পেয়েছে ?

না। পেয়েছে তা তো বলছে না। লোকে বলছে যে খুঁজছে। অনুমান করছে যে, টেবো-ঘাটেরই আশে-পাশের জঙ্গলে-পাহাড়ের কোথাও ! কত জায়গা আছে আরও। পাহাড়ী নালাও আছে অনেক। ঝির্‌পানি নদী। বাবুরা বলে হির্‌নি ফলস্। সঞ্জয় নদী, আরো এগিয়ে গিয়ে। বন্দ্‌গাঁও থেকে টেবো পর্যন্ত তো জঙ্গল্‌হি জঙ্গল। বল্‌গি, মাহাড়াওড়া, গুল্লু, কুল্‌ডা, হেসাড়ি, ডুম্বারি, বান্ডি, কুন্দ্রুবুটু আরও কত্ত গ্রাম। কোথায় যে পেয়েছে, তা সে-ই জানে।

তারপর সিন্নু গর্বের গলায় বললো, আমাদের এই রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম জেলাতে পাওয়া কি যায় না ? লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্রাইট্, না কি বলে ? অ্যালুমিনামের জন্যে। অভ্র, কয়লা সব কিছুই থাকলে সোনা থাকাটাও আশ্চর্য কি কিছু ?

চিন্তিত গলায় বললো বুজু, কবে থেকে সোনা খুঁজতে যাবে ? সকলেই

BanglaBoi.org

যাবে ? মুঙ্গরীও ?

বুজুর মুখে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলো সিন্নু।

বললো, হ্যাঁ। সকলেই। মুঙ্গরীও। সোনার লোভ থাকলে কোন্ গরিবে না যায় ?

মনটা খারাপ হয়ে গেলো বড়ই বুজুর। মুঙ্গরী গেলে, সেও যাবে। কিন্তু বাগোট ? বাগোটের সঙ্গে তো তার দেখাই হলো না একবারও। প্রতিপক্ষকে দেখতে পর্যন্ত পেলো না, তা তার সঙ্গে লড়বে কি ? তারপরে এই চাটান্ ? বাবুজীও তো তার সম্বন্ধে কিছু ভালো বলেননি। সে যা হোক, দেখা যাবে।

দুপুরের খাওয়ার জন্যে এসেছিলো বুজু লাইব্রেরিতে। খাওয়া হয়ে গেলে বাসনপত্র গুছিয়ে টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে সিন্নু লাইব্রেরি ঘর বন্ধ করে ক্যান্টিনে গিয়েই খাবে।

খাওয়া শেষ করে জল খেতে খেতে বললো, কবে যাবে ওরা ?

মাথা থেকে মুঙ্গরীর সোনা-খুঁজতে-যাওয়ার কথাটা ও কিছুতেই নড়াতে পারছিলো না।

এখনও তারিখ-টারিখ ঠিক হয়নি। শুনেছি, সির্কা মুণ্ডা চাটান্কে ডেকে পাঠিয়েছে। চাটান্-এর সঙ্গে কথা বলবে। বলেছে কিনা জানি না।

কি কথা ?

তা কি করে বলবো ? ওরাই জানে। তবে মনে হয় মানা করবে। খুম্বুরু-জুম্বুরীর কথা বলবে চাটান্কে।

ওঃ। তা তুমি এমন করে বললে, যেন সবাই চলেই গেছে।

এখনও যায়নি। তবে যাবে হয়তো। আবার কেউই না যেতে পারে।

সিন্নু খাবার উঠিয়ে নিলো।

তুমি যাও। খাও গিয়ে। আমিই তালা বন্ধ করে আসছি অফিসে। মিনিট দশেক জিরিয়ে নিই।

হাওয়াটা এখন আরও জোর হয়েছে। দুপুরেই সবচেয়ে জোর হয়। ঝর্ঝর্ সর্সর্ করে শুকনো পাতা, ফুল, ছাই, ধুলো সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। আগুনের হল্কা লাগে চোখে মুখে। কাচের জানালাগুলো সব বন্ধ করা আছে হাওয়ার জন্যে। তবে পর্দাগুলো পুরো টানা নেই। বুজু শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট টানছিলো। সে এসেছে এখানে প্রায় বেশ কিছুদিন হলো। কাজও প্রায় সব বুঝে নিয়েছে। কথা আছে, আগামী সোমবারে এখান থেকে বেরিয়ে খুঁটি থেকে যে-পথ সাইকো ও সেন্দ্রা হয়ে তামার্ চলে গেছে সেই পথে গিয়ে ন্যাশনাল-হাইওয়ে ধরে বুণ্ডুর পরেই বাঁদিকে মোড় নিয়ে হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে বিহার আর বাংলার সীমান্ত বলরামপুরে পৌঁছবে। সেখানে থাকবে একদিন। তারপর সেখান থেকে দিনে দিনে চলে যাবে পুরুলিয়া জেলার ঝাল্দাতে। এই সব অঞ্চলে রাতে গাড়িতে

BanglaBook.org

চলা-ফেরা করা নাকি ভারী বিপজ্জনক। প্রায়ই ডাকাতি হয়। জঙ্গল-পাহাড়ের এলাকা। ডাকাতির পক্ষে খুবই প্রশস্ত। দিনে-দুপুরেও ডাকাতি হয়, আগে থেকে খোঁজ-খবর পেলে। সরু রাস্তা, তার উপরে জায়গাতে জায়গাতে আন্‌ম্যান্‌ড লেভেল-ক্রশিং। ডাকাতি করলেই হলো। ঝাল্‌দাতে কাজ সেরে তারপর অন্য পথে মুড়ি হয়ে রাঁচিতে ফিরে আসার কথা ওর। রাঁচিতে কোম্পানির ট্রান্‌জিট-সেন্টারে একদিন থেকে তারপরই পালামৌ-এর লাতেহার আর ডালটনগঞ্জে যাবে। কত নাম শুনেছে বুজু শিশুকাল থেকে এই সব জায়গার। এতোদিন পরে দেখার সুযোগ হবে হয়তো।

সাধনদাদের বাড়ি ছিলো ঝাল্‌দার কাছে "তুলিন্"-এ। সাধন দত্ত। সাধনদা নাকি খুব ভালো শিকারী ছিলেন। তাঁরই কাছে ও নাম শুনেছে বড়জাম্‌দার বিষ্টু দত্তর। তাঁর শিকারভূমি ছিলো সাতশো পাহাড়ের দেশ 'সারান্ডা'য়। তাঁর শিকারের অনুচর 'ঝাণ্ডুকা'র গল্পও অনেক শুনেছে। যদিও নিজে কখনও বন্দুক হাতে ধরে দেখেনি বুজু, তবু সাধনদার মুখে শিকারের গল্প শুনতে খুব ভালো লাগতো ছেলেবেলায়। 'পারমিট' নিয়েই শিকার করতেন ওঁরা। তখন বন-বিভাগের আইন-কানুন সব শিক্ষিত মানুষই মানতেন। না-মানাটা লজ্জাকর বলে গণ্য হতো। দেশ তখনও নাকি এমন "স্বাধীন" হয়ে যায়নি।

এতোদিন পরে সাধনদার মুখে যে-সব জায়গার কথা শুনেছিলো সেই সব জায়গাও দেখতে পাবে। ভেবেই উত্তেজিত হয়ে আছে। ঠিক করলো বুজু যে, তুলিন্-এ একবার খোঁজ করে যাবে সাধনদার। ওদের কলকাতার পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার পর আর কোনো যোগাযোগই নেই ওর সঙ্গে। নিউ-আলিপুর না কোথায় যেন থাকেন শুনেছে। সাধনদার নামে অন্তত একটি চিঠি লিখে রেখে আসবে একথা জানিয়ে যে, তাঁর আদরের ছোট্ট বুজু সাধনদাকে এখনও ভোলেনি।

এমন সময়ে, বাইরে নারী কণ্ঠ শোনা গেলো। দুজনে কথা বলছে আর হাসছে। একজনের গলার স্বর বুজুর বুকের মধ্যে দামামা বাজিয়ে দিলো যেন। যদিও কোনোদিনও শোনেনি এ স্বর, তবু এ স্বর মুঙ্গরীর স্বর না-হয়েই যায় না মনে হলো। স্বর তো নয়, যেন কোনো ডাকতে-ডাকতে উড়ে-যাওয়া সাল্লু ময়নার চিকন আওয়াজ।

চোরের মতো পা টিপে-টিপে বুজু জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। যা ভেবেছিলো, ঠিকই তাই! মুঙ্গরী জল খেতে এসেছে কুয়োর পাশের চাপা-কলে। সখীর সঙ্গে। সত্যিই যেন দুটি পাখি।

চৌর্যবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না ওর। কারণ ও এই কোম্পানিরই অফিসার। সকলেই সে-কথা জানে। তবু কেন যে নিজেকে এমন চোর-চোর লাগে কে জানে!

BanglaBook.org

মুঙ্গরীরা মুণ্ডারি ভাষাতেই কথা বলছিলো। ভারী মিষ্টি স্বচ্ছতোয়া ভাষা, যেন শীর্ণা পাহাড়ী ঝরনার আওয়াজ। এই প্রথমবার ওর মনে হলো যে মানুষের মুখের ভাষাটা তার আসল ভাষা নয়। চোখের চাউনি মুখের ভাব এই সবই আসল। এই পৃথিবীতে মুখের ভাষা তো কত হাজার রকমই আছে! তবু ভাষা না জেনেও মানুষকে বোঝা যায় এই কারণেই।

তাড়াতাড়ি করে, অথচ যাতে তার তাড়া ওরা বুঝতে না পারে, এমনিভাবে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে তালা লাগালো ও দরজায়। তারপর ওরা যে এসেছে তা যেন দেখেইনি এমনইভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকালো ওদের দুজনের দিকে।

মুঙ্গরী জল খেয়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছছিলো হাত কনুই অবধি। মুখ-মোছা থামিয়ে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ও বুজুর দিকে। বুজুর মনে হলো, ও হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। দু' হাঁটুতে কাঁপন লাগলো।

মুঙ্গরী হিন্দিতে শুধোলো, কিছু চাই বাবু?

বুজু কী বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, জল খাবো। যদিও ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল তার ঘরেই ছিলো।

মুঙ্গরী দ্বিধাহীন সারল্যমাখা কণ্ঠস্বরে হিন্দিতে বললো, আসুন। বলেই, কুয়োর পাশের চাপা-কলটিকে দেখালো। দেখিয়েই, চাপাকলের হাতলে হাত দিলো।

কী ভেবে, বুজু বললো, না, থাক। অফিসে গিয়েই খাবো।

বলেই, হঠাৎ বললো, তোমরা কেউ চকোলেট খাবে?

চকোলেট?

নামই শোনেনি ওরা মনে হলো চকোলেটের।

হাওড়া স্টেশানে ট্রেইন লেট থাকায় অনেকগুলো চকোলেট কিনেছিলো বুজু। ক্যাড্‌বারির। ভুলেই গেছিলো সেগুলোর কথা। দৌড়ে গিয়ে দরজার তালা খুলে ভিতরে গিয়ে ব্যাগ হাতড়ে সবগুলোই নিয়ে এলো ঠোঙাশুদ্ধু। চকোলেটগুলো গরমে গলে গলে গেছে।

মুঙ্গরী আর তার সখীর হাতে সেগুলো তুলে দিতেই তারা হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো।

বুজু একটির প্যাকেট খুলে দেখালো কী করে খেতে হয়।

মুখে দিয়েই দারুণ খুশি দুজনে। নিজেদের ভাষায় কল্‌কলিয়ে কী যেন সব বলে উঠলো নিজেদের মধ্যে।

মুখে "থ্যাঙ্ক উ্য" বললো না। এমনকি হিন্দিতেও বললো না "সুক্রিয়াৎ"। অথচ মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতে ধন্যবাদের বন্যা বয়ে গেলো। বুজুর এই প্রথমবার মনে হলো, ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয়দের "ধন্যবাদ" বা "থ্যাঙ্ক উ্য" কথাটা মুখে উচ্চারণ করে বলতে শেখায়নি। এটা ইংরেজদের আনা জিনিস। এই মুঙ্গরীদের মতো শালীনতা

BanglaBook.org

স্বভাব-সপ্রতিভতা, শিষ্টতা এবং ভদ্রতা এবং ভারতীয়ত্ব বুজুদের সমাজের খুব কম মানুষদের মধ্যেই দেখা যায়।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলো বুজু, ধন্যবাদভরা হাসি হাসতে হাসতে আর বারবার ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে-যাওয়া মুঙ্গরী আর তার সখীর দিকে।

মুঙ্গরী !

হঠাৎই বুজু ডেকে উঠলো। অতি দুঃসাধ্য কাজ করে ফেললো একটা। একটি বিশেষ মানুষের নাম উচ্চারণ করার মধ্যেও যে এতো আনন্দ আর শিহরন থাকতে পারে আগে কখনওই জানেনি বুজু। এতো সাহসও !

মুঙ্গরী থেমে পড়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলো। বললো, কি ?

কিছু না। মানে, এমনিই।

আসলে, বলতে তো পারলো না যে, তার নামটি উচ্চারণের মধ্যেও কত্ত আনন্দ।

একদিন তোমাদের গ্রামে যাবো। সিন্নুর সঙ্গে। তিরিডিতে। তুমি থাকবে তো ?

থাকবো না ? নইলে কোথায় যাবো ?

বাগোটের কাছে। যেতেও তো পারে।

বুজু বললো।

ভুরু কুঁচকে উঠলো মুঙ্গরীর। শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়াতে-জড়াতে বললো, বল্‌গির বাগোট ?

হ্যাঁ।

আপনি তাকে জানলেন কি করে ?

জানি না। তবে তার কথা শুনেছি।

মুঙ্গরী একমুহূর্ত ভেবে বললো, তার সঙ্গে আপনার কি ? যদি যাই তো কাউকেই বলে তো যাবো না। আপনাকে তো নাই-ই।

ওর স্বরে রাগ ছিলো না। মজা ছিলো।

মুঙ্গরীর সঙ্গী হেসে উঠলো সেই স্বরে।

মুঙ্গরী বললো, সে একজন আলাদা মানুষ, আপনিও যেমন আলাদা। সে তো আমাদেরই মতো। সাধারণ। আমি যেমন মুণ্ডাইন্, জঙ্গলের মেয়ে ; সেও তেমনই মুণ্ডা। আপনি শহরের লোক, বড় অফ্‌সর আপনার সঙ্গে তার কোন্ তুলনা ? তাছাড়া দুজনে দুরকম। আপনার সঙ্গে সে তো আর আমার জন্যে লড়াই করতে যাচ্ছে না, আপনিও যাচ্ছেন না তার সঙ্গে ? তবে ?

বুজু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মুঙ্গরীর ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ উত্তরের বদলে কিছুই না বলতে পেরে মুঙ্গরীর সঙ্গীকে বললো, তোমার নাম কি ?

সুগী।

BanglaBook.org

সুগী মায়না ?

হেসে ফেললো সুগী, বুজুর কথাতে।

বুজু যে সিন্নুর টিউশানে এবং নিজের গভীর ঔৎসুক্যে অনেক কিছুই জেনে শুনে ফেলেছে ওদের সম্বন্ধে তা তো ওরা জানে না।

মুঙ্গরী বললো, যাচ্ছি বাবু। আজ-কাল-পরশু যে কোনোদিন আসতে পারেন। এলে আমাদের ঘরে খেয়ে আসবেন রাতে। বাড়ির সক্কলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

তারপর আবার বললো, আমরা কিন্তু গরিব খুব। আপনার কষ্ট হবে কিন্তু। আগেই বলে রাখছি।

বুজুর মন বললো, তুমি যদি কাছাকাছি থাকো, তবে কোনোরকম কষ্টই হবে না। রাজা হয়ে যাবো আমি।

কিন্তু মুখে কিছু বলতে না পেরে বললো, আচ্ছা !

অফিসে পৌঁছতেই পাঁড়েজী বললেন, স্যার ! এখানে আকাশ-বাতাসেরও চোখ আছে। আপনি সরল মনেই ওদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তা জানি কিন্তু অন্যরা সরল মনে ব্যাপারটা নাও নিতে পারে। আপনি তো ভারী অফসর্ ! এমন করে মিশলে ওরা আপনার কাছ থেকে অনেকরকম অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে। তাছাড়া বাবুজীও ব্যাপারটা ভালো চোখে নাও দেখতে পারেন।

বুজুর কানে, টেনিস-এর আম্পায়ার মাইক্রোফোনে যেন বলে উঠলেন, বুজু, ভান্টেজ-আউট !

বুজু বললো, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

তা করেননি। কিন্তু আপনার "ক্লাস" আলাদা। ওদের সঙ্গে আপনার মেশাটা মানায় না। সামান্য কামিন্ ওরা। ডেইলি লেবার।

ও !

বুজু বললো। অনেক কিছু বলবে ভেবেও, বললো না।

পাঁড়েজী তারপর বললেন, এই যে স্যার, আজকে আমার লেজারটা একটু দেখে দিন। যদি সিস্টেম্ না ঠিক থাকে, কীভাবে রাখবো একটু বলে দেবেন। সকালে হরবনস্জী একটা পার্সোনাল কাজে পাঠিয়েছিলেন আমাকে মুরহুতে তাই দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে।

বুজু নিজের চেয়ারে বসে বললো, আজকে যে শেল্যাকের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সম্বন্ধে বলবেন বলেছিলেন আমাকে তার কি হলো ? আর বারবারই বলছি না যে আমাকে "স্যার" "স্যার" করে লজ্জা দেবেন না। পাঁড়েজী জবাব দেবার আগেই বুজু লক্ষ করেছিলো যে পাঁড়েজী যখন তাকে ঐসব কথা বলছিলেন তখন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকলেই ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলো।

ঠিক আছে স্যার। আর স্যার বলবো না।

BanglaBook.org

পাঁড়েজী বললেন। মুক্তিবাবুর কাছে জিগেস করবেন, উনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আমি যেটুকু জানি বলে দিচ্ছি। "চৌরী" কাকে বলে তা তো আপনি জানেনই। এই "চৌরী" থেকেই "চাপ্‌ড়া" বানানো হয়। যাকে বলে শেল্যাক্। নানারকম কোয়ালিটি হয় এই চাপ্‌ড়ার।

কীরকম ?

যেমন ধরুন, ফাইন (গোল্ডেন), টি এন ব্লক, স্ট্যান্ডার্ড (লাইট গোল্ডেন), আইভরি, বাটন্ ; লেমন। আরও অনেক ভ্যারাইটির হয়। বাবুজীর বড় ছেলে আরও নানা নতুন নতুন ভ্যারাইটি তৈরিও করছেন এক্সপোর্টের জন্যে।

ক্যাশিয়ার অমিয়বাবু ফিরলেন বাইরে থেকে। মুখ রোদে তেতে লাল।

পাঁড়েজী শুধোলেন, কোথায় গেছিলেন আজ সকাল থেকে ?

আংড়াবাড়ি।

ও ! পুজো দিলেন।

আর····। দিলাম তো। আবারও দিলাম। এ নিয়ে তো অনেকবারই দিলাম।

বলেই, নিজের দপ্তরে চলে গেলেন। তাঁকেই ক্যাশ সামলাতে হয় তো। একটুক্ষণ না থাকলেই গোলমাল।

আংড়াবাড়ি কোথায় ?

সে এক জায়গা। খুঁটি থেকে দু মাইল ভিতরে যেতে হয়। খুব জাগ্রত শিবের মন্দির আছে সেখানে। আমাদের অমিয়র ছেলে-মেয়ে হচ্ছে না। তাই ঐ জাগ্রত শিবমন্দিরে বৌকে নিয়ে পুজো দিতে গেছিলো। বেচ্চারা ! কেউ ছেলেমেয়ের ঠেলায় অস্থির ! মেঘ না চাইতেই জল, আর কারো হা-পিত্যেশ করে থেকেও কিছু হয় না।

কলকাতায় গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখালেই তো পারেন দুজনে।

পারেন তো অনেক কিছুই ! কিন্তু সামর্থ্যও তো থাকা চাই। আমরা পড়ে আছি এই গর্তে। আপনি আমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা ঠিক বুঝবেন না স্যার। কলকাতা তো দূরস্থান ! রাঁচিও অনেকই দূর আমাদের কাছে। আমাদের দৌড় এদিকে খুঁটি আর ওদিকে মুরহু। এই দুই খুঁটির মধ্যেই বাঁধা আছি আমরা। এক বিশেষ ধরনের কূপ-মণ্ডুক। যা মাইনে পায় অমিয় অথবা আমিও, তাতে রুটি জোটে তো ডাল জোটে না। ছেলেমেয়ে নেই বলে তাও চলে যায় ওদের কোনোক্রমে। তবু, একটি সন্তানের প্রার্থনা সব দম্পতিই করে। ভগবানের বিচার তো বোঝা দায় ! কেন যে এদের উপর দয়া নেই !

বুজু কান খাড়া করে রইলো এক মুহূর্ত। কারখানার আওয়াজ ছাপিয়ে আচম্বিতে একটি চ্যাঁ-আঁ-অ্যাঁ-আঁ তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে আসে ওর প্রায়ই। আওয়াজটা কিসের কাউকেই জিগেস করেনি কখনও। সেই আওয়াজটা

BanglaBook.org

তখন আবারও হচ্ছিলো।

ওটা কিসের আওয়াজ ?

কান পেতে শুনেই, পাঁড়েজী বললেন, ওঃ। ও তো কাঠচেরাই-কলের আওয়াজ। জঙ্গলের গাছ তো গেছেই এখন বস্তির সব গাছও কেটে ঠিকাদার কাঠচেরাই-কলে রাঁচিতে চালান দিচ্ছেন।

বস্তির গাছ কাটতে দেয় কেন লোকে ? আপত্তি করে না ?

টাকার জন্যে। আর কেন ! এরা কতো যে গরিব তা তো আপনার ধারণাও নেই। ওদের মুখে হাসি দেখেন তাই বুঝতে পারেন না। আমরা, যারা কারখানায় কাজ করি তারাও গরিব আপনাদের তুলনায়। তবু তো দুপুরে ভাত খাই, ডাল-তরকারি দিয়ে। কেউ কেউ কখনও সখনও মাছও খাই। মুরগী আন্ডাও জোটায় কেউ কেউ ক্বচিৎ-কদাচিৎ। অবশ্য আমি নিরামিষাশী।

ডাল-ভাত খায় না তো ওরা কি খায় ? রোজগারও তো কম করে না ধরুন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে রোজগার ধরলে দিনে চব্বিশ টাকা। সপ্তাহে একদিন ছুটি বাদ দিলে দুজনে মিলে ছাব্বিশ দিনে রোজগার ছশো চব্বিশ টাকা। কমই বা কী এইরকম গ্রামাঞ্চলে !

পাঁড়েজী হাসলেন। বললেন, চাকরি আর ক'জনের আছে ? আর এই চাকরিরও কি কোনো স্থিরতা আছে ? আজ আছে, তো কাল নেই। বছরের মধ্যে অনেকেই দিন ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ থাকে। স্টক জমে গেলেই কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিকরা। এক্সপোর্টের এবং ইন্‌ল্যান্ডের অর্ডার আসতে থাকলে মাল ধীরে ধীরে কলকাতার গুদামে আর সেখান থেকে খিদিরপুরের ডকে সরতে থাকলে জমে-যাওয়া স্টক কমে এলে তবেই কারখানা চালু হয় আবার। তাছাড়া আজ যার কাজ আছে, কাল তার নেই। পার্মানেন্ট মজুর আর ক'জন ? একথা ঠিক যে কুলি-কামিন যা দেখছেন সকলেই প্রায় এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। মুণ্ডা। কিন্তু কাজ বেশির ভাগেরই ফুরনের। কাজ কিছু করার থাকলে কাজ, মালিক যাদের পছন্দ করে রাখবেন তাদেরই কাজ। অন্যদের কি ?

ভাত খায় না, তাহলে খায় কি ? মুঙ্গরীরাও ভাত খায় না ? ইচ্ছে করে ভাত খায় না এক কথা, আর খেতে পায় না বলে খায় না আরেক কথা।

বুজু অবাক হয়ে শুধোলো।

পাঁড়েজী একটু খৈনি বের করে হাতের তেলোতে মেরে মুখে ফেলে বললেন না। মুঙ্গরীরাও খায় না। খাবে কি করে ? কাজ তো করে কারখানাতে টিমা আর মুঙ্গরী। টিমার চাকরি অবশ্য পার্মানেন্ট। মুঙ্গরী তো ফুরনেরই কামিন ! যখন প্রয়োজন হয় তখনই ডাক পড়ে। কিন্তু পুরো পরিবারে খাবার লোক ক'জন ? আজ্জা, আজ্জী, ডুইক্যা, তার বউ। টিমা, টিমার বউ। ডুইক্যার বড় ছেলে হারিত্, তার বউ। তাদের আবার চারটি

BanglaBook.org

ছেলেমেয়ে। বড় ছেলের বিয়েও হয়েছে। হারিত অবশ্য বুড়জুর মিশনে 'ধাঙর' খাটে। এখানে রোজ-খাটিয়েকে বলে 'ধাঙর'। তাও তো পার্মানেন্ট কাজ নয়। যখন দরকার থাকে, তখনই ডাক পড়ে। গুনে ফেলুন তাহলে লোক ক'জন হলো। ক্ষেতি-জমিন্ ওদের যা আছে তাতে ভালো ফসল হলেও দুজনেরও পেট চলে না সারা বছর। ঐ নামেই ক্ষেত-জমিন্। এই মুঙ্গরীদের পরিবারকে দিয়েই জঙ্গল-পাহাড়ের গ্রামের আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার কথাটা বুঝতে পারবেন।

নিজের লেজারটা বুজুর দিকে এগিয়ে দিয়ে পাঁড়েজী বললেন, মরুভূমি হয়ে যাবে বুজুবাবু। সব মরুভূমি। আমাদের সারা দেশের এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাই সব কিছু শেষ করে দিলো। সবাই ছুটেছে লেজ তুলে শহরের দিকে। তাদের যাই আছে আমাদেরও তার সবই চাই। প্রয়োজন বা যোগ্যতা আছে কি নেই তা জানার দরকার নেই। লোভ, অপ্রয়োজনীয় লোভেই খেলো! অথচ দেখুন কাজের বেলা! কোথাওই কাজ হয় না। কাজ না করলে একটা জাত এগোতে পারে? বলুন

কাজ হয় না কোথাও? এ আপনি কী বলছেন?

হয়। হবে না কেন? যেখানে মুনাফাই কাজের মূল উদ্দেশ্য, সেখানে হয়। যেখানে মালিক চাবুক নিয়ে বসে থাকে সেখানে হয়। প্রাইভেট-সেক্টরের কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই হয়। সরকারী-অফিসে, ব্যাঙ্কে, আধা-সরকারী অফিসে কাজ হয়? যে-দেশে মানুষ না খেয়ে থাকে, ফুটপাথে থাকে, সে-দেশেই তেলা মাথায় তেল ঢেলে ভোট পাওয়ার জন্যে সেই তাদেরই আবার ঘন ঘন মাইনে বাড়ানো হয়। হাসি পায় না আপনার?

আপনি খুবই উত্তেজিত রয়েছেন কোনো কারণে। আপনার সব কথার পেছনে যুক্তি নেই।

আপনি যুক্তি খুঁজছেন না স্যার। তাই!

একটু রাগত স্বরেই বললেন পাঁড়েজী।

আমরা তো অ্যামেরিকা বা জাপান বা জার্মানি বা রাশিয়া হয়ে যাইনি। হলে, আমি কিছুই বলতাম না। এই তেতাল্লিশ বছরে শহরের লোকেরা আরও ভালো থাকছে, নিরন্তর তাদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়েছে আর তা কেনবার ক্ষমতাও বেড়েই চলেছে কিন্তু পুরো দেশটার চেহারা কি দেখেছেন চোখ চেয়ে এই দেশে কি ভোগ্যপণ্যের রব্‌রবা হওয়া উচিত ছিলো? শহরের লোকেরা ভুলে যান যে, শহরগুলোই সারা দেশের প্রতিভূ নয়।

পাঁড়েজীকে সত্যিই অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

বুজু বললো, আমি এসব সম্বন্ধে আপনার মতো জানি না পাঁড়েজী।

BanglaBook.org

তবে শহরের সব লোকই যে ভালো আছে, আপনার একথা আমি মানতে পারছি না।

তবে এটুকু বুঝতে পারলো ও যে, পাঁড়েজী যা বলছেন তার সঙ্গে সে একমত হতে না পারলেও যা তিনি বিশ্বাস করেন তাই-ই তিনি বলছেন।

পাঁড়েজী বললেন, অন্য দেশ হলে এই কারখানাতেও বসে কাজের সময়ে আমি আর আপনি এমন গল্প করতে কি পারতাম ! মাথা তোলারই সময় পেতাম না। কাজের সময়ে কাজ করতাম, খেলার সময়ে খেলা। এই দেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে আমার আপনার প্রত্যেকেরই কম-বেশি অবদান অবশ্যই আছে। আমরা দেশের বাইরে পড়ি না। আমিও কাজ করি না পুরো সময়ে আমি তা জানি। কাজ করি না, কারণ আমি জানি যে, আমার মালিক আমাকে এর চেয়ে অনেকই বেশি মাইনে দিতে পারেন যদিও কিন্তু দেন না। দেন না, কারণ এই কাজেই আমার চেয়ে অনেক কম মাইনেতেও যোগ্যতর লোক তিনি চাইলেই পাবেন। তাই আমাদের সব অসুবিধে তিনি দেখেও দেখেন না। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটা অনেকটা দাম্পত্য-সম্পর্কেরই মতো। এক পক্ষ উদাসীন হলে অন্য পক্ষও ক্রমশই উদাসীন হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু···

বুজু বলতে গেলো।

হ্যাঁ। আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে উল্টো ব্যাপার শুনেছি। কাজ হোক কী নাই হোক শ্রমিকদের দাবির ঠ্যালায় সেখানে মালিকদেরই নাভিশ্বাস ! ওখানেও শুনেছি স্থানীয় লোকেরা চাকরি পায় না কারণ মালিকেরা প্রায় সবাই বাইরের লোক। এখানেও আদিবাসীদের চাকরি দেয় কে বলুন ? নেহাত লাহির কারখানাগুলো সব আদিবাসী অঞ্চলেই, 'লা' উৎপাদনও করে তারাই ; তাই এ অঞ্চলে কিছু আদিবাসী কাজ পায়। নইলে ঝাড়খণ্ডীদের বক্তব্যে একেবারেই কিছু যে নেই তা মনে করবেন না।

না। তা কেন মনে করবো।

বেজায় মুশকিলে পড়ে বললো বুজু। আলোচনা যে এমন সীরিয়াস্ টার্ন নেবে তা ও ভাবতেও পারেনি। আসলে পাঁড়েজীর বুকের মধ্যে অনেক কিছুই জমে ছিলো। টোকা দেওয়াতে বেরিয়ে এসেছে সব হুড়হুড় করে।

বুজু বললো, যে কথা হচ্ছিলো। এরা ডাল-ভাত খায় না, তো খায়টা কি ?

পাঁড়েজীর দু'চোখ যেন বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। বললো, শুনবেন ? তাহলে শুনুন। থাকুক এখন অ্যাকাউন্ট্যান্সির কচ্‌কচানি। ফাল্গুন মাস থেকে কিওঁন্দ্, গোল গোল একরকমের হলুদ-রঙা ফল, মিষ্টি খেতে, পেয়ারার মতো, জঙ্গলে ফলে, তাই এরা খায়। একরকম গাছ হয়,

BanglaBook.org

লম্বা লম্বা গাছ, লম্বা লম্বা পাতা, তার নাম ভেলোয়া। কালো গোল গোল ফল হয় সে-গাছে। একদিকে বীচি থাকে, শাঁস আলাদা। তাই ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁচা-কাঁচাই খায়। এই সময় চাঁরও হয় (চিরাঞ্জীদানা), গোল গোল, ছোট ছোট। সবুজ থাকে কাঁচা অবস্থাতে, পেকে গেলে কালো হয়ে যায়। চিরাঞ্জীদানাও কাঁচা কাঁচাই খায়। বুনো ডুমুর খায়। কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে লাল হয়ে যায় ডুমুর। কুসুম ফলও খায় এই সময়ে। হলুদ রঙের ফল হয়। খেতে টক-মিষ্টি। বীচিগুলো বাজারে বিক্রি করে দেয়। পাইকাররা কিনে নেয়, নিয়ে বিক্রি করে শহরের ঘানিওয়ালাদের কাছে। কুসুমের তেল রান্নার জন্যেও ব্যবহার করে, গায়ে মাথায় এরা মাখেও। তারপর থাকে মহুয়া। মহুয়ার ফল। প্রতিটি মহুয়া গাছের তলাতে পাহারা বসিয়ে রাখে রাতে দিনে। মহুয়া শুকিয়েও রাখে ওরা। দুঃখের দিনের সাহারা। মহুয়া শুকোবার আগে তাকে থেতো করে নেয়। শুকিয়ে যাবার পরে ভালো করে পরিষ্কার করে। তারপর যখনই প্রয়োজন তখনই সিদ্ধ করে খায়। মহুয়া দিয়ে মদও তৈরি হয়।

বনসাল্‌জী পেছন থেকে বললেন, কেন ? শালফলও খায়।

হ্যাঁ। খায়ই তো ! শালগাছের ফলও মহুয়ারই মতো করে থেতো করে সিদ্ধ করে শুকিয়ে রাখে। সবুজ গোল গোল দেখতে হয় শাল ফল।

এই সব খেয়ে থাকে ওরা ? এই মুঙ্গরীরা ?

বুজু অবাক দুঃখিত গলায় বললো।

হ্যাঁ। মেইন্‌লি। আরও আছে। এখন এঁচড়ের তরকারি খাচ্ছেন এখানে। আর ক'দিন বাদেই কাঁটাল হবে। কাঁটালের ভুতিটা গাই-বয়েল-বক্‌রী-মুরগীকে দিয়ে কোয়াগুলো হাঁড়িতে সিদ্ধ করে নিয়ে নুন দিয়ে খায়। এই কাঁটালেই চলবে প্রায় তিন মাস। বুঝলেন বুজুবাবু। রোজ ভাত-রুটি খানেওয়ালা লোক এখনও এদেশে বেশি নেই, সে খবর আমাদের নেতারা রাখুন আর নাই রাখুন ! কাঁটালের সমসাময়িক আমও থাকে। কাঁচা ও পাকা দুরকমই খায়। এসব আমার আপনার মতো মাঝে-মধ্যে সখ করে খাওয়ার জিনিস নয়। স্টেপল্‌-ফুড্‌। মেইন খাদ্য। আমে চলে যায় মাস দুয়েক। তবে মেইন্‌লি কাঁটাল সিদ্ধ খেয়ে থাকে চৈত্র থেকে আষাঢ়। প্রায় একটানাই।

বুজু ভাঙা গলায় বললো, আর ?

এছাড়াও জঙ্গলে নানারকমের শাক হয়। একরকম শাক হয় তার নাম কয়নার। মুণ্ডারি ভাষার নামের কথাই বলছি আমি। গরমের সময়ে এই শাক, দশ-ফিট মতো লম্বা গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে নুন লঙ্কা পেঁয়াজ রসুন (যদি এতো সব আদৌ যোগাড় করা যায়) দিয়ে ভেজে খায়। কুলও খায়, কাঁচা ও পাকা দুই-ই। পুট্‌কাল বলে একরকমের গাছ আছে তাতে পুট্‌কাল শাক হয়। এ গাছগুলোও দশফিট মতো উঁচু হয়। এই শাক সিদ্ধ করে

BanglaBook.org

জল বের করে নিয়ে ঢেঁকিতে কুটে নেয়। তাতে টক্ ভাবটা কমে আসে। তারপর হলুদ-লঙ্কা-তেল দিয়ে খায়। কেউ কেউ ঝোল করেও খায়। কেউ-বা তরকারি। করৌঞ্জের ফলকে কুটে ঘানিতে দিয়ে তেল করে নেয়। গায়ে মাথায় মাখে। মেয়েরা মুখে মাখে। খেতে তেতো বলে এ তেলে রান্না করে না।

বন্‌সালজী বললেন, বসন্ত শেষ থেকে গ্রীষ্ম শেষ অবধি এই সবেই চলে। তারপর ক্ষেত-জমিনেই যা হয়-না হয় বৃষ্টি পড়ার পর তা দিয়েই চলে। শীতকালে একরকমের শাক হয়, ঝোপের মতো, নাম কুদ্‌রুম্। টক টক খেতে। ঝোল বানিয়ে খায়। শীতকালে সান্নাই ফুলও হয়। ছোট ছোট গাছে হলুদ হলুদ ফুল। এই ফুল ঝরে পড়ে না। গাছ থেকে ছিঁড়ে আনতে হয়। ভেজে খায়। মিষ্টি মিষ্টি লাগে। উরিত্ ডাল, মানে কুল্‌থী, অড়হর ডাল এই সবও শীতে ক্ষেত থেকে ঘরে তোলে। সরগুজা ওঠে অঘ্রাণে। কাড়ুয়া, মানে শর্ষে ওঠে ফাল্গুনে। রুটি কালে-ভদ্রে খেলে, তাও আটা-ময়দার রুটি বিশেষ জোটে না। বাজরার রুটিই বেশি খায়। ভাত জোটে উৎসবে বা বছরের অল্পদিনেই। মাছ-মাংসও তো বিলাসিতাই। তাও উৎসবের দিন-টিন হলেই জোটে সাধারণের কপালে।

একটানা এতোখানি গড়গড় করে বলে থেমে গেলেন বনসাল্‌জী।

তারপরেই পাঁড়েজী বললেন, ও বলতে ভুলে গেছিলাম। মাড়ুয়ার রুটিও খায় ওরা ভাদ্র থেকে আশ্বিন মাসে। সঙ্গে শাকপাতা সেদ্ধ। তেল-টেল ছাড়া।

তেল-টেল ছাড়া কেন? স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়?

না না। সেজন্যে নয় স্যার। জোটে না, তাই।

আবার স্যার বলছেন?

সরি। অভ্যেস হয়ে গেছে তো। কাটতে একটু সময় লাগবে। আর বলবো না স্যার।

আর একটু খৈনি মুখে পুরে পাঁড়েজী বললেন, চটজলদি যা মনে এলো তাই বলে দিলাম। বন্‌সালজীও বললেন। শুনলেন তো সবই। আমার উত্তেজনা যে কেন, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন।

বুজু স্তম্ভিত হয়ে গেছিলো। মুঙ্গরীরও এতো কষ্ট তা জেনে ও এক ধরনের ব্যক্তিগত বিষাদও বোধ করছিলো। মুঙ্গরীর জন্যে মন কেমন করাটা আরো যেন তীব্রতা পেলো। খুবই খারাপ লাগছিলো। ও চিরদিনই অন্যের দুঃখকে নিজের করে নেয়। শিশুকাল থেকেই। অন্যর আনন্দকেও ভাগ্যিস নিজের করে নিতে পারে! বড়ই খারাপ স্বভাব এ। নিজেকে নিয়ে আলগা-থাকার এই যুগে, এই স্বভাব বড়ই খারাপ।

নিজেকেই বললো বুজু।

পাঁড়েজী বললেন, নিন, এবারে লেজারটা ভালো করে দেখে নিন।

BanglaBook.org

কলকাতার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বারবার করে বলে গেছেন আপনাকে দিয়ে সব দেখিয়ে নিতে।

দিন। বুজু বললো।

পাঁড়েজী হেসে বললেন, মালিকের নুন তো খাই। এতোটুকুও যদি না করি তবে তো নিমকহারামিই হবে। এই পরিবেশে আমি, আমরা তো বড়লোকই। তাই না ? নিমকহারামি করাটা উচিত নয় কারোই। এ চাকরি চলে গেলে আমারও ঐ ওদের দশাই হবে।

বুজু খাতাটা কাছে টেনে নিয়ে বললো, একটা কথা আমার মাথায় আসছে না। জঙ্গলই তো মুণ্ডাদের জীবন। তবে জঙ্গলকাটা এমনভাবে সম্পূর্ণ হলো কি করে ?

সে অনেক লম্বা কাহানী। এর জন্যে সরকার, সরকারী বে-সরকারী ঠিকাদার, মুণ্ডা সমাজেরও কিছু লোক এবং ওদের আর্থিক অবস্থাও দায়ী। যার পেটে প্রচণ্ড খিদে, সে সোনার ডিম যে হাঁস পাড়ে, সেই হাঁসকেও আজকের খিদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্যে কেটে খেতে দ্বিধা করে না।

ভবিষ্যৎ বলে তো কিছুই থাকবে না তাহলে ? শুধু আর্থিক ভবিষ্যৎই নয়, সামাজিক ধার্মিক, সবরকম ভবিষ্যৎ ! পরিবেশগত ভবিষ্যৎ।

বুজু ব্যথিত স্বরে বললো।

পাঁড়েজী উদাস চোখে বাইরের হু-হু করা ধুলোর ঝড় বয়ে-যাওয়া দুপুরের দিকে চেয়ে বললেন, শুধু মুণ্ডাদেরই বা কেন ? আমাদের কারোরই ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে নাকি ? ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার বুজুবাবু। ছেলেমেয়েদের আমরা যে কোন্ সমাজব্যবস্থা, কোন্ অনাচার, কোন্ অন্ধ ধর্ম ও মতের মানুষদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি তা স্বয়ং রামজীই জানেন।

পাঁড়েজী থেমে বললেন, অন্য কোনো একদিন অফিস ছুটির পরে আরও ভালো করে আপনাকে সব বলবো। আজকে এবার কাজ করবো। বিবেক ব্যাপারটা যে এখনও পুরোপুরি মরে যায়নি স্যার।

বুজু বললো, শুধু আর একটা কথা শুধোবো।

কি ?

এতো কষ্টের মধ্যেও এরা এতো হাসিখুশি থাকে কি করে ? কি করে এতো গান গায়, নাচে, মাদল বাজায় ?

পাঁড়েজী বললেন, রামজীই জানেন ! হয়তো ওরা আদিবাসী বলেই ! ওদের মধ্যেই আমাদের দেশের যা-কিছু ভালো এখনও হয়তো বেঁচে আছে। পার্থিব প্রাপ্তির জন্যে কাঙালপনা তো ভারতীয়ত্ব নয় স্যার। সবতাতেই খুশি থাকাতেই আমাদের বৈশিষ্ট্য ছিলো। আদিবাসীরা এই বোধ, এই সংস্কৃতি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। আর আমরা তা নষ্ট করে ফেলেছি বলেই হয়তো আমাদের এতো কষ্ট। আনন্দ কাকে বলে তাই আমরা ভুলে গেছি।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

একটা সাল্লু-ময়নার ডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছিলো মুঙ্গরীর। "শোনেঘরে"র অন্য মেয়েদের কারোই তখনও ঘুম ভাঙেনি। আলোও ফোটেনি ভালো করে। মুঙ্গরী দরজা খুলে বাইরে এলো। শেষরাতের বিবশ নীলাভ-সবুজ আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো।

পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে আর পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে। শেষ রাত-এর এই মাহেন্দ্রক্ষণে বড় মিষ্টি বাতাস বয়। সে বাতাসে প্রথম-করৌঞ্জা, কুর্চি আর কুসুম ফুলের বাস ভাসে। আর শেষ-মহুয়ার গন্ধও। সাল্লু-ময়নার চকিত চিকন ডাকের চমকেরই মতো মন চমকে চমকে উঠছিলো মুঙ্গরীর। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে তারপর উঠে এসেছিলো বারান্দায়।

ছেলেদের "শোনেঘর"টা গ্রামের একেবারে অন্যপ্রান্তে। তিরিডি গাঁয়ের দু-একটি ছেলেকে ভালো যে লাগে না এমন নয় মুঙ্গরীর। কিন্তু মুঙ্গরীকে ভালো লাগে অনেকেরই। কিন্তু তিরিডি গাঁয়ের ছেলেরা কেউই জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যের বল্‌গি গ্রামের বাগোটের মতো নয়। বাগোট বাগোটেরই মতো। আবার বাগোট যাই হোক তাজ্‌না বস্তির চাটান্ মুণ্ডার মতো নয়।

বল্‌গি গ্রাম বন্দ্‌গাঁও-এর কাছে। বন্দ্‌গাঁও-এর আগে থেকেই শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। তারপর টেবো-ঘাটের গিরিপথে একটুক্ষণ পা ছুঁইয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে উড়ে গেছে সেই গিরিপথ আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চক্রধরপুরের দিকে। প্রায় চার মাস আগে মা-বাবার সঙ্গে মায়ের সই শুক্করমণির মেয়ে দুলারীর বিয়ে খেতে গেছিলো মুঙ্গরী বল্‌গিতে। সে রাতে থেকেও এসেছিলো। সেই বিয়ের রাতেই হাঁড়িয়া খেয়ে খুব নাচ-গান হয়েছিলো। সেখানেই বাগোটের সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

একশজন ছেলের ভিড়েও সবচেয়ে আগে চোখ পড়েছিলো তারই দিকে। হয়তো বাগোটেরও চোখ পড়েছিলো মুঙ্গরীরই দিকে। মুঙ্গরী নিজে যে দেখতে কেমন তা তো মুঙ্গরী জানে না। মুর্‌হুর বাজারের পানের দোকানের বড় আয়নায় মুঙ্গরী নিজেকে দেখেছিলো একদিন পথে দাঁড়িয়ে। প্রথমবার নিজেকে দেখে চম্‌কে উঠেছিলো বিস্ময়ে। ভালোবেসে ফেলেছিলো সেই প্রতিবিম্বিত নিজেকে। তিরিডি গ্রামে কোনো আয়না নেই। আয়না নেই একটিও, যে মস্ত লাক্ষা কারখানায় কাজ করে সে, সেই কারখানাতেও। ছেলেদের চোখই মেয়েদের আয়না এখানে। এখনও। কিন্তু বাগোট ভালো যদিও, ভালো সেই বুজুবাবুও কিন্তু সবচেয়ে ভালো চাটান্ মুণ্ডা। যদিও সে মুঙ্গরীর চেয়ে বয়সে বেশ বড় তবু

BanglaBook.org

তাকে দেখলেই মুঙ্গরী অবশ হয়ে যায়।

শিমুলগাছের মতো সটান চেহারা চাটান্-এর। টানা টানা দুটি চোখ। শক্ত সবল দুই বাহু। যেন সিঙবোঙা নিজেই। সব দিশুম্-এর ছেলে-বুড়ো শিশু সকলেই তাকে ভালোবাসে। আর মেয়েদের তো কথাই নেই! ভারী ভালো গান গায় আর বাঁশি বাজায় সে।

"শোনেঘরে"র দাওয়ায় বসে সূর্য-ওঠা দেখতে দেখতে গাঁয়ের মধ্যের শালের বনে সকালবেলার পাতা-ঝরার ফিস্‌ফিসানি শব্দ শুনতে শুনতে মুঙ্গরীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে বাগোটের কথা মনে পড়ে। নাচের ফাঁকে সেই রাতেই বাগোট তাকে ঘন শালবনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। মুঙ্গরী হেসে গান গেয়ে উত্তর দিয়েছিলো

"আয়ো ঘরে বাবা ঘরে
রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা
ছুটত্ নই আওয়ে
বাপ্‌কা প্রেমসে, ভাইকা প্রেমসে ছুটত্ নই আওয়ে।"

মানে, আমার বাবা-মায়ের ঘর যে খুবই সুন্দর। ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে। তাই বাবার ভালোবাসা ছেড়ে, ভাইয়ের ভালোবাসা ছেড়ে নারী, আসতে যে নারি আমি আসতে নারি।

প্রত্যাখানের মধ্যে যে এতো গর্ব প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, তা তার আগে জানেনি মুঙ্গরী।

কিন্তু চাটান্ আর তার ভালোবাসাটা এখনও যে বিয়ে হয়ে ফোটেনি। যদি ফোটার আগেই শুকিয়ে যায়? যা পাগলা লোক! ফুটবে না হয়তো! তার উপর চাটান্ বিবাহিত। সেই জন্যেই তো আরো কষ্টে মরে মুঙ্গরী। পাপ। বড় পাপ। আজ শুক্লপক্ষের নবমী। বুড়ো-শিমুলের বীজ ফেটে সাদা তুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ক'দিনই হলো নীল আকাশের বিভিন্ন স্তরে। সেই উড়ুক্কু এক-একটি তুলোট ফুল্‌কোয় যেন মুঙ্গরীর কুমারী শরীরের কামনাই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরশু, সামনের বৃহস্পতিবার মুরহুর হাটে আসবে চাটান্। তখন যদি দেখা হয়! হাটই হচ্ছে এ-এলাকার মেয়ে-পুরুষের মিলন-মেলা। সুখ-দুঃখের কথা, হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদ, ভালোবাসার দিন ঠিক করা, ভালোবাসার হদিস; ভুল করে ভালোবাসা, ভুল না করে তা নির্দ্বিধায় খারিজ করা; সবই এই দিনে।

হাটেরও তো কোনো গোনা-গুন্‌তি নেই। খুঁটি হয়ে যে পথটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, সেই পথের উপরে 'সাইকো'র হাট বসে প্রতি শুক্রবারে। এই সাইকোর পথে যেতেই বাঁদিকে পড়ে সুকান্‌বুড়ু পাহাড়। বিরিসা মুণ্ডার মন্দির আছে সে-পাহাড়ে। সেন্দ্রাতে হাট বসে প্রতি রবিবারে রবিবারে। বন্দ্‌গাঁওতেও মস্ত হাট বসে বুধবারে। আবার বন্দ্‌গাঁও-এর কাছে গুলুর হাট হর্-শুক্রবারে। তবে সব হাটে কি আর সব

BanglaBook.org

কিছু পাওয়া যায় ? সব হাটে যাওয়াও যায় না। কারো পক্ষেই সব হাটে যাওয়া সম্ভব নয়। সপ্তাহে যেদিন যার ছুটি বা সুবিধা থাকে সেদিনই সে শুধু যেতে পারে। সব জায়গাতেই স্থানীয় মানুষদের সুবিধা অসুবিধা এবং অন্য জায়গার হাটবারের কথা মনে রেখেই হাট বসানো হয়।

যদি কাজ না করতে হতো মুঙ্গরীর, যদি বসেই খেতে পারতো তবে সে রোজই হয়তো সেজেগুজে মুখে করৌঞ্জার বা নিমের তেল মেখে, চুলে কখনও পলাশ, কখনও কুর্চি, কখনও হুন্দি, কখনও কুসুম, কখনও হুড়ুন্দা ফুল গুঁজে হাটে যেতো।

মিষ্টি হাওয়া-বওয়া চৈতি-সকালের এই সময়টার রকমই এমনই। এই সুগন্ধি হাওয়াতে বসে থাকলে মন যেন ঘাস-ফড়িং-এর মতো লাফাতে থাকে। ভাবনা, কোনো একটি বিষয়ের উপরে কখনওই স্থির হয়ে থাকে না। থাকবে যে, তার কোনো উপায়ই নেই।

ক'দিন থেকেই শরীরের মধ্যে নানারকম অস্বস্তি বোধ করছে ও। এরকম অস্বস্তিকে কি বলে সে জানে না। কেমন এক উত্তেজনাময় রিকিঝিকি। এবার বোধহয় তার জুটি বাঁধার সময়ও হয়েছে। সাল্লু ময়নারই মতো। বোঝে। কিছুদিন আগের চাঁদের রাতে নারী মুঙ্গরী প্রথমবার সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়েছে চাটান্-এর সঙ্গে। চুমু খাওয়া, বুকের খাঁজে মুখ রাখা এসব একটু-আধটু করেছে আগে গাঁয়ের ছেলেরা। পরবের বা নাচের রাতে। তাতে খিদেই বেড়েছে শুধু। খিদে মরেনি। খিদে অথবা নিবৃত্তির স্বরূপকেও জানেনি মুঙ্গরী পুরোপুরি। তবে শিগগিরই যে জানবে এই উত্তেজনাতেই তার নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সব উবে গেছে। সর্বক্ষণ শরীরের মধ্যে অননুভূত এক জ্বালা বোধ করে সে। সে-জ্বালার নাম জানে না।

কী করছিস রে ? সাত-সকালে উঠে ?

মুঙ্গরী চমকে ওঠে পাশে দাঁড়ানো সুগীর গলার স্বরে।

সুগীর দিকে ফিরে মুঙ্গরী হেসে বলে, দেখছি।

কী দেখছিস ?

চৈত্র-শেষের সকালটার দিকে চেয়ে দ্যাখ্ যেন কুঁড়েমিতে গদ্‌গদ্ করছে। কাজে যেতে ইচ্ছেই করছে না আজ। শুধুই ভাবতে ইচ্ছে করছে। আকাশ-পাতাল। কারই বা ইচ্ছে করে বল লাহি কারখানার প্রেসিং মেসিনের আর ছাইগাদার মধ্যে কাজ করতে ?

মুঙ্গরী বললো।

তোর তো ইচ্ছে না-করার কথা নয়। নতুন বাঙালী অ্যাকাউন্ট্যান্টবাবু যে কলকাতা থেকে এসেছে কী যেন নাম ? ও বুজুবাবু ! তোর দিকে কেমন চোখ করে তাকায়, যে মনে হয় ভির্‌মিই খাবে বেচারী।

সুগী বললো।

BanglaBook.org

ভাগ্ ।

মুঙ্গরী, সুগীর কথা উড়িয়ে দিয়ে বললো । শহরের মানুষগুলো সব সমান । ওদের ধান্দা সব এক । পীরিতের জানেটা কি? বোঝে রে ওরা ? তবে এ বাবুটা মনে হয়, ভালো । তবে ভালো তো কত মানুষকেই লাগে, ভালোবাসা কি সকলকে যায় ? তাছাড়া দিকুকে ভালোবাসতেই বা যাবো কোন্ দুঃখে ?

সব মানুষকে এক ছাঁচে ফেলতে যাওয়াটা বোকামি । ঐ বাবুটার চোখের চাউনিটি ভারী সুন্দর । তোকে প্রথমবার দেখেই প্রেমে পড়ে গেছে রে ! ওর মরণ ছাড়া গতি নেই । সুগী বললো ।

থাম্ তুই । আর ক'জন পড়বে আমার প্রেমে ?

চল্ চল্ । কুয়োতলিতে যাই । বেলা হলো । তারপর বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে যেতে তো হবে কারখানায়, না কি ? সেই একই কাজ আর ভালোও লাগে না ।

তা তো হবেই । রোজের রুজিটা বারো টাকা থেকে একটু বাড়লে রোজ কাজই করতাম না ! কাজ না করে তো উপায় নেই । বল্ ? উপায় থাকলে কি আর ? তবুও আমি কিন্তু চিরদিনই কাজ করবো ।

ভালো বিয়ে হলেও ?

অবাক গলায় বললো সুগী । মুঙ্গরীর দিকে মুখ তুলে । মুঙ্গরীর চেয়ে লম্বাতে অনেকই খাটো সুগী ।

হ্যাঁ । বিয়ের সঙ্গে এর কি ?

কেন ?

নিজের স্বাধীনতার জন্যে । মরদের কাছে আলতা-সিঁদুর চুড়ি-শাড়ির পয়সা চাইতে লজ্জা করবে আমার ।

তাই ? কে জানে ! নিজের মরদের কাছে, মেয়ে চাইবে না, তো কার কাছে চাইবে তবে ?

মেয়েতে মেয়েতে তফাত তো থাকে ।

তা তো থাকেই ! চিরদিনই ছিলো । তোর বড় দেমাক হয়েছে রে । দেমাকী হতে আমার খুব ভালো লাগে ।

চল্ চল্ । কথায় কথায় বেলা হয়ে যাবে ।

ততক্ষণে "শোনেঘরে"র অন্য মেয়েরাও সকলেই উঠে পড়ে যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে ।

BanglaBook.org

॥ ৭॥

সির্‌কা মুণ্ডা আর তার দুই পুতি একসঙ্গে খেয়ে নেয় রাতের বেলা সবচেয়ে আগে। তারপরে ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি-নাতবৌরা খায়। খাওয়ার পরই দাওয়ায় বসে সির্‌কা বিড়ি কিংবা খৈনি খায়। আর পুতিরা ছেঁকে ধরে তখন সির্‌কাকে। বলে, গল্প বলো।

সির্‌কা তাদের নিছক গল্পই বলে না। যেসব কথা শুনলে তারা নিজেদের সম্বন্ধে জানবে শুনবে, নিজেদের অতীতের কথা, বিশ্বাসের কথা ; ঐতিহ্যের কথা, সেই সব বলে। বলে, ধর্মের কথাও।

সির্‌কার ছোট্ট দুই পুতিদের নাম 'ইন্‌কা' আর 'বিন্‌কা'। হারিতের বড় ছেলের ছেলে এরা। এদের পরে দু' মেয়ে। তারা এতোই ছোট যে এখনও তাদের বয়স হয়নি গল্প শোনার।

বিন্‌কা বলে, বলো আজ্জা, হারাম্‌ তারপরে কি করলেন ? সেদিন যতটুকু বলেছিলে, তার পর থেকে বলো।

হারাম্‌এর আরেক নাম গোম্‌কে। জানিস না তো ! হারাম্‌ই আমাদের এই পৃথিবীকে এতো বৃষ্টি দিয়ে শস্য-শ্যামলা করেছেন। তাই তো আমরা খেয়ে-পরে বেঁচে আছি।

ইন্‌কাটা বড়ই অধৈর্য। সে বললো, পৃথিবী কি করে হলো বলো না আজ্জা ? বলবে বলেছিলে যে !

সির্‌কা মুণ্ডা একটু চুপ করে থেকে যেন স্মৃতিচারণ করে নিলো। আজকাল স্মৃতির ভাঁড়ারে যা আছে তা চট করে ঠোঁটের কাছে আসতে চায় না। বললো, আকাশ ছিলো মহাশূন্য। আর আকাশের নীচে ছিলো জল। যতদূর চোখ যায়। শুধু জল আর জল। মাটি ছিলো না কোথাওই। হারাম্‌ সেই জলের মধ্যে অনেক রকমের প্রাণী আর জীবজন্তু বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবী তৈরি করার জন্যে জলের বড় কাঁকড়াকে হারাম্‌ বললেন, কাঁকড়া, তুমি ডুব দিয়ে সমুদ্রের তলাতে গিয়ে তোমার দাঁড়াতে করে মাটি নিয়ে এসো তো দেখি ! হারাম্‌-এর কথামতো, কাঁকড়া তো দিলো ডুব। কিন্তু যখন হারাম্‌-এর কাছে উঠে এলো তখন দেখা গেলো যে তার দাঁড়াতে করে তুলে-আনা সব মাটিই জলে ধুয়ে গেছে।

হারাম্‌ তখন জলের কচ্ছপকে ডেকে ঐ আজ্ঞাই করলেন। এবারে কচ্ছপ গেলো নীচে। তারপর তার পিঠে মাটি নিয়ে উপরে সাঁতরে উঠতে লাগলো। কচ্ছপের সাঁতার কাটা কি দেখেছিস তোরা কখনও ইন্‌কা বিন্‌কা ?

না আজ্জা।

কখনও দেখার সুযোগ পেলে ভালো করে দেখবি। ভারী হাসি পায়

কচ্ছপের সাঁতার দেখলে। চার পায়ে আর গলায় অদ্ভুত সেই আঁকু-পাঁকু সাঁতারের ভঙ্গি।

কিন্তু কচ্ছপ যখন ওপরে উঠে এলো দেখা গেলো তারও পিঠে একফোঁটাও মাটি নেই। জলে সবই ধুয়ে গেছে।

তারপর ?

তারপর হারাম্ তো পাঠালেন কেঁচোকে। কেঁচো মোটেই ভয়ে কেঁচো হলো না। বরং বললো, দেখি, আমিও চেষ্টা করে। কেঁচো কিন্তু ধীরে-সুস্থে মাটি গিলে গিলে পেট-ভর্তি মাটি নিয়ে ওপরে এলো, এসে সেই মাটি উগ্‌রে দিলো হারাম্-এর সামনে।

হারাম্ বললো, সাব্বাস ! আমি খুবই খুশি হয়েছি তোমার উপর। সেই মাটি দিয়ে তো সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে হারাম্ জমির এলাকা বানালেন। পত্তন হলো পৃথিবীর। তারপর সেই মাটি ছেয়ে দিলেন নানা বড় বড় গাছে, লতায় পাতায়, ঝোপে ঝাড়ে। নানারকম শিকড়-বাকড়ে। তারপরে সৃষ্টি করলেন নানা জীব-জন্তু। হাতি, বাঘ থেকে শুরু করে প্রজাপতি, কাঁচপোকা পর্যন্ত। জন্মালো আমাদের সব "দিশুম্"।

হারামের কবে জন্ম হয়েছিলো আজ্জা ?

বিন্‌কা শুধোলো।

সির্‌কা মুণ্ডা ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, হারাম্ তো আছেন "নাঙ্গনাঙ্গেতে"।

মানে ?

মানে, চিরদিন থেকেই। এবং হারাম্ থাকবেনও "জোরোম্-জুগুরে"। মানে, অনন্তকাল। হারাম্ যিনি, সিঙবোঙাও তিনি, গোমকেও তিনি। এই কবিতাটা তোরা দুজনে মুখস্থ করে রাখবি। বুঝেছিস, ইন্‌কা-বিন্‌কা।

কোন্ কবিতা আজ্জা ?

"নেতালাং সিঙবোঙা দৈবী রাজা
তোয়ালেকাম্ তুর্‌তানা, দাইলেকাম্ হাসুর্‌তানা
আমগে আঙ্গ-মারাঙ্গলেনা, আম্‌গে তুর-মারাঙ্গলেনা,
ভিরিলেকা কুরাম্‌টেমা, পারাঙ্গালেকা সুপুটেমা,
হুন্দিবা ডাটাটেমা, উপল্-বা-কিউয়াটেমা,

ঈস্ রে। এ যে বড্ড বড় কবিতা আজ্জা !

ইন্‌কা বললো।

কবিতা নয় রে। হারাম্-এর স্তোত্র। সব মুণ্ডাদেরই এটি জানতে হয়, জানা উচিত।

BanglaBook.org

বিন্‌কা বললো, মানেটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে দাও না আজ্জা।

মানে হলো, ও সিঙবোঙা, তুমি দৈবী-রাজা। পরম সখা। তুমি দুধের মতো উদিত হও আর দইয়ের মতো অস্তমিত। তুমিই প্রথম ঊষা, তুমিই প্রথম ঘুম-ভাঙা প্রাণ, তোমার বুক হলো পাথরের মতো, তোমার বাহু অনেক গাছের ডালের সমষ্টির মতো, তোমার দাঁতগুলি সব জুঁইফুল, আর পদ্মফুলের মতো তোমার চিবুক। তোমার কান দুটি হাতির পত্‌পতানো কানের মতো বড় বড়। একটি নীল সুতো বেয়ে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে যাও তুমি। একটি নীল সুতো বেয়ে তুমি ওপরে উঠে যাও আর প্যাঁচ খুলে-খুলে আবার নেমে আসো, হে সিঙবোঙা।

নীল আকাশের পটভূমিতে নীল সুতো কি দেখা যায়?

বিন্‌কা শুধোলো।

সিরকা বললো, ঠিক বলেছিস। দেখা যায় না। আর দেখা যায় না বলেই তো হারাম্ অদৃশ্যভাবে ওঠেন আর নামেন। আত্মাও তো দেখা যায় না। যায় কি?

ইন্‌কা বিন্‌কা বললো, বাঃ রে। কী মজা! নীল সুতো ধরে আমরাও উঠবো আকাশে।

হারাম্‌ই তো সব আমাদের। আকাশে যখন মেঘ করে আসে তখন আমরা বলি "তিনি মেঘ হয়ে এসেছেন; বৃষ্টি হয়েও এসেছেন তিনিই!" হারাম্ আমাদের এই বলদ আর মোষ দিয়েছেন, লাঙল আর বীজ দিয়েছেন এখন তিনিই আমাদের চমৎকার ফসল দিন। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের শক্তিতে তো কিছুমাত্রই করতে পারি না। যতই লাঙল চালিয়ে চাষ করি না কেন, সার দিই না কেন; যত ভালো বীজই আমরা বপন করি না কেন যদি হারাম্-এর দয়াই না পাই, তাহলে এক দানা ফসলও ফলবে না।

ইন্‌কা বললো, আজ্জা, তুমি পৃথিবী বানাবার গল্প তো বললে, এবারে মানুষ বানাবার গল্পটা বলো।

হ্যাঁ। শোন্ তবে। হারাম্ মাটি দিয়ে একটি মানুষ পুতুল গড়লেন। এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করে দিলেন, মানে 'জি' (জীবন) দিলেন। কিন্তু প্রথম বার যখন মাটির মূর্তিটি গড়া হলো তখন একটি ঘোড়া দৌড়ে এসে এক লাথি মেরে সেই মূর্তিকে দিলো টুকরো টুকরো করে ভেঙে। দ্বিতীয়বারও মানুষের মূর্তি গড়ার পর ঘোড়া আবারও তেড়ে এলো তাকে ভাঙবার জন্যে। কিন্তু হারাম্ তাকে আগেই অভিশাপ দিয়ে বললেন, আমার-গড়া মানুষের মূর্তিকে তুই ভাঙলি এর জন্যে তোকে চিরজীবন শাস্তি পেতে হবে মানুষেরই হাতে। মানুষেরা তোর মুখে একটি লোহার পাত দিয়ে তোর মুখে-গলায়-মাথায় দড়ি পরিয়ে তোরই পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীময় আর চাবুক মারবে তোকে।

BanglaBook.org

ঘোড়া দ্বিতীয় বারও যখন এলো মূর্তিটি ভাঙতে তখন একটা বাঘ এসে ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিলো। সিঙবোঙা তখন আশীর্বাদ করে বাঘকে বললেন, তুমি ভালো কাজ করেছো হে খুব। আশীর্বাদ করছি যে, তোমার শরীর যদিও তেমন বড় নয় কিন্তু তুমি অসীম বলশালী হবে এবং তোমার গর্জনে তুমি তোমার চেয়েও অনেক বড়সড় মাপের জানোয়ারদেরও ভয় পাইয়ে দেবে।

এমন সময় মুঙ্গরী, সির্‌কা-মুণ্ডার বড় নাতনি এসে বসলো দাওয়ায়। কারখানা থেকে ফিরে চান-টান করে। বললো, আজ্জা, হারাম্ যদি এতোই শক্তি রাখেন তো এ-বছরে বৃষ্টি দিলেন না কেন ?

ওরে পাগলী। যা কিছুই খারাপ ঘটে তা আমাদেরই দোষে। হারামের বিচারক তো আমরা নই। কেউ মারা গেলে ভগত কী মন্ত্র বলে শুনিসনি ? বলে হারাম্ আমাদের সকলকেই একটি করে যথেষ্ট বড় 'যাম্-সাকাম্' দিয়েছেন। শালপাতার দোনা। যাতে করে আমরা খাই। যখন যারই "যাম্-সাকাম্" ফুরিয়ে আসে, তখন তাকেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়। যে চলে গেলো, সে তো চলেই গেলো চিরদিনের জন্যে। তার 'যাম্-সাকাম্' তো শেষ হয়ে গেছে। হারাম্ তাকে ডেকে নিয়েছেন। যদি আমরা চাইতাম তবে আমাদের 'যাম্-সাকাম্' থেকে তাকে কিছু দিয়ে তার জীবন আরও লম্বা করতে পারতাম এবং তাহলে সে হয়তো মরতোও না। কিন্তু হারাম্-এর ইচ্ছা তো তা ছিলো না। পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জন্যে যথেষ্ট জায়গা যে নেই ! কাউকে না কাউকে তাই চলে যেতেই হয়। আগে আগে।

বিন্‌কা বললো, এই রাত আর দিন কে সৃষ্টি করেছিলো আজ্জা ? রাত দিন কি প্রথম থেকেই ছিলো ?

না, প্রথম থেকেই ছিলো না। এই রাত-দিনও হারাম্-এরই সৃষ্টি। চাঁদকে যখনও সৃষ্টি করেননি হারাম্ তখন সূর্য ছাড়া কিছুই ছিলো না আকাশে। একদিন হারাম্, যেখানে একজন মানুষ ক্ষেতে কাজ করছিলো, সেখানে গিয়ে সেই ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই নীচু জমিটা কখন চাষ করলে তুমি ?

সেই মানুষ বললো, এখুনি তো করলাম প্রভু।

ঐ জমিটায় কখন চাষ করলে ?

সে আবারও বললো, এখুনিই প্রভু।

আর ঐটা ? ঐ দূরের জমিটা ?

ওটাও এখুনি প্রভু। সেই মানুষ বললো।

আর ঐদিকের ঐ জমিগুলি ?

ওগুলোও। সবগুলোই এখুনি প্রভু।

যখন হারাম্ সেই মানুষটির 'যাম্-সাকাম্'-এর দিকে চেয়ে বললো,

BanglaBook.org

কখন খেলে তুমি তোমার "যাম্-সাকাম্" থেকে ?

সে আবারও বললো, এখুনি প্রভু।

সবই যদি একই সঙ্গে এখুনি করলে তো তুমি বিশ্রামটা করলে কখন ?

আমি কাজও করছি এখন, বিশ্রামও নিচ্ছি এখনই।

এমন করলে তুমি বাঁচবে না তো ! কাজ, বিশ্রাম, খাওয়া সবই যদি একই সঙ্গে করো, তাহলে বাঁচবেটা কি করে ? আচ্ছা, আমি রাত তৈরি করে দেবো তোমাদের বিশ্রামের জন্যে।

রাত কাকে বলে তা তো আমি জানি না প্রভু।

তোমার জানতে হবে না। রাত তৈরি হলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

তখন হারাম চলে গিয়ে সূর্যকে বললেন, তুমি সবসময় আলো দিচ্ছো তাই পৃথিবীতে সময় থেমে আছে। পাথরের মতো চেপে বসে আছে সকলের উপর সময়। মানুষেরা একই সঙ্গে কাজ করছে, খাচ্ছে এবং বিশ্রামও নিচ্ছে। কোনোরকম যতি ছাড়াই। ওরা তো নিজেদের মেরে ফেলবে এমনি করলে। তাই এখন থেকে যতক্ষণ তুমি আলো দেবে ঠিক ততক্ষণই তুমি তোমার আলো লুকিয়ে রাখবে পৃথিবী থেকে। মানুষেরা যদি চোখে কিছু দেখতেই না পায় তখন ওরা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হবে। তখন হারাম্-এর কথামতো সূর্য প্রথমবার অস্ত গেলো। এদিকে মানুষেরা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। তাই কাজ বন্ধ করলো। কিন্তু চাষের কাজ বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরতে গেলো, তখন কেবলই অন্ধকারে আছাড় খেতে লাগলো ধাঁই-ধাঁই করে।

ইন্কা-বিন্কা অমনি হাততালি দিয়ে উঠলো, ধাঁই-ধাঁই করে পড়ার কথা শুনে।

খানা-খন্দে পড়ে চোট খেতে থাকলো তারা। সূর্য যখন আবার উঠলো, আলো হলো দশদিকে। মানুষ আবার ফিরে গিয়ে কাজ করতে লাগলো।

হারাম্ সকালে এসে তাদের বললেন, শোনো। এখন থেকে দিনে কাজ করবে আর রাতে বিশ্রাম নেবে। বুঝেছো ! আবার আগামীকাল কাজ করবে।

মানুষ চোখ বড় বড় করে বললো, রাত-দিন, আজ আর আগামীকাল এসব কিছুই যে বুঝছি না আমি প্রভু।

শোনো, যতক্ষণ আলো থাকবে, ততক্ষণই আজকের দিন। অন্ধকার হয়ে গেলে, আজকের রাত নামবে। অন্ধকার মুছে গিয়ে যখন আবারও আলো ফুটবে তখন আগামীকালের সকাল হবে। বুঝেছো।

অভিযোগের আর শেষ নেই মানুষের, হারামের কাছে। মানুষ বললো, অন্ধকার হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার সময় চোখে কিছুই যে দেখতে পাই না। তাই আছাড় খেয়েছি কেবলই। খানা-খন্দে পড়ে গেছি বারবার। প্রভু !

BanglaBook.org

আপনি কি এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন না ?

হারাম্ বললেন, ঠিক আছে। আমি এর একটা বিহিত করবো। রাতে আমি চাঁদকে বলবো তোমাদের একটু আলো দিতে। ঐ আলোতে তোমরা মোটামুটি দেখতে পাবে। তবে কাজ করতে পারবে না। বিশ্রামের সময় তোমরা কাজ করবে সেটা আমার ইচ্ছাও নয়।

এবং তারপর থেকে হারাম্ চাঁদ সৃষ্টি করলেন।

হারাম্-এর দেওয়া বলদ আর মোষেরা মানুষের চাষের কাজে লেগেছিলো। যতক্ষণ আলো থাকতো তারা চাষ করতো। বলদেরা হারাম্-এর কাছে নালিশ জানালো যে, আমরা একটুও বিশ্রাম পাই না প্রভু। মানুষেরা বারো ঘণ্টা খাটাচ্ছে আমাদের।

তখন হারাম্ মাথা খাটিয়ে তামাক পাতা সৃষ্টি করলেন। শুধু তামাক পাতাই নয়, মানুষদের মধ্যে সেই তামাকের নেশাও সৃষ্টি করে দিলেন। তার পর থেকেই মানুষ কাজের মাঝে মাঝে সেই তামাক খেতে লাগলো, তা খৈনি করেই হোক বা হুঁকোতেই হোক, বা বিড়ি করেই হোক। সেই সময়ে বলদেরাও বিশ্রাম পেলো।

বিন্‌কা একটা বড় হাই তুললো।

সির্‌কা আজ্জা বললো, এখন রাত। বিশ্রামের সময়। অনেক গল্প শোনা হয়েছে একদিনের জন্যে। যাও এবারে গিয়ে ঘুমোও।

ইন্‌কা-বিন্‌কা চলে গেলো ঘুমুতে।

মুঙ্গরী হেসে বললো, খেয়ে দেয়ে আমিও ঘুমোতে যাবো 'শোনেঘর'-এ।

তারপর বললো, আজ্জা, তুমি সেদিন বলেছিলে, এই খরার জন্যে আমরাই দায়ী। কেন বলেছিলে এই কথা ?

সির্‌কা বললো তার নাতনীকে, হারাম্ এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। গাছ-পালা, ফুল-ফল, পাহাড়-নদী, লতা-পাতা, মানুষ-মানুষী, তাদের সুন্দর ছেলে-মেয়ে। সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই পৃথিবী হারাম্ই একদিন আগুন বৃষ্টি করে ধ্বংস করে দেবেন। আগেও একবার দিয়েছিলেন। আবারও সময় হয়ে গেছে ধ্বংস করে দেবার। পৃথিবীর বড় বড় সব দেশ যেসব অস্ত্র বানাচ্ছে তা তো পৃথিবী ধ্বংসরই জন্যে। হাসুররা যা করেছিলো তারাও ঠিক তাই-ই করছে। কি ? করছে না ?

হুঁ। কিন্তু তবু ধ্বংস করে দেবেন কেন ? ধ্বংসই যদি করবেন তাহলে বানালেনই বা কেন ?

মানুষও যেমন একদিন চলে যায়, যদিও তার আত্মা বা রোয়া পড়ে থাকে, তার "ছায়া"কে এনে আমরা তারই বাড়িতে থাকার জায়গা করে দিই, তেমনি পৃথিবীকেও, ধ্বংসের কারণ ঘটলে ধ্বংস করে দেবেন

BanglaBook.org

হারাম্।

কি কারণ ? তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

হারাম্-এর সৃষ্টি-করা মানুষেরা যখন অধঃপাতে যায়, তখনই ধ্বংসের কারণ ঘটে। পুরুষ আর নারীরা তাদের ব্যবহারে আর মানসিকতায় যখন মদ্দা আর মাদী মোষেরই পর্যায়ে নামিয়ে আনে নিজেদের, যখন নিজেরা নিজেদেরই চিনতে পারে না, লোভী হয়ে যায়, একগাদা খায়, তখনই পৃথিবীর ধ্বংসের সময় হয়ে আসে। সাঁওতালদের "ঠাকুর" তো পৃথিবী এইরকমভাবে একবার ধ্বংস করেই দিয়েছিলেন। মানুষের ঐ অবস্থা দেখে, তাদের ঠাকুরের উপর অবিশ্বাস ও অনাস্থা দেখে, ঠাকুর তাদের কাছে ডেকেছিলেন। তখনও তারা কথা শোনেনি। কিন্তু "পিচু হারাম্" আর "পিলচু বুধি" বলে এক সন্ত এবং মানুষের পদবাচ্য দম্পতি ছিলো তখন তাদেরই মধ্যে। যদিও সাঁওতালদের মধ্যে কারো কারো মতে তারা দুজনেও "হিহিরি-পিপিরি"-তে মারা যায় কিন্তু অন্যেরা বিশ্বাস করে, "ঠাকুর" "পিচু হারাম্' আর "পিলচু-বুধি"কে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে, এই পৃথিবীতে যে মানুষেরা এখন বাস করছে তারা বাঁচার যোগ্যই নয়। আমি সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে দেবো। তোমরা তার আগেই চলে যাও, গিয়ে "হারাতা" পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নাও। নতুন পৃথিবীতে আবার তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে নতুন করে বসবাস আরম্ভ করবে। "পিচু হারাম্" আর "পিলচু বুধি" "হারাতা" পাহাড়ের গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নেবার পর সাতদিন সাতরাত সমানে আগুনের বৃষ্টি ঝরিয়ে "ঠাকুর" পৃথিবীর সব মানুষ, সব জীবজন্তু, সব গাছ-পালা ধ্বংস করে দেন। শুধু বেঁচে থাকে সেই সৎ এবং মানুষের-মতো-মানুষ দম্পতি।

মানুষ ইচ্ছে করেই হারাম্কে তাচ্ছিল্য করেছিলো। ঠাকুরও যিনি, সিঙবোঙাও তিনিই। সেই শাস্তি হিসেবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলো। যে নতুন মানুষেরা এখন পৃথিবীতে আছে, আমাদের মতো, তাদের সঙ্গে আগের মানুষদের একটি তফাত রচিত হয়ে গেলো। আমরা এখন আর হারাম্কে চিনতে পারি না। আগের পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে হারাম্ নিজেই এসে কথা বলতেন। কিন্তু এখন সিঙবোঙা সশরীরে আর আমাদের দেখা দেন না। 'নাঙ্গ-নাঙ্গেতে', 'জোরোম-জুগুরে' হারাম্ নিজেকে "ডানাঙ্গএঙ্গজানে" করে দিলেন। লুকিয়ে ফেললেন।

আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময় হয়েছে রে মুঙ্গরী। হারাম্-এর সিঙবোঙার দেওয়া এই সুন্দর পৃথিবী এমনিতেই নষ্ট হয়ে গেলো আমাদেরই হাতে। বড় লোভ, বড় অনাচার, হারাম্-এর প্রতি বড় অবিশ্বাস চারদিকে। তাই বড় ভয় করে।

মুঙ্গরীর মা ঝিঙ্গি মুঙ্গরীকে খেতে ডাকলো।

মুঙ্গরী বললো, একটু তামাক খেয়ে তুমিও শুয়ে পড়ো আজ্জা। আমিও

BanglaBook.org

যাবো "শোনেঘর"-এ। কিন্তু আরেকটু বলো।

সির্কা বললো, আমাদের হাসুররাও তো ধ্বংস ডেকে এনেছিলো। সেই আগুনই কাল হয়েছিলো। কামারদের হাপরের গরমে মানুষের সঙ্গে মানুষের হানাহানি করার অস্ত্র-শস্ত্র হাতিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলো তারা। হারাম্ মানুষের বিশ্রামের জন্যে রাত আর দিন তৈরি করে দিয়েছিলেন কিন্তু অসুররা তা না মেনে দিনরাত হাপর চালিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে লাগলো। হারাম্ তখন পাখিদের পাঠালেন দূত হিসেবে। পাখিরাও তো জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলো, চাষ হচ্ছিলো না, গরু-বলদের মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিলো। নবান্নর সময়ে, মানে ভেলোয়া পুজোর সময়ে আমরা গান গাই না, সেই গানই তো·····

মুঙ্গরী গেয়ে বললো, ও ঐ গান ? ও তো জানি।

"কের্কেটা হাশুয়া ঢেঁচুয়া-মারু
সোনালেকা দিশুম্দো রূপালেকা গামায়দো
বারোভাই হাসুরকো তেরোভাই দেওতাকো
নিদাকো সিপুদেরে সিঙ্গিকো হোপায়কা···
লোলোতান্গিয়াদো বাল্বাল্তান্গিয়াদো
রাংগোড়া হাথীদো দাকায়ে নু তান্··· ॥"

এই সব তো ?

বাঃ। বড় ভালো গাসরে তুই মুঙ্গরী। টাংলাটোলির মংলুর বোন উস্কির চাটান্টাও বড় ভালো গায়। ভারী সাংঘাতিক ছেলে সে। বুঝলি !

মুঙ্গরী ডাগর চোখে চেয়ে বললো, কেন ? সাংঘাতিক কেন ?

ছেলেরা সাংঘাতিক হলে যেমন হয় আর কী ! বলেই, হাসলো সির্কা। ও কারো মতোই নয়। ও একেবারে ওরই মতো। সেই জন্যেই তো সাংঘাতিক।

তাই তো হওয়া ভালো। যে সকলেরই মতো হয় তাকে কি কারো ভালো লাগে ? কিন্তু পাখিরা যে গিয়ে কামারদের বললো, হাপর বন্ধ করে লোহা বানানো থামাতে, তারপর কি হলো ? তুমি ইন্কা-বিন্কাকে কত গল্প বলো আজ্জা, কই আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তো আমাকে কোনো গল্প বলোনি ?

সির্কা হেসে বললো, তখন তো আমি এতো বুড়ো হইনি রে মুঙ্গরী ! তখনও তো কাজ করতাম ! মানুষে সত্যিকারের বুড়ো না হলে বোধহয় গল্প-বলিয়ে হয়ে ওঠে না। সময় যখন অনেক থাকে হাতে তখনই এই সব সম্ভব।

অসুররা হারাম্-এর পাঠানো দূত দাঁড়কাকের গায়ে কাঠ-কয়লা ছুঁড়ে মারলো আর চিলের গায়ে ছুঁড়ে মারলো লাল লৌহ-আকরের গুঁড়ো।

BanglaBook.org

ভয়-পাওয়া পাখিরা ফিরে গিয়ে হারাম্‌কে বললো, দেখুন প্রভু। আমাদের গায়ের রঙ কালো আর লালচে হয়ে গেছে। আমরা ফিরে গেলে আমাদের পাখিদের সমাজ আমাদের একঘরে করে দেবে যে!

হারাম্ বললেন, কোনো ভয় নেই। আজ থেকে দাঁড়কাকেরা সবাই কালো হয়ে যাবে আর চিলেরা লাল হয়ে যাবে। তোমাদেরই মতো হয়ে যাবে অন্য সবাই। চিন্তা নেই।

ঝিঙ্গি এবারে রাগ করে ডাকলো মুঙ্গরীকে। বললো, তোর জেঠিমা-জ্যাঠামশায় বসে আছে না খেয়ে তোর জন্যে। খাবি তো এসে খা! না খেলে বলে দে।

মুঙ্গরী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললো, আজ্ঞা পরে শুনবো বাকিটা।

॥ ৮॥

চাটান্ মুণ্ডা নানারকম গাছের বীজ আর চারা পুঁতছে আজ কদিনই হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাজ্‌না নদীর দু'পাশের টাঁড়ে। বৃষ্টি হওয়ার সময় তো হয়ে গেছে কবেই! কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আকাশকে আর বিশ্বাস নেই। প্রকৃতির হালচালই বদলে গেছে যেন! শিশুকাল থেকে চাটান্ যা কিছুই জেনে এসেছে নিয়ম বলে, তারই সব কিছু এখন ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছে।

শাবল দিয়ে গর্ত করে। আর বীজ পোঁতে সারাটা দিন। আর নিজের মনে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চাটান্। যেখানে দিনমানেও রোদ পৌঁছতো না, গভীর সব হর্‌জাই জঙ্গল ছিলো, সেইসব জায়গাই এখন উদোম্ টাঁড়। একেবারেই উদোম্। এইরকম উদোম্ কিছু কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। যে-কোনো উদোম্ মেয়ের শরীরেরও কোথাও না কোথাও অন্তত নরম কোমল কিছু ঘাস থাকেই কিন্তু এই বেটির শরীরে তাও নেই। খাঁ-খাঁ করছে সব। খাই-খাই; খাবো-খাবো। যাই পাবে তাই যেন গোগ্রাসে গিলবে লেলিহান্ জিভ দিয়ে।

রসহীন, জলহীন, রুখু, ধূ-ধূ, রিক্ত, নগ্ন হয়ে গেছে এই দিশুম্। খরগোশ আর শজারু, ব্যাঙ আর সাপ আর সুন্দর সাদা মিষ্টি-মিষ্টি খেতে মেঠো ইঁদুরগুলোই বা সব গেলো কোথায়? জমি তো উদোমই, জমির ভেতরটাও কি উদোম্ হয়ে গেলো? কোন্ বোঙার অভিশাপ এ?

মুখে মুখে অনেক কথাই বলে চাটান্, বিশেষ করে বুড়ো সির্‌কা মুণ্ডাকে বলে, সমাজ মানি না। কিন্তু তার বুকের গভীরে যে একজন গর্বিত মুণ্ডাই বাস করে তা তো সে জানে। ভালো করেই!

চাটান্ বিশ্বাস করে যে, সে মরে গেলেও তার "রোয়া" বা আত্মা এইখানেই থেকে যাবে। তার কাছের লোকেরা, সাসান্‌ডিরিতে তাকে

BanglaBoi.org

শুইয়ে তার যে ছায়া বয়ে নিয়ে আসবে যত্ন করে বাড়িতে "ওরা-বোঙা" করে রাখবে যাকে, সেই অদৃশ্য-ছায়া ঘুরে বেড়াবে তার নিজেরই হাতে পুঁতে-যাওয়া অগণ্য গাছেদের দৃশ্যমান-ছায়ায় ছায়ায়। যদি অমরত্ব সত্যিই থাকে, তবে এইরকম অমরত্বই তার চিরদিনের কাম্য ছিলো। পরজন্মও যদি সত্যিই থেকে থাকে, তবে সেই জন্মে চাটান্ মুণ্ডা তার এ জন্মের কর্মের পুরস্কার পাবেই পাবে। তাদের এই সোনারূপান্ রূপালেকান্ দিশুম্‌কে বড় বড় গাছে ভরে দিয়ে যাবে সে আবার নতুন করে। আগে যেমনটি ছিলো ছোটানাগাপুরা ; দুধ আর মধু চোঁয়াতো যে রাজ্যে ; তেমন আবারও হবে। তবে সময় লাগবে। তা লাগুক। এই জন্মে না হয় পরের জন্মেই সেই গভীর, ভারী ছায়াতলে নিজের হালকা অদৃশ্য ছায়া নিয়ে খেলে বেড়াবে চাটান্।

আজকে যে এমন গাছহীন, ছায়াহীন সাসান্‌ডিরির মতো হয়ে গেছে এই দিশুম্ তার অনেকখানিই বোধহয় হয়েছে চাটান্‌দের নিজেদেরই নানারকম অবক্ষয় ও অনাচারের কারণে। "খুম্বুরু-জুম্বুরী"র জন্যেই। বুড়ো সির্‌কা হয়তো ঠিকই বলে। তার সঙ্গে মুখে যতই ঠাট্টা তর্ক করুক। মানুষগুলো যে সবই চোর হয়ে উঠেছে। পেটুক এবং লোভী হয়ে গেছে ; অহংকারীও। "খুম্বুরু-জুম্বুরী"র শাস্তি তো এমন করেই পেতে হবে। কবে যে এই প্রায়শ্চিত্ত পুরো হবে, তা সিঙবোঙাই জানেন। কীভাবে তার মৃত্যু আসবে তা তো জানে না চাটান্ ! এমনি করেই কোনো প্রখরতাপের দুপুরে কি সে কোনো টাঁড়ের উপরে বা কোনো পাহাড়ের বৃক্ষশূন্য খোলে কোনো তৃষিত পাখির মতো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ? এক হাতে কোনো মহীরূহের বা ফুলবাহী ঝাড়ের বীজ আর অন্য হাতে তার শাবলটি নিয়ে ? দু-চোখে ছায়া আর মেঘ আর বৃষ্টি আর নবান্নর স্বপ্ন নিয়ে ? নির্জনে, সকলের চোখের আড়ালে ?

কে জানে ! তার মৃত্যু আসবে কোন্ রূপে ? তবে যেখানেই তা আসুক না কেন, সির্‌কা মুণ্ডার মতো বুড়ো, জরাগ্রস্ত হয়ে, বাচাল হয়ে, যা-কিছু নতুন তার পথের-কাঁটা হয়ে বেঁচে থাকার সাধ চাটান্-এর নেই। সে মরবে জাঁক করে। জমকের সঙ্গে। দশটা গ্রামের লোক জানবে যে চাটান্ মুণ্ডা চলে গেলো। চাটান-এর ছায়া আনতে যাবে অগুনতি লোক "সাসান্‌ডিরি" থেকে।

কখন যে বেলা পড়ে এসেছিলো খেয়ালই করেনি। তাজ্‌না নদীর এই পারে একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ গাছ এখনও আছে। তার ডালে ডালে হাজার হাজার পাখির বাস। সাপও আছে অনেক। সেই গাছতলায় গিয়েই ক্লান্ত চাটান শেষবেলায় শুয়ে পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো খেয়াল নেই। কোনো বড় গাছের ছায়াতে এলেই ওর মনে হয় যেন শিশু চাটান্ তার মায়ের কোলেই বসলো এসে। বিয়ের পর পরের উস্‌কির কোলে।

BanglaBook.org

গাছেরা মেয়েদেরই মতো। অন্য মা! অন্য বৌ!

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন রাত। ঝর্‌ঝর্‌ করে হাওয়া বইছে অশ্বত্থের ডালে ডালে। তারাদের প্রতিবিম্ব তাজ্‌না নদীর জলে নীল-সবুজের ছোপ ফেলে ফেলে নেচে যাচ্ছে। জামাকাপড় সব ছেড়ে চাটান্‌, নদীর দহতে নেমে হাঁড়িয়ার মতো মাদকতা-মাখা মৃদু জ্যোছ্‌নাতে খুব ভালো করে চান করলো। অবগাহন-চানের মজাই আলাদা! মনে হয়, জলের সঙ্গে সহবাসই করছে যেন! প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জল খেলা করে করে, সারা শরীর সিক্ত স্নিগ্ধ করে দিয়ে যায়। সব ক্লান্তি, সব তাপ, সব জ্বালা ধুয়ে মুছে শীতল করে দেয় দেহ।

বড়ই খিদে পেয়েছে এখন চাটান্‌-এর। চান না করলে বোধহয় খিদেটা এমন চন্‌মনে হতো না। চান তো করে উঠলো কিন্তু এখন যাবেটা কোথায়? যে-সব মানুষের, বাড়ি থেকেও বাড়ি নেই, তাদের বড়ই দুরবস্থা। এর চেয়ে বাড়ি একেবারেই না-থাকা বোধহয় ভালো ছিলো। পেট তো পাথর খেলেও ভরে কিন্তু সব "হোড়োকো"ই খিদে মেটাবার জন্যে খাদ্য-পানীয় ছাড়াও সঙ্গে আরো কিছু অতিরিক্ত চায়। পাখার, বা আঁচলের একটু বাতাস, একটু আদর, একটু যত্ন ; একটু ভালোবাসা। দুটো মিষ্টি কথা।

উস্‌কির বুকে যে তার জন্যে আর এক ফোঁটাও ভালোবাসা নেই। কিন্তু চাটান-এর বুকে উস্‌কির জন্যে অনেকই ভালোবাসা ছিলো। একসময়। একসময় কেন, এখনও আছে। ভালোবাসাও গাছের মতো, বৃষ্টি ছাড়া বাঁচে না ; নতুন অঙ্কুর বেরোয় না। চাটান্‌ নিজেরই আত্মসম্মানের কারণে, অভিমানে, ধীরে, ধীরে সেই সব নানারঙা পাখির মতো ভালোবাসাকেই খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দিয়েছে ; এই খর-রোদে, ছায়াহীন 'দিশুম'-এ সে বাঁচবে না জেনেই। কোনো মুণ্ডা শিশুকে "চাট্টি" পুজোর আগে নুন-খাইয়ে মারাও এর চেয়ে অনেকই সহজ ছিলো। কিন্তু উস্‌কির প্রতি চাটান্‌-এর ভালোবাসাটা, বিয়ের পর থেকে পাঁচ বছরের হাসিখুশি প্রাণবন্ত কোনো শিশুরই মতো লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠেছিলো। সেই শিশুই যখন কল্‌কলিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই তাকে মেরে ফেলতে হলো। কোনো শব্দ হলো না অবশ্য সেই খুনে। ও অবশ্য একা খুন করেনি। দু'জনে মিলেই গলা টিপে মেরেছিলো।

ঘর-পোষ মুরগীও মরার সময় ঝট্‌পট করে। কিন্তু ঘর-পোষ ভালোবাসা একটি সুন্দর দিনের মতো, সুগন্ধি ফুলের শুকিয়ে-যাওয়ারই মতো বড় নিঃশব্দে মরে গেলো। চাটান্‌ ভাবছিলো, যে বা যারা নিজেদের হাতে ভালোবাসা কখনও খুন করেছে সে বা তারাই এই মৃত্যুর নৈঃশব্দের কথা জানবে।

আজ এই চৈতিরাতের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ-করা নদী-পারের হাওয়ার মধ্যে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে চাটান্ উস্‌কির প্রতি তার ভালোবাসাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলার কষ্টটা হঠাৎই বড় তীব্রভাবে অনুভব করলো। অথচ বেশ কিছুদিন আগেই সে ঘটনা ঘটে গেছে। এখন সে ভালোবাসা, শজারুর মাংসেরই মতো মৃত। কি করবে ? চাটান্ যে মানুষের বাচ্চা, শেয়াল-কুকুরের বাচ্চা তো নয় ! কী করবে ! আগে মান, তারপরে প্রাণ ; প্রাণের আরাম।

ও বড় সোজা সরল মানুষ। সিঙবোঙা তাকে বড়ই অভাগা, বড়ই দুঃখী করেছেন শিশুকাল থেকেই। কে জানে ! হয়তো সিঙবোঙার কোনো বড় উদ্দেশ্য চাটান্‌কে দিয়ে সাধন করাবেন বলেই ওকে অমনভাবে বাজিয়ে নিচ্ছেন উনি !

তাজ্‌না নদীতে চান করে উঠে হাঁটতে হাঁটতে চাটান্ একবার ভাবলো সির্‌কা মুণ্ডার কাছেই চলে যায়। লুট্‌কুম্-এর কাছে। দু-গালের হাড় বের-হওয়া বুড়োর কাছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করে ভালো লাগে চাটান্-এর যে, এখন বুড়োর কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই কোনো বিশেষ মানুষ বা প্রজন্মের প্রতিই। বুড়োর মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই লীন হয়ে গেছে। বুড়োর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলা চলে। বুড়োর কোনো নোংরামি নেই, নীচতা নেই ; মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে বুড়োর শরীর মনের সব খাদ যেন ঝরে গেছে।

খিদেতে পেট জ্বালা করছে। কোথায় যায় চাটান্ ? বাড়ি গেলেই তো উস্‌কির রোজগারের খাবার খেতে হবে তার তেতো তেতো কথার সঙ্গে ভাতই হোক, কী হাঁড়িয়াই হোক ; কী কাঁটাল সেদ্ধই হোক। বড়ই লজ্জা করে চাটান্-এর।

উস্‌কি প্রায়ই বলতো চাটান্‌কে যে, সে নিমরদ। বিয়ের পরে পরে বছর দু-তিন তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিলো। তবে ছেলেমেয়ে যে হয়নি এটা সত্যি। চাটান্-এর সেজন্যে উস্‌কির বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ ছিলো না। উস্‌কিকে নিয়েই সে সুখী ছিলো। কিন্তু উস্‌কি সবসময়ই এব্যাপারে সোচ্চার ছিলো। শুধু তাইই নয়, বাইরের মানুষকেও ও বলে বেড়াতো যে চাটান্ নিমরদ। এবং উস্‌কির এই অনুযোগের মধ্যে একধরনের পুরুষ-মানুষেরা অপ্রত্যক্ষ এক আমন্ত্রণও দেখতে পেতো। সেই আমন্ত্রণের ফল কী হতো তা চাটান্ জানে না, তবে উস্‌কি ওইরকম ভাবে চাটান্‌কে অপদস্থ করাতে সে খুবই দুঃখ পেতো। রাগ যদিও করেনি কোনোদিনই। মেয়েদের উপরে রাগ করার স্বভাব চাটান্-এর নয়।

ওর অবাক লাগতো এই ভেবে যে, বেশির ভাগ মেয়েরাই তাকে পছন্দ করতো এবং তার কাছেও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ কম ছিলো না। কিন্তু উদাসী চাটান্-এর ভালো-লাগা না-লাগাটা একটু অন্যরকম। কাউকেই ওর তেমন ভালো লাগে না। মুঙ্গরী ! মুঙ্গরী শুধু ব্যতিক্রম ! তবে কাউকে ভালো লাগলেও, বেশিদিন ভালো লাগে না।

BanglaBook.org

গত দু-তিন বছর হলো উস্‌কির সঙ্গে ওর কোনো শারীরিক সম্পর্কই নেই। শারীরিক সম্পর্কেও আসল হলো মন। মন যদি সরে যায়, তাহলে শরীরও চায় না শরীরকে। মন সরে গেছিলো চাটান্‌-এর উস্‌কির কাছ থেকে।

মুণ্ডাদের পঞ্চায়েত যখন 'সাকামচারী'র বিবেচনা করে তখন তারা দুটি কথাতেই বুঝে যায় যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সেই দম্পতির মধ্যে আছে না নেই! "নেই" বুঝলেই 'সাকামচারী' দিয়ে দেয় পঞ্চায়েত। শাল গাছের পাতা ছিঁড়ে ফেলেই সম্পর্ক শেষ করে দেওয়া হয়।

চাটান্‌ 'সাকামচারী' চায়নি, উস্‌কিও চায়নি। দুজনেই হয়তো ভেবেছে কোন্‌ অনুযোগ নিয়ে যাবে পঞ্চায়েতের কাছে? মারামারি নেই, ঝগড়া নেই, শুধু শৈত্য আছে। উষ্ণতার কথা বাইরের লোককে সহজে বলা যায়, বৈষম্য বা অসম্প্রীতি উঁচু গ্রামে বাজলে বলা যায় সে-কথাও। কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও যে দম্পতি একে অন্যের কাছ এড়িয়ে যায় তাদের শৈত্যের কথা বাইরের লোক জানবে কি করে?

পঞ্চায়েতে গিয়ে হয়তো স্বামী অনুযোগ করলো যে, স্ত্রী তাকে খেতে দেয় না। স্ত্রী প্রতিবাদ করে বললো, "কী অন্যায়। না চাইলে, জানবো কি করে যে সে খেতে চায়?" এই প্রশ্নোত্তরেই পঞ্চায়েতের বুড়োরা বুঝে নেয় যে ব্যাপারটা কী!

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বোঝা যাচ্ছে যে, "মিয়াদ্‌ পাটিরে কাকিং গিটিটানা"। মানে, "এরা দুজনে এক মাদুরে শোয় না।" পঞ্চায়েত 'সাকামচারী' দিয়ে দেয় তক্ষুনি দুজনকে।

মুঙ্গরীর সঙ্গে চাটান্‌-এর সম্পর্কটা একদিন জানাজানি হবেই। আর হলে তো পঞ্চায়েত ওদের ক্ষমা করবে না। উস্‌কিও জানলে কি করবে বলা যায় না। মৃত্যুর পরেও ওদের ছায়া কেউ আর বাড়িতে আসতে দেবে না।

নইলে, ওরা মরে গেলে, ওদের ছায়া বা 'উম্বুল্‌'কে এনে বাড়িতে 'ওরা-বোঙা' করে রাখতো সকলে। সযত্নে। 'ওরা-বোঙা' ধনদা। মৃতকে যেদিন কবর দেওয়া হয় সেই দিনই সাসান্‌ডিরিতে সন্ধের অন্ধকার নেমে এলে একটি দল মৃতের ছায়া বা "উম্বুল" আনবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। ওরা বেরোলে তিনজনের একটি ছোট দল মৃতের অন্ধকার বাড়িতে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। যখন সাসান্‌ডিরি থেকে ছায়া নিয়ে ফেরে অন্যেরা তখন ডাকাডাকি করলেও প্রথমে দরজা খোলে না তারা। যেন, বাইরে চোর-ডাকাত বা বাজে লোক এসেছে। তারপরে দু দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলে কিছুক্ষণ। তার শেষের দিকটা এইরকম।

ভিতরের মানুষেরা, যারা ছায়া আনতে গেছিলো; তাদের শুধোয়,

—তোমরা কি এনেছো? সুখ না দুঃখ?

—দুঃখকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি আমরা। সুখ, শুধু সুখই নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছি।

—কী চাও তোমরা এখানে ?

—একটু থাকার জায়গা চাই। বড় ক্লান্ত আমরা।

—তোমরা হয়তো কোনো রোগ নিয়ে এসেছো। কি ?

—সব রোগকে আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, শুধু সুখ নিয়ে এসেছি ; সুখ।

—আর কী এনেছো তোমরা ?

—আমরা গরু-ছাগল এনেছি, ধান আর চাল, আরও অনেক ভালো ভালো জিনিস !

ঠিক আছে, দরজা খুলছি, এসো ভিতরে ; তোমাদের বিশ্রামের জায়গা দেবো।

তখন ভিতরের লোকেরা দরজা খুলে দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিলো, তারা ঢোকে। তাদেরই মধ্যে একজন বলে, ডুক্ ! ডুক্ ! যেন গরু তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাচ্ছে।

"ওরা-বোঙা" হয়ে, মানে-সম্মানে, আদরে-আপ্যায়নে থাকা হবে না আর চাটান্ এবং মুঙ্গরীর। কী যে হবে !

মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝায়, দূর্ দূর্। আজকাল ওসব নিয়মকানুন, সংস্কার, ধর্ম কেউ মানে নাকি ?

যখনই এমন ভাবে চাটান্, তখনই দীর্ঘ, ঋজু শরীরের বৃদ্ধ সির্কা মুণ্ডার কাটা-কাটা চোখ-নাক-চিবুকের মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, প্রখর সততা, ধর্মবোধ এবং ব্যক্তিত্বের প্রতীকেরই মতো।

ভয় করে চাটান্-এর।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে চাটান্ দেখলো দূর থেকে, লণ্ঠন জ্বলছে উস্কির "রিঙ্গি-চিঙ্গি চিকনপিণ্ডা" বাড়িতে।

উস্কির বাড়ি যে রিঙ্গি-চিঙ্গিচিকনপিণ্ডা সে বিষয়ে কেউই দ্বিমত করবে না। কিন্তু কারো বাড়িই কি বাড়ি হয়ে ওঠে যদি সে বাড়িতে ভালোবাসা না থাকে ? যতই রিঙ্গি-চিঙ্গিচিকনপিণ্ডা হোক না কেন সে বাড়ি ! প্রায় বাড়ির কাছেই পৌঁছে গেছে এমন সময় দেখে গাঞ্জু তারই বাড়ি থেকে বেরোলো, রান্নাঘর থেকে দুধ খেয়ে হুলো-বেড়াল যেমন করে বেরোয়, তেমন করে। সাবধানে। ইতি-উতি চেয়ে। চাটান্ একবার ভাবলো, দেয় গাঞ্জুকে ধরে ভালো করে পেটান্। তারপরই ভাবলো দুস্স্। কী লাভ ?

চাটান্ জানে উস্কি গাঞ্জুকে পাত্তা দেয় না। পরনির্ভর স্বর্ণলতার মতো কিছু ইতর পুরুষ থাকে-না সংসারে, যারা মেয়েদের করুণা শিকার করে বেঁচে থাকে, মেনিমুখোরা ; গাঞ্জুটা সেই জাতের পুরুষ। কোনো মেয়েরই সম্মান পাবে না ওরা।

উস্কি দাওয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

চাটান্-এর পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালো শুধু। কথা বললো না। উস্‌কির ব্যবহারে অন্যায়কারীর ভাব নেই। চোরের ভাব নেই। বরং ঔদ্ধত্য জ্বলছে ওর চোখে।

কিছু খাবার আছে ?

চাটান্ বললো।

তৈরি খাবার নেই। সারাদিন কাজ করে এলাম। নিষ্কর্মা স্বামীর তো উচিত বউকে অন্তত রেঁধে খাওয়ানো।

হয়তো উচিত।

হয়তো নয়, অবশ্যই উচিত।

আমিও তো কাজ করেই এলাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি।

ফুঃ। কি কাজ ?

গাছের বীজ পুঁতে এলাম তাজ্‌নার দু'পাশে।

টাকা পেয়েছো কিছু ?

যে-কাজে 'টাকা নেই', তা বুঝি কাজ নয় ?

না। কাজ নয়।

খেতে দেবে না, দিও না। কিন্তু যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না।

কী জানি না ? যে টাকা-রোজগার করে, যে সংসারের ভরণ-পোষণ করে, সেই তো সব জানে। তোমার মতো মানুষের জানাজানির দাম কি ?

আমি যাচ্ছি।

তুমি এসেছিলে কেন ?

এটা আমার, আমাদের বাড়ি বলে।

বাড়ি ! আমাদের ! ফুঃ ? তোমার সঙ্গে আমার কোনো কি সম্পর্ক আছে ?

জানি নেই। তবে থাকতো যদি..... । আমি গাছ লাগাই উস্‌কি, গাছ বাঁচাই আমি গাছ আর আমি, গাছ আর আমরা এক একইরকম। তুমি বুঝবে না। যারা গাছ ভালোবাসে তারা বড় নরম মনের মানুষ হয়। তাদের একটি ফুল বা পাতা ছিঁড়তেও বড় কষ্ট হয়। আর সম্পর্ক তো..... ।

চাটান্-এর কথার উত্তর না দিয়ে উস্‌কি গুড়ুক্ গুড়ুক্ করে হুঁকো খেতে লাগলো।

চাটান্ দাওয়ায় বসলো পা ছড়িয়ে। একাদশীর জ্যোৎস্নায় রাত ছম্‌ছম্ করছিলো ধূ-ধূ টাঁড়ের মাঝে একটি-দুটি গাছকে ঐ জ্যোৎস্নাতে অন্য কোনো দিশুম্-এরই বলে মনে হচ্ছিলো। সেইদিকে চেয়ে চাটান্ কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো। তার খিদে তৃষ্ণার কথাও সে ভুলে গেলো।

উস্‌কি বললো, বর-বউ-এর সম্পর্ক কাকে বলে তুমি জানো ?

কাকে ?

BanglaBook.org

তোমাকে বলেই বা কি লাভ ?

তাহলে বোলো না।

তোমার দোষ তুমি স্বীকার করো ?

করি। সব দোষই তো আমার।

তবে মরো। আমি আর বসে খাওয়াতে পারবো না তোমাকে চাটান্। খেটে খেতে হলে, খাও। নইলে যাও। এখনই যাও।

কেন ? এখনই কেন ? আজ রাতটা শুয়েই থাকি বরং দাওয়াতে। আমি বড় ক্লান্ত উস্‌কি।

কোনো ক্যানো ট্যানো নেই। এখনই যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে ঐভাবেই বসে রইলো চাটান্।

কী হলো। যাচ্ছো না যে !

হুঁকোতে একটা টান দিয়ে উস্‌কি বললো, আমি তোমাকে যেতে বলেছি, যাও। এ বাড়ি তো আমিই একদিন বানিয়েছিলাম। তুমি তাকে চিকন-পিণ্ডা করেছিলে শুধু। চাটান্ নিজেকে বলার মতো করেই বললো উস্‌কিকে শোনাবার জন্যে নয়। জানি। কিন্তু বাড়ি মানে তো দাওয়া-দেওয়াল-ছাদই শুধু নয়, বাড়ি মানে···

উস্‌কির কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

আমিও তো সেই কথাই বলি।

কথাটা যদিও বললো চাটান্ কিন্তু উস্‌কির জন্যে ভীষণই কষ্ট হলো ওর।

তারপর আবার বললো, বড় খিদে পেয়েছে গো আমার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হুঁকো-খাওয়া থামিয়ে উস্‌কি বললো, চাটান্, তুমি কি কোনোদিনও বড় হবে না ? চিরদিনই সেই বাঁশি-বাজানো মোষের-পিঠে-চড়া কিশোরটিই থেকে যাবে ?

তাই তো চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হলো কই ? বড় তো হতেই হলো। সিঙবোঙা করুন, তুমি খুশি হও। খুশি থাকো। কিন্তু তুমি এখন যাও।

কোথায় যাবো আমি এই রাতের বেলা ? আমার যে ভীষণ খিদেও পেয়েছে। যাও চাটান্। গাঞ্জু ফিরে আসবে একটু পরই। ওকে আমিই আসতে বলেছি। রান্না করবে আমার। তুমি যাও, এতো বড়ো দিশুম্। দিশুম্-এর পর দিশুম্। তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও চাটান্। লক্ষ্মীটি। যার কাছে খুশি যাও। আমি কিছুই বলবো না। শুধু আমাকে জ্বালিও না আর। দাদা বিয়ে দিয়েছিলো এক শিশুর সঙ্গে আমাকে। কী কপাল !

এবারে চাটান্ উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'সাকামচারী' চাইবে না তুমি ?

যে-কোনো মুহূর্তে। তুমিও চাইতে পারো। তুমি পঞ্চায়েতের সামনে শালপাতা ছিঁড়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক যখন খুশি ছিঁড়তে চাও, ছিঁড়বে।

BanglaBook.org

আমি একবারও আপত্তি করবো না। ধরে নাও, আমাদের সাকামচারী হয়ে গেছে। জীবন দুদিনের চাটান্। এখানে একটি ভুল নিয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার সময় কারোই নেই এ'কথাটা যারা সময় থাকতে বোঝে, তারাই বেঁচে যায়। পড়ে থাকাটা উচিতও নয়।

চাটান্ উঠে পড়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলো।

উস্‌কি পেছন থেকে ডেকে বললো, চাটান্। শোনো।

উস্‌কির গলাটি খুব নরম। এবং অসহায় শোনালো এবারে। বিয়ের পর পর অন্ধকার রাতে যেমন শোনাতো। হুঁকো নামিয়ে নিয়েছিলো সে মুখ থেকে। উস্‌কি বললো, চিরদিনের মতোই যাও। আর ফিরে এসো না কিন্তু। আবারও বলছি। তুমি যার কাছে খুশি যাও। আমি কিছুই মনে করবো না। তোমার মতো করে তুমি সুখী হও।

উত্তরে কিছু না বলে, একটুক্ষণ চাটান্ উস্‌কির মুখে চেয়ে রইলো। তারপর বাইরে পা বাড়িয়েই ফিরে এসে তার শাবল আর বাঁশিটা তুলে নিলো। শাবলটাকে কাঁধে ফেলে বাঁশিটাকে হাতে নিয়ে এবারে সত্যিই বেরিয়ে পড়লো চাটান্। সত্যি-সত্যিই ধূ-ধূ জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ টাঁড়ে চাটান্ মুণ্ডা তাজ্‌না নদীর ধারের উস্‌কির এবং তার নিজেরও অনেক যত্ন এবং ভালোবাসায় গড়া বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

লণ্ঠনটার ফিতেটা খুব কমিয়ে দিয়েছিলো উস্‌কি। ভিতরের উঠোনে তখন একাদশীর চাঁদের আলো সাদা-কালো ছায়া-আলোর গরাদ এঁকেছিলো। তারই মধ্যে বসে রইলো উস্‌কি, চাটান্ যেদিকে গেলো, সেদিকেই চেয়ে।

উস্‌কির দু'চোখ ধীরে ধীরে জলে ভরে এলো। ও স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চেয়েছিলো। কিন্তু এই আলো-ছায়ার পর্দা-ঘেরা স্বাধীনতা কি সত্যি-স্বাধীনতা ? চাটান্‌কে তাড়ালেই কি ও স্বাধীন হবে ? ও কেন যে একটু নরম হতে পারে না, পারলো না, অন্য দশটা মেয়ের মতো ! চাটান্‌কে পেলে যে-কোনো মেয়েই বর্তে যাবে, শুধু উস্‌কিই পারলো না ওকে নিয়ে খুশি হতে। ওর জেদ। ওর শুচিবায়ুগ্রস্ততা। ওর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। এই সব····। তাড়াবেই যদি, তবে চাটান্ সত্যি সত্যিই যখন চলে গেলো তখন ওর দুচোখ জলে ভরে এলো কেন ? ও জানে যে, চাটান্ আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। দাঁতে দাঁত চেপে উস্‌কি প্রার্থনা করলো যেন ওকে কখনও চাটান্-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না হয়। কোনোদিনও।

চাটান্-এর আগে আগে হাওয়াটাকে পথ দেখিয়ে একটা টি-টি পাখি হুট্টিটি-হুট্ টিটিটিটিটিটিটুট করে ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগলো। তাকে দেখা যাচ্ছিলো না, তার স্বর শোনা যাচ্ছিলো শুধু। এবার উড়ছে চাটান্‌কে পথ দেখিয়ে। এই পাখিগুলোর ডাক, এমন হাঁড়িয়ার-রঙের ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে মনকে বড় উদাস করে দেয়। যে-দিগন্ত তখন দেখা যায়

BanglaBook.org

না, সেদিকেই হাঁটিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে।

কোথাও একটা যেতে হবে। কোথায়, তা সে এখনও জানে না। চন্দ্রালোকিত টাঁড়ে নিজের ছায়া সামনে ফেলে ফেলে হেঁটে যেতে লাগলো দীর্ঘাঙ্গ, সুদেহী চাটান্। তাকে কোথাও একটা যেতে হতোই। আজ আর কাল ! সব পুরুষকেই যেতে হয়। ভিতরে ভিতরে সেই যাওয়ার তাগিদটা বোধ করছিলো অনেকেই দিন থেকে। আজ উস্‌কিই সেই সুযোগটা জোর করে করে দিলো। সেজন্যে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো উস্‌কিকে। এই যাওয়া, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে নয়, প্রিয় নারীর সান্নিধ্যের খোঁজেও নয় ; এ একেবারেই এক অন্য রকমের যাওয়া।

॥ ৯ ॥

টাংলাটোলির মংলু মুণ্ডার ছোট বোন উস্‌কির বিয়ে হয়েছে তাজ্‌না নদীর পাশের তাজ্‌না বস্তিতে। এমন কিছু দূর নয় টাংলাটোলি থেকে। অথচ উস্‌কি একেবারেই আসতে পারে না। এমনকি টাংলাটোলির হাটেও আসে না। জামাই চাটান্-এর আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ। দিন্‌কে দিন খারাপতরই হচ্ছে। তাছাড়া মানুষটাও একটু অন্য ধাঁচের। কোনোদিনই ঘর-সংসারে মন ছিলো না তার। বড় বড় চুল। হেঁয়ালি-হেঁয়ালি কথা বলে। কী করে সংসার চলবে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। অথচ দিন-রাত্তির বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, গাছ পোঁতে, নিজের সঙ্গে নিজে বিড়বিড় করে কথা বলে। যখন তা করে না, তখন হাঁড়িয়া খেয়ে বে-হোঁশ। ভূতে ওকে টাকা যোগায়।

উস্‌কিটা ছেঁড়া-শাড়ি পরে কাঠ-কুড়িয়ে, ডালকুড়িয়ে এর ওর বাড়িতে টুক্‌টাক্ কাজ করে কোনোক্রমে দিন-গুজরান করেছে এতোদিন। অল্প ক'দিন হলো তাজ্‌নার লাহি কোম্পানিতে কামিনের কাজ নিয়েছে সে। অবশ্য উস্‌কির জন্যে দুঃখ হলেও মংলু কিছুমাত্রই করতে পারে না উস্‌কির জন্যে। মা-বাবা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে মেয়ের এ কষ্ট দেখার দুঃখ থেকে। নিজেরাও তো আহামরি কিছু থাকে না। সে-ও তো না-খেয়ে থাকারই মতো ! জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ওদের প্রায় সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি যা নষ্ট হয়েছে তা তাদের মনের শান্তি। একদিকে বিপুল সরকারী ঔদাসীন্য এবং অন্ধত্ব, অন্যদিকে কিছুটা ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের কারণেও বন-জঙ্গল একেবারেই খতম হয়ে যাওয়াতে ওদের অবস্থা বছরে বছরে ক্রমশ খারাপই হচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে তো আর বিরিসা মুণ্ডার 'উল্‌গুলান্'-এর মতো নয়। অন্য সব সমাজেরই মতো তাদের সমাজেও আর ঐক্য নেই। উদ্দেশ্যের মধ্যেও সাম্য নেই। আর্থিক অসাম্য, ভাবনা-চিন্তার অসাম্য, নানা মত্ ও নানা পথের পথিক

BanglaBook.org

করে তুলেছে তাদের। ঝাড়খণ্ডী রাজ্য হলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, তবে তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পুরো দেশেরই সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেতো! এখন যারা বুড়ো, তারা তো তাই-ই ভেবেছিলো সেদিন। সময়ের ব্যবধানে উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং তাদের রকমও পুরোপুরিই বদলে যায়। মংলু বোঝে এ কথা।

ছেলে-ছোক্‌রারা যদিও চটে রয়েছে খুবই। তারা বলছে, অস্ত্র ধরবে এবারে। অস্ত্র কি মংলুরও ধরতে ইচ্ছে করেনি একসময়ে? যখন তারাও বয়সে ঐ ছেলে-ছোকরাদের মতোই ছিলো? করেছে। কিন্তু কিছু বয়স ও বিবেচনা হয়েছে বলেই এখন মধ্যবয়সে এসে বোঝে যে, টাঙ্গী দিয়ে তারা কাটবেটা কাকে? তীর দিয়ে বিদ্ধ করবে কি? পেটের খিদে ও নিজেদের বাঁচতে না-পারার দুঃখ, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় না-রাখতে পারার কষ্ট, জঙ্গল শেষ হয়ে যাবার কষ্ট, তাদের নিজেদেরই খণ্ডিত, বিদ্ধ করে দিয়েছে পুরোপুরিই। তাদের এতো বছরের অভাব-অনটনের মূলে আসল শত্রু যে কে বা কারা তা মংলু, সিন্নু, ডুইক্যা কী ঢিমারা নিজেরাই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

তিরিডির সির্‌কা মুণ্ডা তো বলেই যে তারা নিজেরাও নিজেদের সঙ্গে কম শত্রুতা করেনি। যে-জঙ্গলের উপর তাদের জীবনযাত্রা পুরোপুরিই নির্ভরশীল ছিলো, সেই জঙ্গলকেই তারা নিজে হাতে কেটে সাফ করে স্বল্পদিনের জন্যে বড়লোক হয়ে, তারপরই চুপ্‌সে গিয়ে থিতু হয়েছে। সির্‌কা বলে, ছপ্পড়-ফোড় টাকা এমনি করেই হাটে-আসা বেলুনওয়ালার গ্যাস-বেলুনের গ্যাসেরই মতো ভুস্‌ভুস্‌ করে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া, তাদের পুরোনো শান্ত, নিস্তরঙ্গ গরিব সৎ জীবনযাত্রার মধ্যে হঠাৎ এই তুফান-তোলা ফস্‌লি-বটের, কামিনা শহুরেদের নকল-করা বড়লোকি তাদের মূল্য-বোধের ভিত ধরেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে। শহরের লেখাপড়া শেখা মানুষগুলোর মধ্যে "ভালো" বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা সবাই টাঁড়ের শেয়ালের মতো ধূর্ত, ধাঙর; বদমাস্‌ হয়ে গেছে। তাদেরই লোভের ছোঁয়া লেগেছে মংলুদের, ডুইক্যাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই দাবানল থেকে ওদের বাঁচানো কি সম্ভব হবে আর?

সির্‌কা মুণ্ডার বড় ছেলে ডুইক্যার বউ কুর্‌কি একথা জোরের সঙ্গেই বলে যে এ গ্রাম সে গ্রামের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে ইংরিজি শিখে আর প্যান্টুলুন পরে নিজেদের পুরোনো যা-কিছুই ভালো ছিলো সব কিছুকেই খারাপ বলতে শুরু করেছে। কুর্‌কি বলে, এদের সব চাণ্ডি-চুরিণ্‌-এ ধরেছে।

ঢিমার বউ ঝিঙ্গি, মানে মুঙ্গরীর মা কিন্তু অন্য কথা বলে। বলে, বদলের আরেক নামই তো জীবন। পৃথিবীর কোন্‌ জায়গার লোকই বা আজ

BanglaBook.org

পুরোনো জীবন আঁকড়ে ধরে বাঁচছে ? অবশ্য ঝিঙ্গির পৃথিবী মানে, মুরহু আর খুঁটি। এই সময়ে, এই যুগে বাস করে কি আর ঐসব পুরোনো ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাঁচা চলে ?

দুই পুত্রবধূর কথাই শোনে মনোযোগ দিয়ে সির্‌কা মুণ্ডাও। কথা শুনে, দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে তামাক চিবোতে চিবোতে পিচিক্ করে থুথু ফেলে। সির্‌কা মুণ্ডার কথাগুলো যেন বহু বছর থেকেই রাতের তারাদের সবুজাভ দ্যুতিরই মতো, কোনো সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীর গুহাগাত্রের বা প্রস্তরাশ্রয়ের ছবির বক্তব্যেরই মতো ঝিঙ্গি আর কুর্‌কি আর তার স্বামীদের কাছে নেমে আসে, ঝরে পড়ে। এমনকি ভিন্-গাঁয়ের মংলুদের কাছেও। সির্‌কা মুণ্ডা এদিকের জঙ্গল-পাহাড়ের বিশ-ত্রিশটা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে মান্য লোক।

সির্‌কা মুণ্ডা যা কিছুই শিখেছে তার সব কিছুই মুণ্ডা সমাজের মধ্যে তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিখেছে। তাই সির্‌কার কথাকে তার সমস্ত পরিবার, তার নিজের গাঁয়ের, চারপাশের অন্য গাঁয়ের মেয়ে-মরদে সম্মান করে। সে বৃদ্ধ হয়েছে বলেই যে শুধু বয়সের কারণেই সম্মান করে তাকে তাই-ই নয় ; অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের, সততার, পক্ষপাতিত্বহীনতার কারণেও করে। প্রাচীন যদিও, তবুও সির্‌কা যথেষ্ট আধুনিকও। মুণ্ডা সমাজকে, ধর্ম-রীতি-নীতিতে অব্যাহত রেখে সবরকম আধুনিকতাকেই সে সমর্থন করে।

সির্‌কা বলে, প্রত্যেক প্রজন্মেরই তাদের নিজেদের মত ও বুদ্ধি নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অবশ্যই আছে। তার নাতনি, এই মুঙ্গরীরা আর তার সমবয়সীদেরও সে অধিকার আছে। ওদের বাধা দিও না তোমরা। চলার পথ যদি ভুল বলে ওরা নিজেরাই কোনোদিন বুঝতে পারে, তবে ভুল পথে গেলে বুঝতে নিশ্চয়ই পারবে, চকিতে বাঁক নিয়ে ফিরে আসবে আবার। ল্যাজের দিকে ঘুরিয়ে নেবে মাথা, শঙ্খচূড় সাপেরই মতো ; ত্বরিতে। তবে কোনোরকম লোভের সঙ্গে আপোষ করাকে ঘেন্না করে সির্‌কা। চিরদিনই ঘেন্না করে এসেছে।

প্রাচীন সির্‌কা মুণ্ডার এই "আধুনিকতা" পুরো মুণ্ডা সমাজই বোঝে। এবং বোঝে বলেই, বুড়োকে আরও বেশি করে সম্মান করে।

ডুইক্যা বলে, এবারে যে কী হবে !

কী হবে ?

টিমা বলে।

সেই যে একদিন বৃষ্টি হলো, তার পর তো আর দেখাই নেই মেঘের।

সির্‌কা মুণ্ডা তামাক চিবোতে চিবোতে বললো, কোনো মানুষের বা গোষ্ঠীর জীবনেই এমন কোনো ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না, যার কোনো নজির নেই। যা আগে কখনও ঘটেনি। পুরোনো নজিরের কথা ভাবলে এ

BanglaBook.org

বছরের খরাটা তেমন অসহ্য বলে মনে নাও হতে পারে।

ডুইক্যা বললো, তখন যে পৃথিবী অন্যরকম ছিলো, বাবা!

কীরকম ছিলো?

তখন গাছ ছিলো অনেক। প্রত্যেক পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-গাছে আমাদের সব চাহিদার যোগান ছিলো। তখন নদীতে জল বইতো। বৃষ্টি হতো এখনকার চেয়ে অনেকই বেশি। বৈশাখ মাসেও রাতের এই সময় দাওয়াতে বসলে একটা পাতলা দোহর গায়ে দিয়ে বসতে হতো। রাতে হিমের আর ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে বাইরে শোওয়া যেতো না।

সির্‌কা মুণ্ডার বউ ঝারিও গুড়ুক্ গুড়ুক্ করে হুঁকো খেতে খেতে বললো, সেকথা ঠিকই বলেছে ডুইক্যা।

সির্‌কা মুণ্ডা আত্মদর্শন করেই যেন ঋজু-সমান কণ্ঠস্বরে বললো, সবই সত্যি। তা এমন সব হয়ে গেলো কেন? কী করে? গতবছর বিরিসা মুণ্ডার জন্মদিনে যে সুকান্‌বুড়ু পাহাড়ের উপরের মেলায় তোরা গেছিলি মাঘী-পূর্ণিমাতে, সেই পাহাড়ে ক'টা গাছ দেখলি? আমি তো যেতে পারি না বহুদিনই।

ন্যাড়া! সব ন্যাড়া হয়ে গেছে।

ডুইক্যা বললো।

খুঁটি থেকে যে পথ সেন্দ্রা, সাইকো তামার হয়ে বুণ্ডু চলে গেছে সেই পথে আগে এমনই ঘন জঙ্গল ছিলো যে, আমরা দিনের বেলাতেও দল বেঁধে ছাড়া যাওয়ার সাহসই পাইনি। তাও জোয়ান-মরদেরা সব। হাতে তীর-ধনুক, টাঙ্গী-বল্লম নিয়ে। ঠিক সেই রকমই জঙ্গল ছিলো টেবো-ঘাটেও। বন্দ্‌গাঁওয়ের জঙ্গলই বা কীরকম গভীর ছিলো! জিজ্ঞেস কর্ না তোর মাকে?

বললো সির্‌কা।

কী ঝারিও? ডুইক্যা তখন দশ মাসের শিশু। তখনও বুকের দুধ খায়। সখ করে, পাঁচ গায়ের জোয়ান-মরদ-মেয়েরা মিলে হাট করতে গেছিলাম শীতের দিনে বন্দ্‌গাঁওয়ে একদিন। মাঘ মাস। হাট সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে, দুপুরে রওয়ানা হয়েছিলাম ফিরতি-পথে তিরিডির দিকে। হলে কী হয়! দুপুর তিনটের সময়ই পথে ঘোর অন্ধকার। এমনই জঙ্গল। চাঁদ যখন ওঠার তখন উঠতো, কিন্তু সূর্যর আলোই পারলো না ঢুকতে। আর চাঁদের তো কম্ম ফতে! একে শীতের জাঁক। তার উপর সেই অন্ধকার পথে তখুনি পড়লো জোড়া-বাঘ। সামনে। পথের উপর জোড়-লেগেছিলো।

একটু থেমে, তামাক-খাওয়া হুঁকো-হাতে সাদা-চুলের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললো, মনে আছে ঝারিও? কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

ঝিঙ্গি বললো, তার পরে?

BanglaBook.org

তারপর আর কী ! কোনোক্রমে সকলে মিলে তো প্রাণ বাঁচিয়ে বন্দ্‌গাঁও-এ ফিরে, এখন যে বন্দ্‌গাঁও-এর মুখিয়া, আনন্দ সিং ; ইন্দিরা-কংগ্রেস করে তার বাবার কাছে এসে আর্জি করলাম ! তিনি বাজারের মধ্যেই তাঁর লাহির আর কুলের গুদামের লাগোয়া একটি ঘর খুলে দিলেন আমাদের সকলের জন্যে। বাজ্‌রা আর সব্‌জি পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে লাড্ডু। তার উপর এক হাঁড়ি মহুয়াও। শোওয়ার আর গায়ে দেবার জন্যে খড়। সে রাতে খাওয়াও জব্বর হয়েছিলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে, ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে রেখে, সকলে একই ঘরে নিজেদের গায়ের ওম্‌-এর গরমে রাত কাটিয়ে দিলাম। তখন ঠাণ্ডাই বা কীরকম ছিলো ! আমাদের গ্রাম এই তিরিডিতেও তো গরম বোঝা যেতো শুধুই বছরের দিন দশেক ! একেবারে বর্ষা নামার আগে আগে।

আর এখন ?

কুর্‌কি বললো।

এখন কেমন তা তো তোরা জানিসই !

যা বলেছেন। কুর্‌কি আর ঝিঙ্গি একসঙ্গে বললো।

সির্‌কা মুণ্ডা বললো, অন্যদের যেমন দোষ আছে, আমাদেরও আছে। এখন মুঙ্গরীদের বিয়ে হলে, তাদের ছেলে-মেয়েরা কী খেয়ে বাঁচবে, কেমন করে বাঁচবে, এই হচ্ছে সমস্যা। বড় বড় শহরের কারখানার তেল-কালিমাখা মজুর আর কামিনই হয়ে যাবে ওরা সব। আমাদের গ্রাম, আমাদের নিজস্বতা, আমাদের মুণ্ডা-সংস্কৃতি বলতে কিছুমাত্রই থাকবে না আর। আমাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা কিছুমাত্র থাকবে না, যদি-না এখনও তোরা সকলে বুঝিস। সাবধান হোস্‌। অনেকেই টাকা রোজগার করবে হয়তো মুঙ্গরীরা, তাদের ছেলেমেয়েরা, কিন্তু তা দিয়ে দুবেলা গম বা বাজরার রুটি আর একটা তরকারিও হয়তো হবে না। মাটির মতো দামী আর কী আছে ? যার মাটি নেই তার কিছু নেই। গাই-বয়েলও থাকবে না কারও। তারা যে মুণ্ডা, বিরসা মুণ্ডার জাত, সেই গর্ব থাকবে না। তারা অন্য ভাষায় কথা বলবে, মিশে যাবে ভারতের আম-জনতার সঙ্গে। টাকা দিয়ে নানারকম জিনিস কিনবে শহুরে বাবুদের মতো। খাওয়া-দাওয়া আরাম-বিরামের ঢংই তখন বদলে যাবে। জামা-জুতোর কায়দা হবে।

টিমা বললো, তা বটে। কিন্তু বাবুজী বলছিলেন, এখন তো দিনকাল পাল্টেছে। আমরা সবাই এখন ভারতীয়। শুধু মুণ্ডা হয়ে থাকলেই বা চলবে কেন ?

সির্‌কা মুণ্ডা খুব জোরে দুপাশে মাথা নেড়ে বলে উঠলো, সেটা ভুল। কথাটাই ভুল বোধহয়। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে তার মস্তিষ্ক থেকে মুখে ছুটে এলো বলেই কথাগুলো জড়িয়ে গেলো। তোত্‌লার মতো সির্‌কা মুণ্ডা বললো, আমরা ভারতীয় হবো বলেই আমাদের মুণ্ডাত্ব

BanglaBook.org

বিসর্জন দিতে হবে কেন ? আমাদের যা-কিছু নিজস্ব সব কিছুই বাঁচিয়ে রেখেও তো আমরা ভারতীয় হতে পারি। তোকে বাবুজী যা বলেছেন তা ভুল। অথবা এও হতে পারে যে, বাবুজীর কথা তুই বুঝতেই পারিসনি !

আমাদের নিজস্বতা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম কই ?

ডুইক্যার বউ কুর্‌কি দুঃখের গলায় বললো।

কুর্‌কি আর ডুইক্যার বড় মেয়ে কারখানারই একজন পাঞ্জাবী সর্দার ড্রাইভারের সঙ্গে ভেগে গিয়ে বিয়ে করেছে। মুরির কাছে বাসা নিয়েছে। ক্ষতটা এখনও টাট্‌কা ছিলো ওদের পরিবারে। দেড় বছর হয়ে গেছে। মেয়ে বাড়ি আসেনি একদিনের জন্যেও। তারও জেদ তো কম নয়। তার শরীরেও তো মুণ্ডা রক্ত বইছে। সমাজও তাদের জাতিচ্যুত করেছে। সমাজের চোখে তারা আর কেউই নয় ওদের। মুঙ্গরীর জন্যে এই জন্যেই এতো ভয় ঝিঙ্গির।

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই পাশের ঘরের মঙ্গলার ঘর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না ভেসে এলো।

ডুইক্যা উঠে গেলো দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে কুর্‌কি আর ঝিঙ্গিও গেলো। মঙ্গলার বউ ময়না কাঁদছিলো তার গাইটা ঘরে ফেরেনি বলে। কেঁদে কেঁদে বলছিলো, মূয়া-ভূতে ধরেছে তার গাইকে।

সির্‌কা মুণ্ডা দাওয়াতে বসেই ময়নার তীক্ষ্ণস্বরে বলা কথাক'টি শুনেছিলো। নিজের মনেই ভাবছিলো, কে জানে ! হয়তো মূয়াতেই ধরেছে। কিন্তু আজকাল তো আর গ্রামের কাছে গহন বন নেই যে, বাঘে বা চিতাতেও ধরবে গাইকে। চারদিক তো প্রায় টাঁড়ই হয়ে এসেছে ! যে ক'টা গাছ বেঁচে আছে তা গ্রামের মধ্যেরই গাছ। আম, কাঁটাল, মহুয়া, জামুন, চাঁড়, নিম, করৌঞ্জা, কদম্ব চাঁপা, বট, অশ্বত্থ এই সব। গ্রামের সীমানার ঠিক বাইরেই বড় বড় পাথরের কালো কালো স্তূপ ছিলো। টিলা। কালো ছাড়াও, ধূসর, সাদাটে, ফিকে, হল্‌দেটে পাথরের স্তূপ ও টিলাও ছিলো। ঠিকাদারেদের লোক এসে সেই সব পাথরও ডিনামাইট দিয়ে কাটিয়ে গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে বয়েল-গাড়ি আর লরি করে চালান দিয়েছে রাঁচি বা চক্রধরপুরে। সব সমান করে দিয়ে গেছে। কা'র অনুমতিতে এ সব করছে, কাকে ঘুস দিয়ে তা সির্‌কা জানে না। তবে এটা ঠিক যে, পুরোনো পৃথিবীকে তারা একেবারেই ন্যাংটো করে ছেড়ে দেবে এই পণই নিয়েছে।

তাজ্‌না নদী একসময় পাথরের আর বালির জন্যে বিখ্যাত ছিলো। গ্রীষ্মকালে নদীর পাথরগুলোকেও পর্যন্ত ঐভাবেই ভেঙে গুঁড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছে ঠিকাদারেরা। বালিও নিয়ে যায় প্রতি বছর তবে নদী প্রতি বর্ষায়ই তার অনন্ত ভাণ্ডার থেকে বালি বয়ে আনে। মানুষের লোভ বড় বেড়ে গেছে। বড়ই সর্বগ্রাসী হয়ে গেছে মানুষ। "খুম্বুরু-জুম্বুরী"র চূড়ান্ত।

BanglaBook.org

বড় ভয়ংকর এর পরিণাম ! বোঙারা যে চটেছেন তার প্রমাণ এবারের গ্রীষ্মই ! ছেলেদের, ও যাই বলুক না কেন । তবে এ কিছুই নয় । খরা, মরুভূমি, অসময়ের প্রবল বৃষ্টি, অসময়ের বান, ভূমিকম্প এই সবই একদিন কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেবে মানুষকে মানুষের লোভের শাস্তি । সির্‌কা বেঁচে থাকবে না ততদিন । কিন্তু ডুইক্যা, টিমা, কুর্‌কি ও ঝিঙ্গি না বাঁচলেও, মুঙ্গরীরা ঠিকই বাঁচবে । বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়, বড় তাপিত হবে সেইদিন ।

একটু পরেই ডুইক্যারা ফিরে এলো । তারপর মেয়েরা রয়ে গেলো । সির্‌কার দুই ছেলে চলে গেলো গ্রামের অন্যদের সঙ্গে মিলে মশাল আর লণ্ঠন হাতে জ্বেলে মঙ্গলা আর ময়নার গাইকে খুঁজতে । মূয়া-ভূতে ধরলে কি আর গাইকে এখুনি পাবে ?

মূয়াও হচ্ছে চাণ্ডি-চুরিণ্-এরই মতো ভূত । চাণ্ডি হচ্ছে পুরুষ ভূত, আর চুরিণ্ মেয়ে ভূত । ওরা গাছে থাকে বা পাথরে । গাছ ও পাথরের অস্তিত্বও প্রায় লোপ পেতে বসেছে তাই এখন চাণ্ডি-চুরিণ্ ভূত যে কোথায় থাকে তা তারাই জানে । কিন্তু তারা রাতের বেলা বেরোয় । কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে, তাদের উপরে ভর করে । এমনিতে দেখতে মানুষ-মানুষীরই মতো । কিন্তু কখনও কখনও কুকুরের, বয়েলের, হাতি, শুয়োর বা বাঘ ইত্যাদির রূপেও দেখা দেয় এরা ।

ওরা চার-পাঁচজনে দল বেঁধে এগোচ্ছিলো । মঙ্গলা বললো, গ্রামের চারধারে এক চক্কর লাগিয়েই ফিরে আসবো । ভূত-প্রেতের ভয় ছিলো, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ।

ডুইক্যা বললো, কত রকমের ভূত ছিলো বল্ দেখিনি ।

তা আর বলতে ।

টিমা বললো ।

খুটকাট্টি ভূত ! সবচেয়ে বড় ভূত । বুড়ুবোঙ্গা, ইকির-বোঙ্গা আর মূয়া-ভূত তো ছিলোই । মানুষের মতো দেখতে । জঙ্গলে মূয়া-ভূত বাঘ পালে, হরিণ চড়ায় । জংলি সব জানোয়ারদের পালক সে । কেউ গাছে থাকে, কেউ পাথরে কিন্তু দেখা দেয় মানুষেরই রূপে । বড় বড় চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলে চুর্‌হিণের । বড় বড় নখ, লম্বা লম্বা চুল । জঙ্গলে গ্রামের কোনো গরু-বয়েল-বক্‌রী হারিয়ে গেলে মূয়া-ভূত তাদের লুকিয়ে ফেলে ।

টিমা বললো, আজকাল আর তেমন তাঁরা তংক্ করেন না । যখন করতেন, তখন তো এবেলা-ওবেলা ভগত্‌দের কাছে যেতে হতো । গ্রামের লোকেরা মিলে ভগতের কাছে গেলে ভগত্‌রা যেমন বলতো । তেমনই করতে হতো । মূয়াকে খৈনি বা বক্‌রী বা মুরগী এসব নিবেদন করে প্রার্থনা করতো, "মূয়া" যেন তাদের গৃহপালিত পশুকে ছেড়ে দেয় !

চলতে চলতে টিমা হঠাৎ গান জুড়ে দিলো । অন্যেরা গলা মেলালো ।

BanglaBook.org

ঢিমার গলায় সুর আছে। এখনও ওদের গাঁয়ের তো বটেই বহু ভিন-গাঁয়ের ভিন-বয়সী মেয়েরা ঢিমার গান শুনে তাকে পীরিত জানায়। ওর গলা প্রায় মংলুর ভগ্নীপতি চাটান্‌এর মতোই সুন্দর। ঝিঙ্গি তাই সবসময়ই চোখে চোখে রাখে ঢিমাকে।

ঢিমা গাইতে লাগলো।

কিছুটা সামনে টাঁড়ের মধ্যে কতগুলো কুসুমগাছের জটলা ছিলো। তার পরই শালগাছেদের জটলা। "সের্না"। এই গাছগুলোর নিচেই তাদের সভা বসে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে খানা-পিনা নাচা-গানা হয়। একসময়ে সেখানেই নিশ্ছিদ্র শালবন ছিলো। সারহুল্ উৎসব হয় এদেরই মধ্যের সবচেয়ে বুড়ো শালগাছের তলাতে। সেই দিকে আলো ফেলতেই টর্চের আলোটা মনে হলো যেন নিভে গেলো বা কেউ সব আলো নিমেষে শুষে নিলো। হারিয়েই গেলো আলোটা। মস্ত মস্ত বড় কালো পাথরের স্তূপের মধ্যে।

এখানে তো কালো পাথর ছিলো না। কোনোদিনই ছিলো না।

ডুইক্যা বললো। অবাক গলায়।

পরক্ষণেই ঢিমা চিৎকার করে উঠলো, মূয়া! মূয়া!

মঙ্গলা বললো, হাতির রূপ ধরে এসেছে রে!

পালা! পালা!

ওরা দৌড়ে গ্রামের দিকে ছুটে চললো।

এদিকে যখন জঙ্গল ছিলো, কুড়ি বছর আগেও, তখন হাতি দেখা যেতো। তাও শুধু ফসলের সময়েই। এই প্রায়-টাঁড়ের মধ্যে হাতি আসার কোনো বাস্তব সম্ভাবনাই নেই। তাই এই হাতি বা হাতির দল মূয়া অথবা মূয়া-পালিত। অবশ্যই।

দৌড়তে দৌড়তে গ্রামের কাছে এসে শানিচারোয়া বললো, মঙ্গলা, তোর গাইকে কাল খুঁজবো।

ডুইক্যা বললো, অনেকদিনই আমরা পুজো-টুজো দিইনি। একই সঙ্গে বুড়ুবোঙ্গা, ইকির-বোগ্‌ঙা, চাণ্ডি-চুরিণ্, মূয়া এবং জলের ভূত নাগে-বোঙার পুজোও দিতে হবে। এ বছর যা খরা আর গরম, অসুখ-বিসুখ লাগলো বলে।

ছুটতে ছুটতেই অন্যেরা সকলে সমস্বরে বললো, ঠিক ঠিক।

BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

সকালবেলা সুগী আর মুঙ্গরী কাজে যাচ্ছিলো কারখানায়।

সুগী আগে আগে, প্রায় নাচতে নাচতেই ; গাইতে গাইতে যাচ্ছিলো। মেয়েটা পাগলী আছে বেশ। তবে এই বৈশাখী সকালের একটা নেশাও

আছে। এই ভোরের হাওয়ার। যারা জানে, তারা জানে। শেষ বৈশাখেও ভোরের হাওয়া, ভোরের হাওয়াই!

সুগী গাইছিলো সারহুল্‌এর গান। শালবীথি "সের্‌না"তে যে "সারহুল্‌" হয়ে গেলো ক'দিন আগে, তারই গান।

""শুশুন্‌করাম্‌ মেতেং হারামাতালেনা
শুশুনকরাম্‌ মেদন্‌ হিয়াতিঙ্গিয়া
পিটিপালানে রেন্‌সেনা বুধি লেনা
পিটিপালানে নেদং চাকাতিঙ্গিয়া
এরাগিংরেওগাপে সেগেদিংরেয়োপেগা
শুশুন্‌করাম্‌ মেদন্‌ হিয়াতিঙ্গিয়া
এরাগিংরেওগাপে সেগেদিংরেয়োপেগা
পিটিপালানে নেদং চাকাতিঙ্গিয়া।""

মুঙ্গরী হাসছিলো, গানের মানে মনে করে। মানেটা হলো, নাচ দেখে দেখে আমি বড় হয়েছি, আমি নাচা ছাড়বো না। বাজার হাটে ঘুরে ঘুরে আমার বুদ্ধি হয়েছে ; আমি বাজার-হাটে যাওয়াও ছাড়বো না। আমায় বকো বা মারো তবুও নাচ ছাড়বো না। বাজার-হাটে যাওয়াও ছাড়বো না।

এই গানের পরই সুগী অন্য আর একটি গান ধরে দিলো।

"এঙ্গানআপুনকিন্‌ যো কাজুরি
আনাআড়ে জিকুরাম্‌বেন্‌ মারাংক্‌িঞা
চিলিকাতে পাড়ি হালাবিনা··· ।"

মুঙ্গরী বললো, ঢঙ দেখে মরে যাই তোর! এদিকে পর-ঘরে তো যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়েই আছিস।

ঐ গানটার মানে হলো বাবা-মা সকলেই তো জোড়ে-জোড়েই আছে। তারা আমাকে অনেকই আদর করে বড় করেছে শিশুকাল থেকে। আমার জীবনে আমি মা-বাবার ভালোবাসা ছাড়া কিছুই জানিনি। কিন্তু এখন এই স্নেহ-মমতা ছেড়ে আমি কি করে অন্য ঘরে যাবো?

তারপর আবারও গাইলো সুগী। আজকে ওকে গানে পেয়েছে। কেন যে, তা পরে বুঝলো মুঙ্গরী।

"হাড়াম্‌জান্‌বেদো গাবেনবুড়িয়া জানরেদো
গাড়াদাদোগান্‌ আনুবেন্‌গিয়া।
জিয়ান্‌জানরে দোগাবেন দুড়ুম্‌ জানরেদো
আঁড়েইলিদ্‌গো দোড়মাবেন্‌গিয়া।"

মানে বাবা বুড়ো হয়ে গেলে, মা বুড়ি হয়ে গেলে, আমি ওদের জল খাওয়াবো। বাবা-মা মরে গেলে হাঁড়িয়া দিয়ে মা-বাবার পুজো করবো।

মুঙ্গরী বললো, তা তো করবি। কিন্তু ঐ দ্যাখ্‌ বটগাছের তলায় মোটর-সাইকেল নিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে। কাজটা কিন্তু তুই ভালো

BanglaBook.org

করছিস না সুগী। মূরহুর এই লাহি কারবারীর "দিকু" ব্যাটা তোকে বিয়ে করবে না ছাই। তোকে ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এটা আমার কথা নয়। সকলেই বলে, তাই বললাম। তুই কি সিঙবোঙার আল্ ভাঙবি ?

সুগী বললো, তুই চুপ্ কর। আমার ব্যাপার আমি বুঝবো। ব্যবহৃত হলে তবেই তো ব্যবহারের মজাটা বুঝতে পারতিস্। মরেও সুখ রে ! মরেও সুখ। তাছাড়া তোর মতো গোলমেলে পীরিতে আমি নেই। তোর সঙ্গে আমার তফাত আছে।

মুঙ্গরীর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেলো। "ব্যবহৃত" সেও হয়েছে। কিন্তু সে এক স্বর্গীয় ব্যবহার। সুগী কি বুঝবে ?

ও বললো, আমি এ দিক দিয়ে এগোচ্ছি কারখানার দিকে। "ভোঁ" ওই বাজলো বলে।

সুগী বললো, "ভোঁ"র তো এই শুরু রে ! এর পর তো জীবনভরই ভোঁ। কারখানার ভোঁ, স্বামীর ভোঁ, ছেলে-মেয়ের ভোঁ, শেষে ভোঁ-ভাঁ।

মুঙ্গরীর সঙ্গে মূরহু বাজারের লাহির পাইকারের ঐ ছেলেটা কথা বলে না। মুঙ্গরীর চেহারায়, চোখের দৃষ্টিতে, চলনে-বলনে এমন কিছু একটা আছে যে, সে নিজে থেকে কথা না বললে কারোই সাহস হয় না ওর কাছে ঘেঁষতে বা কথা বলতে। কারখানার বুজুবাবুই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে বুজুবাবু বুজুবাবুই ! কিন্তু মূরহুর লাহির পাইকারের ছেলের, এই সব "দিকু" ছোকরার নতুন পয়সা ছাড়া আর কি আছে ? তাও আবার "গাছোয়াল"-ঠকানো পয়সা, মেহনতের কামাই নয়। মুঙ্গরী এও জানে ভালো করেই যে, সুগীর সঙ্গে তারও অনেক তফাত আছে। এবং থাকবেও। সুগীর রুচি আর তার রুচিও একরকম নয়। সে যে সির্কা মুণ্ডার নাতনি, এই কথাটা মুঙ্গরী কখনওই ভুলে যেতে চায় না। বল্গির বাগোটের মতো ছেলেকেই তার শেষে মনে ধরলো না। এমনকি বুজুবাবুকেও ! আর এরা তো সব হেঁজি-পেঁজি।

টাংলাটোলির উস্কি পিসীর বর চাটান্ মুণ্ডাকে দেখলেই যেন মুঙ্গরীর সমস্ত শরীর-মন কেমন করে ওঠে। চাটান্-এর মতো আর একজন পুরুষকেও ও দেখেনি এ অঞ্চলে। আপনভোলা, জামাকাপড়ের খেয়াল নেই ; নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা আছে। সেই খুঁটির মান্দকাম্ডি, দান্তিয়া, কামান্তা, শালিহেতু, পাত্রাডি, বঙ্গো, তাজ্না বস্তি ; মূরহুর কাছাকাছি চারিত্, ইষ্ঠে, পোক্লা, টাংলাটোলি, অনিগ্রা, দূরের বান্দে, সুরুন্দা, গোড়াটুলি, ঢুরুরী, যাত্তেবিন্দা, কুর্চি, সিয়াংকেল, বন্দগাঁও কী টেবোরও কোনো হাটেও চাটান মুণ্ডার মতো একজনও পুরুষকে দেখেনি মুঙ্গরী। তাকে তার শরীর মন সব সমর্পণ করেও কোনো অনুতাপ হয়নি। বরং ধন্য মনে হয়েছে।

BanglaBook.org

উস্‌কি পিসী অতি সাধারণ চাটান্ মুণ্ডার তুলনাতে। অন্য দশটা মেয়েরই মতো। চাটান্ মুণ্ডা যদি বুড়ো বয়স অবধি বেঁচে থাকে তবে সিরকা মুণ্ডারই মতো সম্মান পাবে এই অঞ্চলের সব মুণ্ডাদের কাছ থেকে। মুঙ্গরী, সির্‌কা মুণ্ডার নাতনি হিসেবে নিজেকে যেমন গৌরবান্বিত মনে করে, চাটান্ মুণ্ডাকেও তার নিজের রূপ ও গুণেই তেমনই গৌরবান্বিত বলে মনে করে। চাটান্ ভালো কী মন্দ তা মুঙ্গরী এখনও নিশ্চিত জানে না কিন্তু এ কথা অবশ্যই জানে যে, চাটান্ আর অন্য একজনেরও মতো নয়।

সুগী ওদিকে চলে গেলো। ভোঁও বেজে গেলো। আজকে মেট্-এর গালাগালি খাওয়া কপালে আছে ওর। বেশ ক্ষ্যাপাটে ঐ মেট। মাইকেলবাবুকে একাধারে ইলেক্‌টিরির কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ, কুলি-কামিন সামলানোর কাজ, সবই করতে হয়। সমস্তক্ষণ সারা কারখানা এবং অফিসেও ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ান তিনি। নিজে হাতে কাজও করেন যখনি প্রয়োজন হয়। টিমা মুণ্ডা ওঁরই নীচে কাজ করে। মাইকেলবাবু কালি-ঝুলি মেখে ঘুরে বেড়ান। দুর্বলতার মধ্যে একটিই। মাছ খাওয়া। এ দিকে ফ্যাক্‌টরির মধ্যে নিরামিষ। ছুটির দিনে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, চলে যান দূরে দূরের পাহাড়তলির পুকুরে বা নদী-ঝোড়াতে। ছিপ বা জাল হাতে করে। মাছ ধরে এনে সন্ধেবেলা নিজেই রসিয়ে রাঁধেন। কোনোদিন-বা বৌকেও রাঁধতে দেন।

গেটে ঢোকার পরই মুঙ্গরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো বুজুবাবুর। বুজুবাবু মুঙ্গরীকে দেখলেই কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে যান। মনে হয় এই দিশুম্‌এ ওঁর পা দুটো নেই। অতো পড়ে-লিখে লোক, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে পান, তিনি কলকাতা শহর থেকে এসে কেনই বা মুঙ্গরীর মতো অতি সাধারণ অবস্থার সাধারণ এক মুণ্ডাইন্-এর প্রেমে পড়ে গেলেন তা ভাবলেই খুব মজা পায় মুঙ্গরী। বাবুটাব জন্যে একটু দুঃখও যে হয় না, এমনও নয়। কিন্তু কী করবে!

তখন কারখানার ভোঁ বেজে গেছে। দাঁড়িয়ে যে কথা বলবে, তার সময় নেই। কারখানার হাতার ধারে কাছে অবশ্য তখন কেউই ছিলো না। দূরে অফিসে বসে বাবুরা কাজ করছিলেন। প্রেসিং-মেশিনের আওয়াজ উঠছিলো। বয়লারের আওয়াজ, একটানা।

বুজুবাবু হেসে বললো, মুঙ্গরী, আমি একটা গান শিখেছি।

কী মুশকিল! এখনও ডিইটিতেই যাওয়া হলো না। রোজ কাটা যাবে যে!

মনে মনে বললো মুঙ্গরী।

তারপর মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললো, কী গান? কে শেখালো?

BanglaBook.org

সিন্নু।

বুজু সিন্নুর কাছেই শিখেছিল গানটা। নীচু গলায়, যাতে মুঙ্গরী ছাড়া আর কেউই শুনতে না পায় তেমন করে গাইলো

"সাসান্‌উলিসাকাম্‌ সাসান্‌সুতাম্‌
কাটাদোরেম্‌রাঙ্গান্‌জানা··· ।"

মুঙ্গরীর হাসি পেলো গান শুনে। ভাবলো, আজকে কি সকলকেই গানে পেলো নাকি ? বাবুটার গলাতে এক ফোঁটা সুর নেই। মদ্দা শুয়োরের আওয়াজের মতো লাগছে সব ক'টা পর্দা। গান গাইছে না তো কের্‌কেটা ডাকছে যেন পেঁপে গাছে ! অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললো, মানে জানেন ?

বুজু বললো, হেসে মাথা হেলিয়ে, হ্যাঁ।

কি ?

"আগে তো খুব বলেছিলে বিয়ে করবে না, এখন দেখি খুব যে হাতে আমের পাতা আর হলুদ-ছোপানো সুতো বাঁধা হয়েছে, পা পরিষ্কার করে, নখ কেটে, পায়ে আলতাও পরা হয়েছে। দেখি !"

মুঙ্গরী সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোর হাসি হেসে উঠলো। বললো, এ গান তো বিয়ের পরে বর তার বউকে শোনায় !

তা বউয়ের জবানেও এর উত্তর আছে। সেটা বুঝি সিন্নুদাদা শেখায়নি আপনাকে ?

না তো !

বোকার মতো বললো বুজু।

মুঙ্গরী তাড়াতাড়ি গাইলো নীচু গলায়, যেন কেউ শুনতে না পায়, এমন করে।

"এন্‌ঙ্গানিকো জুড়িয়াইনা তেরেদোরেংখোলেংযানা
আপুনেকো জোকাইখানা কাটাদোরেঙ্গরঙ্গান্‌জানা।"

গেয়েই, মুঙ্গরী দৌড় লাগালো।

মানেটা বলে যাও। আরে, মানেটা···

মুঙ্গরী তার উজ্জ্বল দুই ডাগর চোখে হাসি আর কৌতুকের শিহর তুলে দৌড়ে চলে যেতে যেতেই বললো, "আমার মা আমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তাইতো হাতে হলুদ-ছোপানো সুতো পরেছি। বাবা বিয়ে দিচ্ছে বলেই তো পায়ের নখ কেটে আলতা পরেছি।"

ভাবখানা এমনই যেন, তোমার জন্যে পরেছি থোরিই !

হাসতে হাসতে এমনিতে শান্ত কিন্তু এখন উচ্ছল মুঙ্গরী দৌড়ে কারখানার ভিতরে চলে গেলো। মুঙ্গরী ভাবছিলো, গলায় সুর না থাকলে কী হয়, এই বুজুবাবু ভারী ভালো। সত্যিই প্রেমে পড়েছে তার। একটা অতি সস্তা তাঁতের ডুরে-শাড়ি পরেছে মুঙ্গরী। তাও আঁচলাটার কাছে

BanglaBook.org

ছেঁড়া। মোটা কাপড়ের ফলসা-রঙা পুরোনো শায়া দেখা যাচ্ছে শাড়ির নীচে।

বুজু, চলে-যাওয়া মুঙ্গরীর দিকে চেয়ে ভাবছিলো।

চলে-যাওয়া সেই মুঙ্গরীর দিকে তাকিয়ে বুজুর মনে হলো যে, মুঙ্গরীকে একবার রাসেল স্ট্রীটের 'আনন্দ'তে নিয়ে যেতে পারলে ওর ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়ে মুঙ্গরীকে শ'য়ে শ'য়ে শাড়ি কিনে দিতো! যারা পরলে মানায়, তাদেরই পরনের শাড়ি জোটে না! আর যাদের চট বা কোল-বালিশের ওয়াড় পরলেও দিব্যি চলে যেতো তাদেরই যত শাড়ির বাহার!

এমন সময় সিন্নু এসে বললো, স্যার, দিল্‌ধড়কান্‌বাবু আপনাকে ডেকেছেন অফিসে।

তিনি কোথায়?

ঐ তো! অফিসে বসে আছেন জানালার পাশে!

ও দিকে তো অন্ধকার।

বাইরের আলোতে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে চাইলে সবই অন্ধকার ঠেকে কিন্তু ভিতরের অন্ধকার ঘরে বসে বাইরের সব কিছু খুব উজ্জ্বল দেখায় বুজুবাবু।

তাই?

বলে, বুজু অফিসের দিকে এগোলো। চলতে চলতে ভাবছিলো যে, এখানে এসে অনেক কিছুই শিখছে প্রতিদিন। অনেকই রহস্যের উদ্‌ঘাটন হচ্ছে। সবচেয়ে বড় রহস্য তার অন্তর্জগতের রহস্য। যে সব মৃত এবং নিথর রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বাইরের কোনো বিশল্যকরণীই কাজে দেবে না।

দিল্‌ধড়কান্‌বাবু বললেন, আসুন স্যার। এই জার্নাল-এন্ট্রিগুলো পাস করেছি। একবার দেখে নিন। আমি তো লেজার-কীপার। শুধুই লেজার লেখে লেখে একেবারেই মাছিমারা কেরানী হয়ে গেছি। কোন্ ডেবিটের যে কোন্ ক্রেডিটে কী রিয়্যাল এফেক্ট তা আর বুঝিই না। সত্যি কথা বলতে কি স্যার, বুঝতে চাইও না। যেমনটি মাইনে পাই, সেইটাকেও ঐ মাইনের লাইনেই অ্যালাইন্ করে নিয়েছি।

বুজু হাসলো ওর কথা শুনে। ঐ কথার পেছনে বুজুর প্রতিও একটি খোঁচা প্রচ্ছন্ন ছিলো।

তবুও হাসলো। হেসে, জার্নালটা টেনে নিলো।

মুঙ্গরী কি বললো?

চমকে উঠে বুজু বললো, কই কিছু না তো!

বাবুজী' আপনাকে দেখা করতে বলেছেন স্যার।

কেন?

তা জানি না। তবে বাবুজী তখন এখানেই ছিলেন। যখন···

BanglaBook.org

তাহলে দেখা করেই আসি। ব্যাপারটা কি জানতে হবে তো! আপনারা তো আমার লোকাল গার্জেন নন। আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুও নই। পার্সোনাল ব্যাপার আমার পার্সোনাল ব্যাপারই।

তা নই আমরা। কিন্তু আমরা আপনার ভালোই চাই।

বুজু বললো, আসছি।

বাবুজী পুজো করছিলেন। বসার ঘরে একটু বসতেই তিনি বেরিয়ে এলেন।

কী ব্যাপার? আপনি ডেকেছিলেন?

ব্যাপার কিছু নেই। আপনি এখানে নতুন। একটু বুঝে-শুনে না চললে বিপদে পড়বেন। ঐ মুঙ্গরীর দুজন প্রেমিক আছে। বল্‌গির বাগোট আর তাজ্‌নার চাটান্ মুণ্ডা। চাটান্ মুণ্ডা সাংঘাতিক লোক। ও করতে পারে না এমন কাজ নেই। মুণ্ডা সমাজেও ও আউটকাস্ট। এমনকি সির্‌কা মুণ্ডা পর্যন্ত ওকে সমীহ্ করে চলে। আপনি বড় ঘরের ছেলে, জংগুলে জায়গায় কাজ করতে এসেছেন। কী দরকার আপনার ঐসব কামিনদের সঙ্গে কথা বলার?

কামিন্ বলে কি আর ওরা মানুষ নয়?

বাবুজীর চোখ দুটো জ্বলে উঠেই নিভে গেলো।

আপনার কথাবার্তা দেখছি নেতাদেরই মতো। এই নেতারাই যে দেশটাকে ডোবালেন তা আপনিও অবশ্যই মানেন। ওরাও মানে ঐ কামিনরাও আলবাৎ মানুষ। তবে মানুষে-মানুষেও তফাত তো থাকেই! তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না। আপনি আপনার নিজের সমাজের মানুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলেই ভালো করবেন। ও একটা ছেনাল মেয়ে। অবশ্য সব মেয়েই ছেনাল, কম আর বেশি। আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে কারখানারই মধ্যে। ওর এক বন্ধু আছে সুগী। তার প্রেমিক যে, সে তো একটা এক নম্বরী বদমাস। এবং খুনীও। লাহির এক পাইকারের ছেলে। হাতে বহুৎ কাঁচাপয়সা! কোনদিন না মেয়েটাকেই গুম্ করে দেয়। বুজুবাবু, আপনি নতুন এসেছেন। এখানের পুরোনো লোকদের কথা মেনেই চলুন। নইলে, কোনদিন তীর খেয়ে বা টাঙ্গীর কোপে মারা যাবেন তখন আমারই জবাবদিহি করতে হবে যিনি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে। দায়িত্ব তো আপনার সম্বন্ধে আমারও আছে কিছু। না কি, নেই? আপনি কি বলেন?

বুজুর বড় অভিমান হলো। অন্য কারো উপরে নয়। মুঙ্গরীর উপরেই।

এই মুণ্ডাদের সুন্দর অনাবিল জগৎ, তাদের রীতিনীতি, রিচুয়ালস্, ধর্ম-অধর্ম এ সব সম্বন্ধে জানতে তার সত্যিই বড় ঔৎসুক্য ছিলো। তার পরিণাম যে এমন হবে তা ভাবতেও পারেনি। কাউকে ভালোলাগা, ভালোবাসা কি পাপ? নিজেকেই নিজে শুধোচ্ছিলো বুজু, নীরবে।

BanglaBook.org

মুঙ্গরীকে যে একতরফা ভালোবাসা বেসে ফেলেছে অসহায়ের মতো, এ কথা তো মিথ্যা নয়।

সাদা চুলের বাবুজী যেন ওর মনের কথা বুঝে নিয়েই বললেন, আপনি ছেলেমানুষ। কাউকে আপনার ভালো লেগে যেতেই পারে। ছেলেমানুষেরই শুধু বা কেন ? আমার মতো বুড়ো মানুষেরও আচানক্ কাউকে ভালো লেগে যেতে পারে। কিন্তু নিজের ইচ্ছাপূরণের চেয়ে ইচ্ছা-দমন করাটাই শিক্ষার অনেকই বেশি লক্ষণ। জানতে পেলে, আপনার আত্মীয়-স্বজনরাই কি এ জিনিস মেনে নেবেন ? দিলধড়কান্ পাণ্ডের কথা আলাদা। যে-মেয়েকে উনি বিয়ে করেছেন তাকে ফেঁসে গিয়েই বিয়ে করেছেন। মেয়েটি প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছিলো। সিরকা মুণ্ডার পঞ্চায়েত তাকে ছেড়ে দেয়নি। উনি ভাব দেখান, খুব সুখে আছেন। আসলে সুখে নেই। পাণ্ডেজীদের জাত-পাতের বিচার আমাদের চেয়েও অনেকই বেশি। তাই তাঁর সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করেছে। টগ্‌বগে যৌবনের ভুলের খেসারত গুনে যাচ্ছেন তিনি সারাজীবন ধরে।

আপনি কি এই জাতিভেদটা ভালো বলে মনে করেন ?

বুজু বললো।

আমার মনে করা-করিটা একেবারেই অবান্তর বুজুবাবু। ক্লাসলেস-সোসাইটি এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মুখের বুলি। জাত-পাতের ব্যাপার বড়ই গভীরে গেঁথে রয়েছে। অনেকই যুগ লাগবে আরও, এই অন্ধকার থেকে আলোতে পৌঁছতে।

আমাদের মধ্যে কিন্তু নেই। থাকলেও অনেক কম আছে। শিক্ষিতদের মধ্যে তো নেই-ই। মানে বাঙালীদের কথা বলছি।

বুজু ওঁর কথা কেটে বললো।

সেটা আমি মানি না তা নয়, তবে গ্রামাঞ্চলে এখনও আছে। একটা কথা মনে রাখবেন। আমি যখন এখানে এই ফ্যাক্টরির পত্তন করি তখন আমার বয়স আপনার থেকেও অন্তত পাঁচ বছর কম ছিলো। ইচ্ছা বা ভালোবাসা আমার মধ্যেও কিছু কম ছিলো না বুজুবাবু। ব্যবসাদার হলেও, মানুষ তো আমিও। কিন্তু তবু নিজেকে অনেকই সংযমের মধ্যে দিয়ে সেই সব দিনে পার করাতে হয়েছে। পুরুষের কাজের জায়গাই হচ্ছে পুজোর জায়গা। হয়তো মেয়েদেরও তাই। অথচ পুরুষের শরীর হচ্ছে কুকুরের শরীর। ব্যক্তিগত অনুভূতি যেখানে কাজের পরিপন্থী হয়, সেখানে কাজ অবশ্যই বিঘ্নিত হয়। যে-কোনো কাজের জায়গাতেই একটি ন্যূনতম নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার দরকার আছেই। সেটা কাজের ক্ষেত্রেও যেমন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনই। আপনি উচ্চশিক্ষিত বুজুবাবু। আপনাকে আর বেশি কী বলবো ! শুধু এটুকু জানবেন যে, আপনার মনের ভাব আমি পুরোপুরিই বুঝতে পারি। এবং পারি বলেই,

BanglaBook.org

আপনার ভালো চাই বলেই ; এতো কথা বলা । আমাকে ভুল বুঝবেন না । যৌবনে যা পরম-বুদ্ধি, পরম-ঔচিত্য বলে মনে হয় ; প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে এসে তাকেই পরম-মিথ্যা, পরম-অনৌচিত্য বলে জানতে হয় । মানুষের জীবনের এইটিই সবচেয়ে দুঃখের দিক । কথাটা বোঝবার চেষ্টা করবেন । এরপর আপনি যা ভালো বিবেচনা করবেন, তাই করবেন । ভবিষ্যতে আপনাকে এ বিষয়ে আর কোনো কথাই বলবো না । ব্যাস্‌স্‌ ।

বুজু চলে এলো ।

অফিসে এসেই দেখে তার টেব্‌লে একটি চাঁপা ফুল ।

কে দিলো ?

অবাক হয়ে বললো বুজু ।

পাণ্ডেজী বললেন, মুঙ্গরীই দিয়ে গেছে আপনাকে । কারখানারই চাঁপা গাছ থেকে তোলা । বলে গেলো, বুজুবাবুকে দিয়ে দেবেন ।

পেছন থেকে বন্‌সাল্‌জী স্বগতোক্তি করে বললেন, মূর্‌হুর গাছে গাছে এখন কি লাল-উকুনের মতো লাহিপোকার বদলে শুধুই চাঁপা ফুল লাগছে ?

বুজুর খুবই ইচ্ছা হলো যে তখুনি ফুলটিকে তুলে তার গন্ধ নেয় । কিন্তু তার চারদিকে জাবেদা, খতিয়ান, ভাউচার, ক্যাশ বুক, সার সার ডেবিট-ক্রেডিটে বাঁধা-মনের মানুষদের অভিব্যক্তিহীন মুখ । এখানে প্রেমের, সূক্ষ্ম-অনুভূতির কোনো জায়গা নেই । ফুলটিকে আস্তে করে তুলে বুজু পকেটে ভরলো । মনে মনে বললো, আমি মুঙ্গরীকে ভালোবাসি, ভালোবাসবোই । তোমাদের কি সাধ্য আছে তোমরা মিথ্যে করে দেবে আমার এতো বড় ব্যক্তিগত সত্যটিকে ? ব্যবসাদার আর তাঁর মুনাফার হিসাবরক্ষকদের অনুভূতির পরিধি কতটুকু ? এই সব অনাদিকালের পবিত্র অনুভূতির মূল্য যে বুজু যাঁরা খাতা আর ক্যালকুলেটর আর কম্পুটার ছাড়া কিছুমাত্রই বোঝেন না, তাঁদের কাছ থেকে পাবে সেটা আশা করাটাই অন্যায় ।

BanglaBook.org

এমনটি মনে করবার আগে বে-মালুম ভুলে গেলো যে ও নিজেও একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট !

পাণ্ডেজী বললেন, আমার জার্নালটা !

বুজু জার্নালের পাতা খুললো । এন্ট্রিগুলির দিকে চোখ রইলো তার কিন্তু পকেটের চাঁপাফুলটি পকেট থেকে অদৃশ্যভাবে উঠে এসে তার হৃদয়ে ফুটে উঠলো । ম' ম' করে উঠলো পুরো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, সেই পবিত্র প্রেমের বার্তাবাহী বিমল আনন্দর গন্ধে ।

॥ ১১ ॥

বুজু এসেছিলো অ্যাকাউন্টিং-এর রকম বুঝতে। তা যেমন বোঝা হচ্ছে তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই বোঝা হচ্ছে। এক অচেনা অনির্বচনীয়, অদেখা অনাঘ্রাত জগত, ভারতের এক গর্বিত, শরীর-মনে সুন্দর, আদিবাসীদের খুব কাছ থেকে জানতে জানতে নিজেকেও যেন নতুন করে জানা হচ্ছে। এতোদিন ও যা-কিছু জানতো, ওর অধীত বিদ্যার জগত, ওর কাজের জগত, ওর সামাজিক শহুরে জগত, তাকেই ও সমগ্র বলে জানতো। তার বাইরে যে মস্ত এক পৃথিবী আছে, তার খোঁজই রাখেনি ও। ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা যখন বলেছিলো যে, "পৃথিবীটা নিশ্চয়ই চক্রধরপুর শহরের চেয়েও বড় হবে" তখন হাসি পেয়েছিলো বুজুর। এখন দেখছে যে সে নিজেও সানেকা মুণ্ডারই মতো। তার পৃথিবীও কলকাতার টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধিই শুধু বিস্তৃত ছিলো। পুঁটিলেখা ফুল যখন রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তবকে স্তবকে পাপড়ি মেলতে থাকে তেমন করেই বুজুর অনভিজ্ঞ কিন্তু উৎসুক মনও পাপড়ি মেলছে।

সারা ভারতের লাক্ষার ব্যবসা যেহেতু জঙ্গলের জায়গাতেই হয় এবং যেহেতু সব "গাছোয়াল্"ই, মানে, যারা লাহি জন্মায় বা উৎপাদন করে তাদের কারোই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই এবং যেমন গভীর জঙ্গলের মধ্যের গ্রামে গ্রামে তারা থাকে সেখানে ব্যাঙ্কই নেই, তাই সব লেনদেনই নগদেই হয়ে থাকে। কারখানা বা পারচেজিং সেন্টারের মালিকদেরও কোনো উপায় নেই নগদে না কিনে ! নগদে যে না কিনবে সেই কারখানাকে লাহি বিক্রিই করবে না কেউ ! অথচ অত নগদ টাকা ঐরকম জঙ্গলে সব জায়গাতে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে আসাও খুবই বিপজ্জনক। তাই তাঁদেরও বাধ্য হয়ে হুন্ডি কাটতে হয়। সেই হুন্ডি পাইকাররা স্থানীয় কোনো বড় শহরের ব্যবসাদারদের কাছে প্রয়োজনমতো ভাঙিয়ে নিয়ে "গাছোয়াল্"দের টাকা দিয়ে দেয়। টাকাটা যদিও পায় 'গাছোয়াল্'রাই কিন্তু যেহেতু তারা বহু দূর-দূরের গ্রামে থাকে জঙ্গলের গভীরে এবং লেখাপড়া জানে না, এমনকি সই করতেই জানে না ; তাই টাকা-পয়সা ও মালের হিসেব পাইকারেরাই রাখে। "গাছোয়াল" যা দিলো তার বদলে কী পেলো তার একটা মোটামুটি হিসেব শুধু বুঝে নেয়।

বুজু এসে অবধি এটুকু বুঝেছে যে ভারতের অন্যান্য গ্রামীণ কৃষক বা উৎপাদনকারীদেরই মতো, লাভ ; গরিব "গাছোয়াল্"দের হাতে বিশেষ থাকে না। লাভের সিংহভাগই যায় পাইকার এবং অনেকসময় কারখানার মালিকদেরও কাছে। তবে তার বদলে মালিকদের অনেক এবং অনেকরকম ঝুঁকিও নিতে হয়। "আন্ত্রাপ্রেনারদের" ঝুঁকি। ল্যান্ডলেবার ও

BanglaBook.org

ক্যাপিটালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি যেহেতু "আন্ত্রাপ্রেনারে"র লাভও তারই সবচেয়ে বেশি। এই ঝুঁকির বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, রপ্তানির বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর লাক্ষার দামের ওঠা-পড়া। এটা নির্ভর করে পৃথিবীর অন্যান্য লাহি-উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন এবং আমদানিকারী দেশদের সেই সময়ের চাহিদার উপরে। এই তো ক'বছর আগে যখন ইরাক-ইরানে যুদ্ধ লেগে গেলো তখন এই কোম্পানিই প্রায় ডুবতেই বসেছিলো। ডুবেই গেছিলো প্রায়, কারণ রপ্তানি-করা মাল জাহাজে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পরই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। টাকাটা "মার" গেছিলো তখনকার মতো। বাজার দর পড়ে গেছিলো।

ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সময়মতো টাকা না পাওয়া গেলে কাঁচা লাহির দাম সস্তা থাকতে থাকতে কিনতে না পারলে, অন্য প্রতিযোগীরা "আপার্‌হ্যান্ড" পেয়ে যায়। কারখানাতে স্ট্রাইক বা লক-আউট হলে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও মুনাফার হের-ফের হতে পারে। এমনকি ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। প্রচুর ক্ষতি।

তবে "পাইকার"দের অত কিছু ঝুঁকিটুকি নেই। জঙ্গলের হাটে হাটে যখন লাহি ওঠে তখন "গাছোয়াল"দের কাছ থেকে তা নগদে কিনে অথবা "সওদা" করে সেই লাহির "স্যাম্পল্" নিয়ে তারা লাহি কারখানাতে বা পারচেজিং-সেন্টারে গিয়ে উপস্থিত হয়। "স্যাম্পল্" দেখায়। দর ঠিক করে "সওদা" করে। তারপর সওদামতো পারচেজিং-সেন্টার বা কারখানাতে মাল পাঠানোর বন্দোবস্ত করে। এই পাইকাররাও বেশির ভাগই জঙ্গল বা জঙ্গল-পাহাড়ে ঘেরা গ্রামেরই লোক। তবে এদের মধ্যে অনেকে আধা-শহরেও থাকেন।

মুক্তিবাবু আর সিন্নুর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে, বন্দ্‌গাঁও-এ গেছিলো বুজু। লাহি মাটিতে জন্মায়, না গাছে ফলে, না মাটির তলায় হয় তা দেখতে। সত্যিই ভারী অবাক হয়ে গেছে সব দেখে টেখে। লাহি জন্মায় কোনো কোনো গাছের গায়ের একরকমের পোকারই ক্রিয়াকাণ্ড থেকে।

"গাছোয়াল", মানে, গাছের মালিক এবং যে লাক্ষার ফলন করবে সে। সে যখনই পোকা দেখতে পায় গাছে, তখনই যে-ডালে পোকা থাকে, সেই ডালেরই এক চিলতে কেটে নিয়ে সেই গাছেরই অন্য কোনো ডালে 'কলম'-এর মতো করে বেঁধে দেয়। এমনি করেই নানা ডালে। অন্য কোনো গাছে বা যে-গাছের একটি ডালে পোকা হয়েছে সেই জাতেরও অন্য কোনো গাছে 'কলম' লাগালেও চলবে না। যে-গাছে পোকা হয়েছে সেই গাছেরই যে কোনো ডালে লাগাতে হবে 'কলম'। পোকাগুলো উকুনের মতো, পিঁপড়ের চেয়েও ছোট ; লাল-লাল দেখতে।

পাঁড়েজী বলছিলেন, নানারঙের লাহি হয়। এগুলোকে বলে Seed-Lac. Seed-Lac থেকেই Shellac উৎপাদিত হয়। গাছের ঐ

BanglaBook.org

ডালগুলো কেটে কেটে বীজগুলো (Seed-Lac) বিক্রি করে "গাছোয়ালে"রা হাটে হাটে। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফলন হয়। ফলনের উপর দাম নির্ভর করে। ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর ব্যাপার। বেশি ফলনে দাম কমে যায়। কম ফলনে দাম বাড়ে।

বন্দ্‌গাঁওয়ে যার কাছে মুক্তিবাবু এবং সিন্নু নিয়ে গেছিলো বুজুকে, সেই গাছোয়ালের নাম খাড়িয়া। সে খুবই যত্ন করে সব দেখালো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পাতা-ঝরা জঙ্গলের বেড়া-ঘেরা পাহাড়ের কোলে তার ছোট্ট মাটির ঘরের দাওয়ায় নিয়ে বসালো ওদের যত্ন করে। ঐ দাওয়ারই কাছে একটি মহুয়া গাছের নীচে গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে শিকড়ে বসে তার তরুণী পুত্রবধূ তার মাস-ছয়েকের ছেলেকে স্তন্যপান করাচ্ছিলো। ঠিক করাচ্ছিলো না, সুডৌল সুঠাম বুকটি খুলে তরুণী অন্যদিকে চেয়ে বসেছিলো দুঃখী মুখে, আর শিশু স্তন্যপান করে চলেছিলো। মাঝে মাঝে শিশু থামতে, সেই স্তনের মাধুর্য ও চিরন্তন মহিমা যেন হঠাৎ হঠাৎই উদ্ভাসিত হচ্ছিল। জ্যৈষ্ঠ সকালের ঐ রুখু বনের আর পাহাড়ের পটভূমিতে সেই উন্মুক্ত-বক্ষ বনকন্যার শিশুকে স্তন্যপান করানোর মধ্যে কোনোরকম লুকোচাপাই ছিলো না। বড় বড় গাছের ছায়া, মহুয়ার গন্ধ-মাখা হাওয়া, শিমুলের বীজ-ফোটা তুলোর উড়ে যাওয়ার মধ্যে শব্দহীন, কুণ্ঠাহীন, শহুরে শিক্ষার ও প্রাচুর্যের আড়ম্বরহীন ঐ মাতাপুত্রের মূর্তিটি যেন বুজুর চোখে আঁকা হয়ে গেলো। সবকালের, সবযুগের ; সবদেশের মাতা-পুত্রীর ছবি যেন এ ! মেয়েটির চোখে আদৌ কোনো লজ্জা ছিলো না। বুজুর কুটিল শহুরে মন। সে-ই লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

মুক্তিবাবু বলছিলেন, আষাঢ় মাসে কুসুম গাছে যে কলম বাঁধা হয় তা কাটা হয় কার্তিক মাসে। কার্তিক মাসেই কাটে। "কসুম ফুকি" বা "মাঘী ফুকি"। পোকারা আবার গাছে ঢুকে যায়। মাঘ মাসে বা কুসুম গাছে যে কলম লাগানো হয় তা কাটা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাকে বলে "জেঠুয়া"। আষাঢ় মাসে যেটা বাঁধানো হয় কুল গাছে অথবা পলাশ গাছে, সে লাহিটা ওঠে কার্তিক মাসে। কার্তিক মাসে ওঠে, তাই তাকে "কাত্‌কি"ও বলে। অথবা বলে "রঙীন"। সানেকা মুণ্ডা ড্রাইভার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। সে বলল, এই রঙীন লাহি কুল এবং পলাশ গাছ ছাড়া হয় না।

সিন্নু বললো, কাহে তু ফাল্‌তু বক্‌বকাতা হ্যাঁয়। জরুর হোতা হোগা !

মুক্তিবাবু হেসে ফেললেন সিন্নুর কথা শুনে।

বুজু শুধোলো, কী হলো, কে ঠিক ?

"রঙীন" অবশ্যই কুল ও পলাশ গাছ ছাড়াও হয়, যেমন পাঞ্জন্ অথবা লিপ্‌সি গাছে। বাংলায় আপনারা যে-গাছকে পাকুড় বলেন, সে গাছেও হয়। এই রঙীন লাহি পলাশ ফুলের মতো লাল বা লালের বিভিন্ন

শেড্‌স-এ হয়। এই সব গাছেই। কার্তিক মাসে যেটা কুল গাছে লাগানো হয়, মানে কলম করা হয়, তা ওঠে বৈশাখ মাসে। তাই তাকে বলা হয় "বৈশাখী"। এখন বৈশাখীর সময় এসে গেলো। কোথাও কোথাও হাটে "খাদন" ওঠা আরম্ভও হয়ে গেছে।

বুজু শুধোলো, "খাদন"টা কী বস্তু ? আর, এক একটি ফলন হতে কতদিন লাগে ?

তা ধরুন সাত আট মাস। কী বলো সিন্নু ?

মুক্তিবাবু বললেন।

ঠিক।

আর "খাদন" ?

"খাদন" হলো গিয়ে ইমপিউরিটিজ সমেত লাহি। পাটের যেমন "ধল্‌তা", সোনার যেমন "গল্‌তা" লাহির খাদনেরও তেমন "খাদ"।

ও। তা গাছ থেকে পাড়ে কী করে এই লাহি ?

বুজু জিজ্ঞেস করলো।

সব প্রশ্নরই জবাব মুক্তিবাবুর ঠোঁটের গোড়াতে। পটাপট্‌ উত্তর দিতে লাগলেন।

মুক্তিবাবুর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গর পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরে। ছেলে তিনটের একটাও নাকি মানুষ হলো না। এখানে চাকরি করতে এসেছেন বুড়ো বয়সে। পাঁচশো টাকা মায়না। হাত পুড়িয়ে নিজেই রেঁধে খান। ছেলেদের দেখাশুনো করেন বলে ব্রাহ্মণীকে আর বলরামপুর থেকে নিয়ে আসেননি। তাঁর মাইনের প্রায় সবটাই পাঠাতে হয় বলরামপুরে। নইলে তো তারা সেদিকে না খেয়েই থাকবে। নিজে একচড়া রেঁধে খেয়েই কাটিয়ে দেন।

কত মানুষের কতরকম দুঃখ থাকে ! কত্ত রকম দুঃখ ! কোনো মানুষকে দুঃখী দেখলে বুজুর ভারী মন খারাপ করে ; বিশেষ করে, তার নিজের সামর্থ্য যখন অন্য মানুষের দুঃখ লাঘবের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ক'জন মানুষের দুঃখ লাঘব করার ক্ষমতা ও রাখে ? এই কথাটা ভাবলেও মন খারাপ লাগে।

লাহি কেনার সময় এই মুক্তিবাবুই বাবুজীকে সাহায্য করেন বা বাবুজীর অনুপস্থিতিতে সওদা দেখাশোনা করেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লাহি ভালোমতো চেনেন বলেই, এই দায়িত্বের ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত হয়েছে।

মুক্তিবাবু বললেন, লাহি, ফলের মতো গাছ থেকে পাড়ার জিনিস নয়। গাছের ডাল কেটে কেটে বীজগুলো বের করে নেয়। দেখতে গাছের পচা-বাকলের মতো দেখায়। সেগুলোকেই বলে খাদন। হাটে, খাদনের ছোট-খাট পাহাড় নিয়ে বসে একেকজন 'গাছোয়াল্‌'। পাইকারেরা বিভিন্ন হাটে ঘুরে ঘুরে গাছোয়াল্‌দের কাছ থেকে ঐ খাদন কেনে বা সওদাও

BanglaBook.org

করে। ফলন অনুযায়ী গাছোয়ালেরা দাম পায়। যেমন ধরুন এ বছর এখন এ অঞ্চলের হাটে, আট টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। তবে পাইকারেরা যতখানি সম্ভব কম দামেই মাল ওঠায়। ব্যবসার নিয়মই এই। অন্যকে দুখী করেই নিজেকে সুখী করতে হয়।

আট টাকা কী ?

কে জি। সেই খাদন গ্রাম-গ্রামাঞ্চলের হাট থেকে সংগ্রহ করে পাইকারেরা কারখানাতে নিয়ে আসে। অনেক সময় সঙ্গে গাছোয়ালেরাও আসে। মূরহুতে এবং আশেপাশেই তো তিন-চারটি কারখানা ! কারখানাতে এনে ঐ খাদন থেকে লাহি তফাত করে ওজন করা হয়। খাদনের মধ্যের কাঠি, ধুলো, বালি সবই বাদ যায় ওজন থেকে। খাদন থেকে খাদ বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তাকে বলে চৌরী। গড়ে এক কে জি খাদন থেকে পাঁচশ গ্রাম মতো চৌরী বেরোয়। আসলে চৌরীই হলো গিয়ে আপনার Seed-Lac। Seed-Lac গাছে ঝোলে না। এই প্রক্রিয়াতেই তা বের করতে হয়। চৌরীর দাম স্বভাবত বেশি হয় খাদনের চেয়ে।

তা তো হবেই। লাহি কতদিন অবধি ঘরে রাখা যায় ?

তা, বছর-চারেক অবধি রাখা যায় বৈকি ! তারপরই খারাপ হয়ে যেতে থাকে।

সানেকা মুণ্ডা মুক্তিবাবুকে বললো, বাবু, আমি বাবুজীর কাছে শুনেছি যে দার্জিলিং, আসাম আর সিঙ্গাপুরেও লাহি নাকি অড়হর গাছেও হয়।

মুক্তিবাবুকে একটু চিন্তান্বিত দেখালো।

উনি বললেন, বাবুজীই জানবেন। জিগেস করে দেখবো।

জল খেতে চাওয়াতে "গাছোয়াল্" খাড়িয়া জল খাওয়ালো ঝক্‌ঝকে পেতলের গ্লাসে।

মুক্তিবাবু বাংলাতে বললেন, বুঝলেন স্যার, এরা সত্যিই বড় গরিব। নইলে জল চাইলে শহরের মানুষদের মতো শুধুই জল দেয় না ভারতের কোনো জায়গার কোনো গ্রামের মানুষই ! নেহাত নিরুপায় বলেই শুধু জল এনে দিলো আপনাকে।

জল এনেছে কোথা থেকে ? কাছাকাছি তো কুঁয়ো দেখছি না কোথাওই !

সেটাও একটা কথা বটে।

মুক্তিবাবু বললেন।

তারপর সানেকা তাদের মুণ্ডারি ভাষায় জিজ্ঞেস করে বললো, জল প্রায় আধমাইলটাক দূরের নদী থেকে এনেছে, তাও দু'ঘণ্টা কসরৎ করে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে। এ বছর এখনই এমন অবস্থা ; এর পরে যে কী হবে !

গাছোয়ালের সেই তরুণী পুত্রবধূ, বয়স তার বড় জোর সতেরো-আঠারো হবে ; দূরের নিষ্করুণ দিগন্তের দিকে চেয়ে ঝরা-পাতা

BanglaBook.org

ছড়ানো আর গন্ধ-ওড়ানো সকালের হাওয়ার মধ্যে, কোনো বড় শিল্পীর আঁকা ছবিরই মতো স্থির হয়ে বসে তখনও তার সন্তানকে স্তন্য-দান করে যাচ্ছিলো। প্রকৃতিরই চালচিত্রের মতো। বুজুরা চলে গেলেই প্রকৃতি চারধার থেকে ঝুঁকে পড়ে ঐ তরুণী মা এবং তার শিশুর মুখে চেয়ে রইবে। বহুবর্ণ পাতা, খড়কুটো, লাল পাহাড়ী মাটি ঝরবে আর উড়বে, যেমন উড়ছে। হাওয়ার গন্ধ আরও জোর হবে। এমনি করেই লেখা হবে 'গাছোয়াল্' খাড়িয়ার রোজনামচার একটি পাতা।

সানেকা বললো, টেবো-ঘাটে যাবেন নাকি স্যার ? চক্রধরপুর থেকে আসার সময় তো সেদিন সবে আলো ফুটেছিলো। ভালো করে দেখতে তো পাননি।

বুজু বললো, নাঃ থাক। আজ থাক। ইচ্ছে আছে, টেবোতে এসে দিনকতক থাকবো। সেদিন দারুণ লেগেছিলো টেবোর গিরিপথটিকে।

মুক্তিবাবু বললেন, তাহলে চলুন স্যার, হির্‌ণী-ফলস্‌টাই দেখে যাওয়া যাক।

নাঃ থাক। পরে আসবো একদিন।

সানেকা শুধোলো বুজুকে, তব্ ক্যা স্যার ? মূরহুই চলেঁ লওট্‌কে ?

কেন জানে না, বুজুর হঠাৎই মুঙ্গরীর মুখটি মনে পড়ে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেলো।

গাড়িটা যখন বেশ জোরে চলছে তখন হঠাৎই মুক্তিবাবুর কথাটাও মনে পড়ে গেলো বুজুর। বললো, মুক্তিবাবু, আপনি বুঝি কখনও হির্‌ণী ফল্‌স দেখেননি ?

নাঃ।

স্বগতোক্তির মতো বললেন মুক্তিবাবু।

তাতে কি যায় আসে স্যার। কত কিছুই তো দেখিনি। কী-ই বা দেখেছি এ-জন্মে ! ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন। তিন বোনের বিয়ে দিলাম। লাহির পাইকারের কাজ করতাম। দু'চারশ টাকাতে কি আর পাইকারের কাজ করা যায় ! তবু মারা পড়লাম ঐ বিয়ে করেই। বাধ্য হয়েই চাকরি নিলাম গিরিরাজ আগরওয়ালার কাছে, ঐ বলরামপুরে। মাইনে ছিলো চারশো। পাঁচশো টাকা মাইনের লোভে পড়ে এখানে চলে এলাম। কিন্তু দুটি এসটাব্লিশমেন্ট চালাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। খাওয়াই জোটে না ভালো করে।

একটু থেমে উনি বললেন, না, মিথ্যে কথা বলবো না। বলরামপুর ছাড়াও গেছি আমি কিছু কিছু জায়গাতে। ওদিকে ঝাল্‌দা। সমরসিং জযসোয়ালের মস্ত কারখানা ছিলো। নীলকর সাহেবদের নীলকুঠিরই মতো ইংরেজ সাহেবদের "লাহি কুঠি" ছিলো সেখানে। নাম "কুক্‌রী হাউস"। দেখার মতো বাড়ি। এখন বাবুজী নিয়ে নিয়েছেন। আর এ

BanglaBook.org

দিকে, বিহারে দেখেছি বুণ্ডু আর টাটানগর। তারপর "তামাড়" হয়ে "খুঁটি" হয়ে এই "মূরহু"। এই তো আমার জগৎ। বাহান্ন বছর বয়স হলো। মনে করলে কম দেখেছি, আবার মনে করলে অনেকই দেখেছি। আমার চেয়েও কম দেখেছে এমনও তো কত্ত মানুষ আছে আমার দেখা জানারই মধ্যে। জীবনে বলরামপুর থেকে ঝাল্‌দা বা বুণ্ডুতেও আসেনি এমন অনেক মানুষও আছেন বলরামপুরেই! বিশেষ করে মেয়েরা।

এই কথা ক'টি বুজুও মনে মনে প্রায়ই বলে। কিন্তু মুক্তিবাবুর সঙ্গে বুজুর তফাত আছে। বুজুর বয়স কিছুই নয়। ভবিষ্যতে অনেক জায়গাই দেখার সুযোগও হয়তো সে পাবে, সামর্থ্যও হয়তো থাকবে। বুজু আজ এ দিকে এসেছিলো বলে, নইলে গাড়ি করে শুধুই হির্‌ণী-ফল্‌স দেখতে আসার মতো অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা মুক্তিবাবুর হয়তো হবে না এখানে আরও পাঁচ বছর থাকলেও। "না" বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন মুক্তিবাবুর জন্যে দুঃখ হতে লাগলো।

প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের কষ্ট তো থাকেই। বুজুরও আছে। কিন্তু অন্যের কষ্টের কথা মনে হলে, সে কষ্টকে অনুভব করার ক্ষমতা বিধাতা দিয়ে থাকলে, নিজের কষ্টটাকে কোনো কষ্ট বলেই মনে হয় না। হঠাৎই এক-আকাশ উজ্জ্বল শাদা আলোর মধ্যে গাড়ির জানালা দিয়ে-আসা ঝলক ঝলক হাওয়ার মধ্যে বুজুর মনটা কালো হয়ে গেলো। মুক্তিবাবুর মুখের দিকে চাইলো একবার ও।

মুক্তিবাবুর মুখে, কপালে, গভীর সব রেখা পড়েছে। গালেও। দুঃখের সেল্‌ফ্‌-পোর্ট্রেট যেন!

॥ ১২ ॥

ঢিমা মুণ্ডা তো লাহি কারখানাতেই কাজ করে। তার মেয়ে মঞ্জরীও করে। বাপ-বেটিতে মিলে যা হোক কিছু ঘরে আনে। এদিকে তার দাদা ডুইক্যার ওপরে পারিবারিক ক্ষেতি-জমিন দেখার ভার। কতটুকুই বা জমিন! আর দেখবেই বা কি? এ বছরে বলদ দুটোর হাল দেখলে কান্না পায়।

ডুইক্যার বাবা সির্‌কা মুণ্ডা বলে, অনেক পাপ জমেছে রে ডুইক্যা। আমাদের অনেকেই পাপ জমেছে। যে সিংবোঙা আমাদের খাওয়ার, ফল-মূল, লতা-পাতা, শাক, হরিণ, খরগোশ, শুয়োর, নদীর জল, পাহাড়তলির ছায়া সবই দিয়েছিলেন দু হাত ঢেলে, কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি এই পৃথিবীতে, আর সেই পৃথিবীকেই আমরা নিজে হাতে শেষ করে দিলাম। আমাদের কপালে অনেকই দুঃখ রে ডুইক্যা!

এ বছরে গাঁয়ের কুয়োর জল এতোই নীচে নেমে গেছে যে আর

BanglaBook.org

ক'দিনের মধ্যে ভালো বৃষ্টি না হলে শুকিয়েই যাবে কুয়ো। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ় আসার সময় হলো। খাওয়ার জলই থাকবে না, আর চাষবাস!

সকাল আটটা থেকে আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। এখন সকাল এগারোটা। ক্ষেত-জমিনের অবস্থাটা দেখতে এসেছিলো ডুইক্যা। তাজ্না নদী এখান থেকে অনেকই দূরে। সেখান থেকে চাষের জল যে আনবে তারও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া নদীর জলও শুকিয়ে এসেছে। রাত এগারোটা-বারোটা অবধিও হাওয়া তেমন ঠাণ্ডা হয় না। তেমন বেশি গাছও নেই আজকাল তাদের তিরিডি গ্রামেও যে তার ছায়াতে একটু বসে জিরোবে ডুইক্যা। ঠিকাদারের জাত ভাইয়েরা তো সরকারের সব বিভাগের সঙ্গে মিলে মিশে রাঁচি-সিংভূমের জঙ্গল সব শেষই করে দিয়েছে অনেকদিনই হলো। এখন ঠিকাদারদের লোভের লম্বা জিভ এগিয়ে এসেছে গ্রামগুলোকেও ন্যাংটো করে একেবারে ছায়াহীন করতে। ডুইক্যাদের দিশুম্, সকলের দিশুম্কেই মরুভূমি না-বানানো পর্যন্ত ওদের জিভের লালা ঝরবে। এ অঞ্চলের সব গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই গরিব। অসুখ হলে, কী বয়েল মরে গেলে, কী ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক হলে টাকার দরকার তো পড়েই! আর ঠিক তখনই ধুঁকতে-থাকা আহত-বাঘ বা বুড়ো-বয়েলের চারধারের গাছের ডালে ডালে যেমন নির্লজ্জ কুৎসিত শকুনিরা এসে ঘিরে বসে তেমনি করেই এই হরভজন কিংবা অন্য ঠিকাদারেরা এসে গ্রামের মধ্যের পুরোনো আম বা মহুয়া বা চাঁর বা জামুন বা কাঁটাল গাছের দর দেয়। দর শুনে ডুইক্যার মতো অতি স্বল্প সঞ্চয়ের মানুষদের মাথাই ঘুরে যায়। এই বিনা যত্নে বেড়ে-ওঠা এতোদিনের আপাতমূল্যহীন গাছেদের হঠাৎই অন্য চোখে দেখতে পায় তখন ওরা। নিজের সর্বনাশ করে, নিজের সন্তানদের সর্বনাশ করে, নিজেদের পুরো পরিবেশের বিনাশ ঘটিয়ে পুরো ভবিষ্যৎ-এর বিনিময়েই বিক্রি করে দেয় ওরা ওদের বর্তমান। বাস্তু গাছ। মানুষে বাস্তু সাপকেও আদর করে রাখে, তার গায়েও হাত দেয় না, কিন্তু এখন অভাবের তাড়নাতে বহু পুরুষের সাক্ষী, বহু পুরুষকে ছায়া দেওয়া বাস্তু গাছকে পর্যন্ত তুলে দিচ্ছে ওরা 'দিকু' ব্যবসাদারদের কাছে। টাকা আর টাকার লোভ ছুলোয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের পরম সর্বনাশের দিকে।

সরকারী পথের পাশের দুপাশে যেসব গাছ আছে, পুরোনো পুরোনো সব প্রকাণ্ড গাছ ; ভগয়ান্ বিরিসার শত্রু ইংরেজদেরই লাগিয়ে যাওয়া ; শিমুল, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, জ্যাকারাণ্ডা, অ্যাকাসিয়া, নানা জাতের সেই গাছগুলোর গা থেকেও আজকাল টাঙ্গী দিয়ে ছুলে ছুলে বাকল আর কাঠের চাঙ্গড় বের করে, ভাগা বেঁধে মাথায় করে হাটে নিয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিকের গ্রামের মানুষেরাই বিক্রি করার জন্যে। মূরহু বা খুঁটি বা বন্দ্গাঁও-এর ইংরিজি লেখাপড়া-শেখা বাবুরা, মুখিয়ারা,

BanglaBook.org

রাজীব-কংগ্রেসওয়ালারা, কম্যুনিস্টো পার্টির লোক, জনতা পার্টির লোক, এমনকি ঝাড়খণ্ডী নেতারাও সেই কাঠ জ্বালিয়েই চা খাচ্ছে ; খানা পাকাচ্ছে। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ তাদের ইংরিজির তুবড়ি ছুটিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে গাছ কাটা যে কত বড় অন্যায় সে সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ খবর অবশ্য ডুইক্যা জেনেছে দিল্‌ধড়কান্ পাণ্ডে বাবুর কাছ থেকে।

নাঃ। ডুইক্যা তার এক টুকরো ঊষর প্রায়-ফুটি-ফাটা হয়ে আসা ছায়াহীন জমির উপরে দাঁড়িয়ে আগুনের হল্‌কার মতো হাওয়াটার সঙ্গে তার দুটি চোখের সব আর্দ্রতা দিয়ে মোকাবিলা করতে করতে তুঁতে রঙের আকাশে চেয়ে মনে মনে বলছিলো, হায় দেবতা হারাম্ ! তুমি কি এই গর্বিত সুন্দর মুণ্ডা আর মুণ্ডাইন্‌দের এই জন্যেই সৃষ্টি করেছিলে ? এনেছিলে এই পৃথিবীতে ?

একটু দূরেই খুঁটিতে যাওয়ার পিচের পথ। আগুনের মতো হল্‌কা উঠছে তা থেকে। বড়্‌জুর মিশানে যাওয়ার লাল মাটির পথটি যেখানে এসে পিচের রাস্তায় মিশেছে সেখানে দুটি বড় বড় গাছ আছে এখনও। ঠিক সেই মোড়েরই অসমান জমির উপরে কতগুলো বড় বড় পাথরও ছিলো। কালো। দিন সাতেক আগেও ছিলো। স্পষ্টই মনে আছে ডুইক্যার। ঠিকাদারেরা সেই পাথরগুলোকেও ব্লাস্টিং করে টুকরো করে ভেঙে নিয়ে জমি সমান করে দিয়ে চলে গেছে। স্টোনচিপ্‌স বানাবে। প্রকৃতির আর কোনোই বৈশিষ্ট্য থাকবে না কিছুদিন বাদে। পাহাড়গুলোও বোধহয় এমনি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চারদিকে হৈ ! হৈ ! রৈ ! রৈ ! করে কর্মযজ্ঞ চলছে। এই কর্মযজ্ঞ কিসের জন্যে তা ডুইক্যা বোঝে না। হাজার হাজার বাড়ি উঠছে। নদীর বালি আর পাথর, জঙ্গলের পাথর, মাঠের পাথর, পাহাড়ের ছোটবড় সব গাছ প্রত্যেকেরই প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে এই যজ্ঞে।

ডুইক্যা মুণ্ডা ভাবে, আসলে, এখন আর কারো দু'দণ্ড বসে এ সব কথা ভাবারই সময় নেই। দৌড়চ্ছে সবাই-ই। একজন যেদিকে দৌড়চ্ছে সকলেই সেইদিকেই দৌড়চ্ছে। কেউ থেমে দাঁড়িয়ে সামনের বা পেছনের জনকেও শুধোচ্ছে না যে কেন দৌড়চ্ছে তারা ? কিসের খোঁজে ?

ডুইক্যা পায়ে পায়ে হেঁটে বুড়্‌জুর মিশানের দিকের রাস্তার মোড়েই এসে দাঁড়ালো। মোড়ের মাথায় একটি মস্ত চাঁর গাছ। সেই গাছতলায় তিনজন মুণ্ডাইন্ হাঁড়িতে হাঁড়িয়া বিক্রি করছে।

ঐ খাঁ-খাঁ গরমে তেষ্টা পেলো ডুইক্যার। অবশ্য হাঁড়িয়া দেখলেই পায়। এক পয়সাও নিজস্ব রোজগার নেই। ঢিমা আর মুঙ্গরী যে চব্বিশটি টাকা আনে দিনশেষে তাই এখন তাদের পুরো পরিবারের রোজগার বলতে গেলে। কিন্তু হাঁড়িয়া দেখে ডুইক্যা তার বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে

BanglaBook.org

চিরদিনই। গুটি গুটি হেঁটে গিয়ে বসলো সে চাঁর গাছের ছায়ায়। দেখলো যে, এই এলাকার চৌকিদার ভোঁঞ্জও এসে বসেছে। তার ঝিং-চ্যাক্ সাইকেলটা শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে, শালপাতার দোনা করে হাঁড়িয়া খাচ্ছে সে। সবশুদ্ধু প্রায় জনা-দশ-পনেরোজন মেয়ে-মরদ। চারিত, ইষ্ঠে, পোক্‌লা, টাংলাটোলি, অনিগ্‌রা এই সব গ্রামের মানুষ। হাস্‌সা আর তিরিডিরও একজন করে আছে। আকাশে যতই আগুন থাক, এখানে ছায়া আছে।

ডুইক্যাকে দেখে চৌকিদার ভোঁঞ্জ বললো, এসো এসো, বস্‌সো ডুইক্যা দাদা। তোমার ঢিমা ভাইয়ের মেয়ে মুঙ্গরীটা ভারী ডাগর হয়েছে হে। আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে নাকি ?

ডুইক্যা কথা ঘুরিয়ে বললো, সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। তবে জানো তো চৌকিদার সাহেব, আজকালকার মেয়ে। নিজের পছন্দটাই তো আগে।

ওর নিজের পছন্দের কেউ আছে নাকি ?

হাঁড়িয়া বিক্রি করছিলো বুদ্‌নি আর ফুলমণি। তারা একই সঙ্গে হেসে উঠে বললো, হায় ! হায় ! মাত্র একজন ? কেন ? তোমার নিজের সে বয়সের কথা বুঝি মনে নেই চৌকিদার ? তোমাদের মনেও কি শুধু একজনই ছিলো ?

মুহূর্তের মধ্যে কী যেন কথা চালাচালি হলো চৌকিদার আর ফুলমণির মধ্যে চোখে চোখে।

চৌকিদার অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছিলো। নেশা বেশ চড়েছে। ভ্যাব্‌লার মতো হেসে বললো, থাকবে না কেন ? মনে থাকে। থাকে হেঃ হেঃ। হেঃ। হেঃ হেঃ হেঃ।

ক্রমশ জোর-হওয়া ঝড়ের মতো, আগুনের ঝলকের মতো হাওয়াটা দমকে দমকে ধুলো আর শুকনো ফুল-পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসছে। এই হাওয়া জুন মাসে প্রতিবছরই বয় কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষে এমন অবস্থা বহু বছরই হয়নি।

সব উল্টে পাল্টে গেলো হে ডুইক্যা। নিয়ম কানুন সবই উল্টে পাল্টে গেলো। খরার সময় বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির সময় খরা। শীতের সময় গরম, গরমের সময় ঠাণ্ডা। খরা চলবে বর্ষাকাল পর্যন্ত। তারপর বর্ষা যখন নামবে তখন সব ভাসিয়ে দিতে থাকবে শরতের শেষ অবধি। গতবার তাজ্‌না নদীতে কতবার বান এসেছিলো মনে নেই ?

টাংলাটোলির মংলু বললো, মানুষের লোভ যে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বনের মানুষ আমরা, বন নাই, শিকার নাই, বনের ফসল নাই, বৃষ্টি নাই, ছেলেমেয়েরা লাল-নীল পেন্টুলুন পরে শহরে-শহরে বাবু আর কুলি-কামিন হয়ে গেছে। শহরের বাবুদের মতো "সব চাই"-এর লোভ

BanglaBook.org

জেগেছে মনে। "গোম্‌কে" তো আমাদের এই জীবনের জন্যে তৈরি করেননি। পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি! "খুম্বুরু-জম্বুরী"-র দাম দিতে হবে না?

এমন সময় মংলুর ছোট বোন উস্‌কির স্বামী, চাটান্‌কে আসতে দেখা গেলো খুঁটির দিক থেকে। এঁকে বেঁকে সাপের মতো আসছে যেন। যদিও হেঁটেই আসছে।

চৌকিদার ভোঁঞ্জ বললো, ঐ যে আসছে নবাব। যাই বলো, জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিলো তোমার ভগ্নীপোত্। কারো পরোয়াই করলো না। কী বলো মংলু?

পুরো জীবনটা এখনও কাটেনি। পুরোটাই বেশ কাটায়, না তার জীবনের ধারে নিজেরই কেটে যায়, দেখা যে বাকি আছে এখনও। ফুলমণি বললো।

মংলু বললো, চাটান্‌টা অমন সাপের মতো এঁকে বেঁকে হাঁটে কেন বলে তো?

অন্যরা হেসে উঠলো ওর কথায়।

ইচ্ছে হলেই খোলস ছাড়া যায় যে! ছেলে চালাক আছে খুব। ডুইক্যা বললো।

মংলুর মনটা খারাপ হয়ে গেলো ছোট বোন উস্‌কির কথা ভেবে। বোনটা আজকাল তাজ্‌না শেল্যাক্ কোম্পানিতে কাজ করে। বোন কাজ করে আর ভগ্নীপোত্ গান গেয়ে গেয়ে, নেশা করে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। দশটা গাঁয়ের লোকের তাচ্ছিল্যের পাত্র সে। আবার ভয়ের পাত্রও বটে। ও করতে পারে না এমন কাজ নেই। কিন্তু কিছুই করে না।

চাটান্ কাছে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে একটি ভঙ্গি করে বোঝালো যে, সেও হাঁড়িয়া চায়। বসতে চায়; হাঁড়িয়া খেতে চায়।

ওকে সকলে ঠেলে ঠুলে বসে শাল কাঠের বেঞ্চে জায়গা করে দিলো। কেউ কেউ জমিতেও বসেছিলো দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে।

ফুলমণি হেসে বললো, যে না চায়, তাকেও আমরা দিই। বসো বসো। তা চললেটা কোথায় চাটান্? শ্বশুরঘর?

চাটানের মুখে চোখে এমন এক স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব আছে যে শত নেশাগ্রস্ততাতেও সেই মুখ কখনও কুটিল বা নিষ্ঠুর বা কামুক ভাবের হয়ে ওঠে না। তাই ও বেকার হলেও মেয়ে-মরদ সকলেই ওকে পছন্দ করে। মেয়েরা তো বিশেষই করে। মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দর কথা জানা অবশ্য ভারী মুশকিল। ডুইক্যা ভাবে। দুঃখের কথা চাটান্-এর বউ উস্‌কির সঙ্গেই চাটান্-এর কোনোদিনই বনলো না।

মুখে মুখে গান লেখে চাটান্ আর হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা বলে। এমন সব কথা, যে কথা এই অঞ্চলের দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলোর মনে

BanglaBook.org

নানা রঙের ফুলঝুরি ফোটায়। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আবর্ত তোলে। চাটান্ তাদের হাসায়, আশা দেয় নানারকমের। চাটান্‌কে একবার কাছে পেলে তাই কেউই ছাড়তে চায় না। আর উসকি সে সব শুনে বলে, ও তো একটা ভাঁড়। বিদূষক ! ওর মতো ছ্যাবলা, বেশি-কথা-বলা, সকলের সঙ্গে মেশা মানুষ ; আমি কোনোদিনও বিয়ে করতে চাইনি।

উস্‌কির বড় ভাই মংলুকে দেখতে পেয়েই প্রণাম করে চাটান্। সবসময়ই কী যেন এক ঘোরের মধ্যে থাকে মানুষটা। তাই ও কখনওই ওর চারধারে বা অন্যদের দিকে নজর রাখে না। নিজের মধ্যেই কাকে যেন ও খুঁজে বেড়ায় সবসময়। সেই "তাকে" যে সে নিজে পরিষ্কার করে চেনে এমনও নয়। চিনবেই যদি, তাহলে আর এতোবার এতোরকম করে খোঁজা কেন ? বার বার হারানোই বা কেন ? চাটান্-এর বুকের মধ্যের কথাগুলির টানাপোড়েন চাটান্‌ই শুধু জানে। তবে লোকটার ঝগড়া নেই কারো সঙ্গেই। নিন্দামন্দ, অপমান, অসম্মান, এমনকি প্রশংসাও চাটান্‌কে ছুঁতে পারে না। চাটান্ বড় ভালোবাসে তার দেশ এই ছোটানাগাপুরাকে। যখনি এ অঞ্চলের কোনো গাঁয়ের কোনো মেয়ে বিয়ে করে দূরের বড় গঞ্জে বা শহরে চলে যায় ভালো থাকবে, ভালো খাবে বলে, তা জানতে পেলে তখনই চাটান্ স্বগতোক্তির মতো গান গায় তার সুরেলা গলায় ;

"হাতুগো লিদিলিদিরে
হাতুগোম্ বাগেজাদা
দিশুম্‌গো লায়া কোয়ারে
দিশুম্‌গো রারা জাদা।"

মানেটা হলো, সুন্দর এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস মেয়ে ; এই গ্রাম, এতো সুন্দর দিশুম্, তুই আর কোথায় পাবি ?

"মোদেকিয়া সিন্দূরীতে
হাতুগোম্ বাগেজাদা
বারে থারি সাসান্‌তে
দিশুম্‌গো রারা জাদা।"

মানে, এক-ভাগা সিঁদুর আর দু-ভাগা হলুদের জন্যে, যা তোর বর তোকে পরাবে, তারই জন্যে তুই এই সুন্দর গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস ?

চাটান্-এর চোখে সবই সুন্দর, গ্রাম সুন্দর, গ্রামের গাছ-পালা, মেয়ে-মরদ সব। মুখে যদিও বলে অনেকেই কথা। সেদিন যেমন সির্‌কা মুণ্ডাকে বললো। তার সহবৎ-এও কোনো খুঁত নেই। যে-মানুষের পয়সা নেই, চাল নেই, চুলো নেই, সেই মানুষের সহবৎ যে মস্ত বড় মূলধন। আবার সহবৎই যার নেই, তার পয়সা বা চাল-চুলো থেকেও কিছুমাত্রই নেই।

উস্‌কি কেমন আছে ?

BanglaBook.org

ফিস্‌ফিস্‌ করে শুধোলো মংলু চাটান্‌কে। চাটান্‌-এর সঙ্গে উস্‌কির সম্পর্ক যে স্বাভাবিক নয় তা এই অঞ্চলের সকলেই জানে। এরা দুজনেই পাগল। কখনও কখনও সেই পাগলামি জোরদার হয়। তখন গ্রামের লোকেদেরও সমূহ বিপদ। তবে এর পাগলামির ধরনটা অন্য। চাটান্‌ অন্যরকম। ভাবুক, কবি, স্বপ্ন-দেখা মানুষ। আগুনের উপর হেঁটে গেলেও তার পা পোড়ে না অথচ কখনও কখনও তুলোর উপর পা রাখলেও কাঁটা ফোটে। ভোরের মিষ্টি বাতাসেও তার গায়ে ফোস্কা পড়ে!

চাটান্‌ বললো, ভালো। বললো, অন্যমনস্কভাবে।

আসে না কেন? টাংলাটোলিতে?

মংলু শুধোলো।

জানি না। জিগেস করবো। তোমরাও দেখা হলে জিগগেস করতে পারো।

তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কি? রাতেও?

মংলু মুণ্ডা একটু অবাক হয়েই বললো। ভাবলো, এ কেমন স্বামী-স্ত্রী!

হয় না, আবার হয়ও। তবে কথা কখনওই হয় না।

কেন?

আমাকে ও চলে যেতে বলেছিলো ঘর ছেড়ে। চলেও এসেছি তাই।

সে কি? কবে?

এইতো ক'দিন হলো।

তা এখন থাকছো কোথায়?

মাঠে ঘাটে। হাটের চালাঘরের নীচে।

তোমাকে ও ভালোবাসে।

মংলু বললো, দাদাসুলভ গাম্ভীর্য দেখিয়ে।

চাটান্‌ বললো, সে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেই কোনোদিন ভালোবাসেনি। নিজেকে, নিজের ঘরকে, নিজের ফুলগাছকে, নিজের গরুকে। আমার চেয়ে, তার দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটার দাম অনেকই বেশি ছিলো চিরদিনই তার কাছে।

তুমি কি খাও?

খাই না। মা মরার পর থেকে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে।

ভোঁঙ্গ বললো, বউ বললো চলে যেতে, আর তুমি বাড়ি ছেড়ে, চলে এলে! বউকেই তাড়ালে না কেন? বাড়ি তো তোমার!

চাটান্‌ কী একটু ভাবলো। তারপর হেসে বললো, ও ওর বাড়ি-ঘরকে খুবই ভালোবাসে। ওর খুবই দুঃখ হতো ওবাড়ি ছাড়তে। তাছাড়া ও বলে, আমি তো মরদই নই।

কথাটা বলেছে বলে, চাটান্‌ লজ্জিত হলো।

ফুলমণি আর বুদ্‌নি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো চাটানের কথা শুনে।

BanglaBook.org

বললো, অন্য মেয়েরাও কি তাই বলে ?

অন্য মেয়েদের কথা হচ্ছে না। উস্‌কি আমাকে মরদ বলে মনে করে না। নি-মরদ বলে।

এবারে ফিচ্‌কে শেয়ালের মতো ফ্যাসস্ শব্দ করে ভোঁঞ্জ হেসে উঠলো। বললো, তুমি মেনে নিলে এই বে-ইজ্জতি ? তারপরও আর বেঁচে থেকে লাভ কি ?

প্রমাণ দেবার সুযোগই তো পেলাম না। মরদ না নি-মরদ। প্রমাণটা তো তাকেই দিতে হবে। অন্যকে দিয়ে লাভ কি ?

নিরুপায় হয়ে চাটান্ বললো।

এবারে চাটানের কথাতে সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

বিরক্ত ও বিড়ম্বিত মংলু তাড়াতাড়ি বললো, তা এসব কি হাটে বসে আলোচনা করার বিষয় চাটান্ ?

যার ঘরই নাই, হাটই তো তার ঘর। হাটে আর ঘরে তার তফাতটা কি ?

তা কথাটা তো সত্যিই যে উস্‌কির কোলে ছেলে এলো না এতোদিনেও। বছর পাঁচেক তো বটেই !

ফুলমণি বললো।

তা আমি কি করবো ! দোষ আমার নয়। বিশ্বাস না হয় তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাও।

চাটান্ বললো মুখ নীচু করে।

ঠিক সেই সময়ই বুড়্‌জুর মিশান থেকে ধুলো-উড়িয়ে গাড়ি এলো একটা। গাড়িটা মোড়ে থামলো। গোমেজ নামলো। ধুলো-উড়িয়ে মিশানের গাড়ি খুঁটির দিকে চলে গেলো। সাদা মারুতি জিপ্‌সি একটা। বুড়্‌জুর মিশান, জার্মান মিশান। লুথেরান। এসব অঞ্চল তো একসময় পরম পণ্ডিত জার্মান ফাদার হফ্‌ফ্‌ম্যানেরই এলাকা ছিলো।

ভোঁঞ্জ বললো, কী গোমেজ ? হবে নাকি একটু ?

রতনলালের বাস ধরতে হবে। হাতে সময় নেই।

পুরো তৈরি-হয়ে যাওয়া চৌকিদার ভোঁঞ্জ বললো, যার হাতে এক দোনা হাঁড়িয়া গেলার সময়ও নেই তার হাতে সব থেকেও কিছুই নেই। তার বাঁচারও কোনো মানেই নেই। এ দুনিয়াতে সময় হচ্ছে সবচেয়ে দামী। বুঝলে গোমেজ। এসো এসো। বসো। দাও তো ফুলমণি ! ওর দু'হাত ভরে শাল দোনা দাও।

কতক্ষণ বসেছো চৌকিদার সাহেব ?

তা-আ-আ অনেকক্ষণ ! ঘড়ি তো দেখিনি। এই ভারতবর্ষের একটা টুকরোর ভার আমার উপরে। বুঝেছো গোমেজ। বুঝলে কি ? মাথার উপরে সিঙবোঙা, তার নীচে রাজীব গান্ধী আর তারই ঠিক নীচে আমি।

আমার দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে ঠাট্টা কোরো না কখনও। আমি বলেই এই গুরুভার বয়েও এখনও বেঁচে আছি।

চৌকিদার সাহেব, তুমি সাইকেল চালিয়ে যেতে পারবে তো থানায় ? ডুইক্যা শুধোলো।

আজ থানায় আর যাবো না। গেলে, কেলো করবো। দারোগাটা তো একটা হারামজাদা।

তবে ? এখন আর যাবে কোথায় ? বাড়িতে ?

বাড়িতে তো যেতে হবেই। মংলু বললো। পারবে তো ? সাইকেল চালিয়ে ?

তা পারবো। মানে, পারতে হবেই। বাঘ কি গুহায় না ফিরে পারে ?

তবু একবার টেরাই নিয়ে দেখলে পারতে চৌকিদার সাহেব। কোথায় এই আগুন-দুপুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে পথের উপরে মোরগা লড়াই-এর ছুরি-খাওয়া মোরগার মতো। সেটা কি ভালো হবে ?

ভোঁঞ্জ বললো, কথাটা মন্দ বলেনি ডুইক্যা। একটু টেরাই দিয়ে দেখলে হয়। বলেই, খাকি প্যান্টের উপরের কোমরের বেল্টটাকে একবার টাইট করে বেঁধে নিয়ে এক-ঝট্‌কাতে সাইকেলে উঠতে গিয়েই ধাঁই করে পড়লো ওদের সামনেই। সাইকেলের বেলটা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো। প্যান্টের বেল্টটা খুলে গেলো।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো। চৌকিদার ভোঁঞ্জ নিজেও।

ডুইক্যার ভালো লাগলো ব্যাপারটা। যে নিজেকে নিয়ে নিজে রসিকতা করতে পারে না, সে পুরোপুরি মানুষই হয়নি।

ডুইক্যা বললো, এখন হাসছো চৌকিদার সাহেব। বাড়ি গেলে দেবে তোমাকে মুণ্ডাইন্।

যা বলেছো। সেই তো হলো আমার জমাদার সাহেব। সত্যিই ভয় পাও আর না পাও, বৌকে যে ভয় পাও, সেটা দেখানো ভালো। আমি তো স্রিফ্ চৌকিদারই ! বৌকে ভয় পেও। সংসারে শান্তি থাকবে।

আর একটু দেবো নাকি ?

ফুলমণি বললো।

না, না। এবারে যেতে হবেই। দেখি, টেরাই করে আরেকবার।

বলেই, আরেক ঝট্‌কা-মেরে সাইকেলে চেপে বসলো চৌকিদার সাহেব এবারে। গোল করে একটা চক্করও কাটলো চাঁর গাছটাকে এবং শালের তক্তা এবং জমিতে বসে-থাকা সবাইকে ঘিরে। তারপর বাঁ হাত নেড়ে 'টা টা' করে দিলো সবাইকে। তারপর সবাইকে সন্ত্রস্ত করে সাইকেলের প্যাডল্ চালু করলো। হাঁড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে গান ধরলো মুখে

"এক দো তিন্ চার পাঁচ, ছয় সাত আট নয়
দশ ইগারা বারা তেরা,

BanglaBook.org

তেরা করু, দিন্ গিন্ গিন্ ইন্তেজার··· ।"

গান গাইতে গাইতে গানের সুরের সঙ্গে তাল রেখে সাইকেলের হ্যান্ডেল ঘুরোতে ঘুরোতে খুঁটির দিকের পথে চলে গেলো চৌকিদার ভোঁঞ্জ প্যান্ট-ছল্‌ছল্ সাইকেল-টল্‌টল্ করতে করতে।

চৌকিদার চলে গেলে, চললে কোথায় এই ভরদুপুরে ?

মংলু শুধোলো গোমেজকে।

আমাদের আবার ভরদুপুর কী ! কাজ পড়লেই যেতে হয় আমাদের। এখান থেকে সোজা যাবো চক্রধরপুর। ফেরবার সময় টেবোতে নেমে যাবো। কাল সকালে টেবো থেকে বন্দ্‌গাঁওতে এসে তারপর ফিরবো বিকেলের বাস ধরে মূরহুতে।

ডুইক্যা বললো, তোমরা তাও বেঁচে গেলে মিশান ছিলো বলে। পেটে তো না খেয়ে মরবে না আর ! এবারে যা অবস্থা, তাতে তো দেখছি ছেলে-মেয়ে, কাঁড়া-বয়েল বলদ-মুরগী নিয়ে সব না খেয়েই মরতে হবে। গ্রামকে গ্রাম উজোড় হয়ে যাবে।

কেউই মরবে না। চাটান্ বললো।

খুব নেশা হয়েছে বুঝি ! এতো অল্পতেই ?

ফুলমণি শুধোলো।

না। নেশা হয়নি। ক্ষেত-জমিনে 'হারাম্' আর কিছুই রাখেননি আমাদের জন্যে। তবে মরবো না আমরা কেউই ! বরং আমাদের সুদিন আসছে খুবই সুদিন।

সুদিন ?

চারধারের হু-হু হাওয়া-বওয়া রুখু শুকনো বৃক্ষহীন তৃণহীন প্রকৃতির সর্বনাশা চেহারার দিকে চেয়ে চাটান্ মুণ্ডার "সুদিন"-এর কথাতে আতঙ্কিত হলো ওরা সকলেই।

পশ্চিমের মাহাড়াওড়া পাহাড়, পুবের গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড়, এদের সকলকেই যেন কেমন রোঁয়া-ওঠা তীর-খাওয়া মৃত-প্রায় থেবড়ে-বসা রোমহীন মাদী-শম্বরের মতো দেখাচ্ছে। তাই এরই মধ্যে চাটান্-এর মুখ-নিঃসৃত "সুদিন" কথাটা বড়ই ঠাট্টার মতো শোনালো। গাছে গাছে এখন "মায়না", "সুগা", "সাল্লু-মায়না", "রিচ্চি", "ঢোঁয়সা", "তোয়াও" সব পাখিরাই শুকনো-ঠোঁটে পাতার আড়ালে ধুক্‌পুক্-বুকে বসে আছে। ওদের সরু সরু গলার শিরাগুলো উঠছে-নামছে। গাছের নিচে পুটুসের ঝাড়ের মধ্যে অন্ধকার খুঁজে অতি বাচাল ঢেঁচুয়া পাখিরাও স্তব্ধ হয়ে আছে। ওদের ছাই-রঙা পিঠ আর হালকা ছাইরঙা বুকে ভয় লেগেছে। গ্রীষ্মের ভয়। খরার ভয়।

ডুইক্যা মুণ্ডা দু'হাতে ধরে দোনাটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে পায়ের কাছে দোনাটা ফেলে রাগের স্বরে বরে বললো, কিসের সুদিন ?

BanglaBook.org

মংলু, ডুইক্যার এই রাগের দিকে চেয়ে রইলো। ভালো হোক মন্দ হোক, চাটান্ তো তার ভগ্নীপতি। এখনও।

চাটান্ তার ছাই-রঙা দেহাতি খদ্দরের মোটা এবং ছেঁড়া জামাটার ডান পকেটে হাত চালিয়ে এক মুঠো ধুলো বের করলো। বের করে, যারা সেখানে ছিলো, তাদের প্রত্যেকের হাতের তেলোতে একটু একটু করে করে ঢেলে দিলো।

সকলেই হাতের তেলো খুলে অবাক হয়ে গেলো। ধুলোর মধ্যে সোনার কুচি। ঝিক্‌মিক্ করছে।

কী হলো? কেমন হলো? কোথায় পেলে চাটান্?

সক্কলে চাটান্‌কে ঘিরে ধরলো।

ঐ গরমে তার মুখের কাছে ঝুঁকে-পড়া ভিড়ে ভিড়ে চাটান্-এর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

কে দিলো? বল্ চাটান্?

গোমেজ বললো।

উত্তেজিত গলায় বললো চাটান্, আমাদের "গোম্‌কে" দিয়েছেন। সিঙবোঙা। তোদের যীশু দেয়নি।

এসব কি খারাপ কথা!

ডুইক্যা মুণ্ডা বললো।

যে যীশু, সেই তো হারাম্। তাহলে এ সব ফালতু কথা বলা কেন?

বেশ! তাই! ফিরিয়ে নিলাম কথা।

ফুলমণি বললো, এবার সত্যি করে বল তো চাটান্ কে দিয়েছে? কে রে? নদী? তাজ্‌না?

চাটান্ বললো, ফুলমণিকে, একটু খৈনি দে।

ফুলমণি বললো, হুঁকো খাবি?

দুস্‌স্। হুঁকো তো মেয়েরা খায়।

মংলু ট্যাঁক থেকে খুলে একটু খৈনি দিলো চাটান্‌কে।

তামাকটা মুখে পুরে চাটান্ বললো, নদী দেয়নি।

তাজ্‌না নয় তো অন্য নদী? সঞ্জয়?

না। নদী দেয়নি।

তবে? পাহাড়?

মাথা নোয়ালো চাটান্।

কোন্ পাহাড়? বলতে হবে।

বলবো না।

বলবি না?

না।

বলেই, চাটান্ উঠে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললো, সব পাহাড়ে খোঁজ তোরা। সব পাহাড়তলিতে খোঁজ। তাজ্না নদীতে খোঁজ। ঝির্পানিতে খোঁজ। সঞ্জয়তে খোঁজ। বান্দে, সুরুন্দা, গোড়াটুলী, ঢুরুরী, যাত্তেবিন্দা, কুর্কি, সিয়াংকেল্, লদাম্কেল, গুলু, কুলুডা, হেসাডি, ডোম্বারি, বাণ্ডি, কুন্দ্রূবুটু, টেবো সব জায়গায় খোঁজ লাগা। নয়তো···

ওরা সমস্বরে বললো, নয়তো ?

নয়তো আমাকে বোঙাজ্ঞানে পুজো কর্। পুজোতে খুশি হলে বাত্লে দেবো তোদের কাউকে। হিঃ হিঃ।

মন্ত্রমুগ্ধ, চিন্তিত, লোভাতুর অতজন মেয়ে-মরদকে, তার মধ্যে তার স্ত্রীর দাদা মংলুও ছিলো ; দলবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে চাটান্ ঐ রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে নিজের মনে গান গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে মিলিয়ে যেতে লাগলো দূরের খুঁটির পথে।

চাটান্ই জানে, চাটান্ কোথায় যাবে কোথায় রাত কাটাবে।

॥ ১৩ ॥

আজ মুঙ্গরীর মনটা ভালো নেই। মাঝে মাঝেই ওর এরকম হয়। তখন কিছুই আর ভালো লাগে না। নিজেকে নিজেই শুধোয়, কেন এসেছিলো এ পৃথিবীতে ? কি করার ছিলো কাজ ? সে কাজ যে কী, যখন তা জানবে এবং তা করা শেষ হয়েও যাবে তখনও এখানে থেকে কি হবে ?

তার আজ্জা সির্কা মুণ্ডা দাওয়াতে বসে বিড়ি খাচ্ছিলো। এখন বাড়িতে কেউই নেই। সবাই গেছে গাঁয়ের এক বাড়িতে চাট্টিকিয়ার নেমন্তন্ন খেতে। ওদের এই বাচ্চা হওয়ার পর চাট্টিকিয়ার নেমন্তন্ন বা কারো মৃত্যু হলে তার ছায়া বাড়িতে নিয়ে আসা এসব কিছুরই মানে বুঝতে পারে না মুঙ্গরী। কোনোদিন কেউ তাকে বুঝিয়ে বলেওনি। ভাব দেখে মনে হয়, সকলেই সব জানে। পুতুলের মতো এই সব নিয়ম-প্রথা, রীতি-নীতি মেনে যায়। অথচ মুঙ্গরীর সন্দেহ আছে যে, অনেকেই সত্যিই এসবের মানে জানে না ! আসলে, অনেকেরই মনে এই সব প্রশ্নই জাগে না। সব কিছুকেই তারা মেনে নেয়, গভীরে গিয়ে এই সব রীতি-নীতি উৎসব-অনুষ্ঠানের মূলে যে কি আছে তা জানতেও চায় না। গ্রহণযোগ্য কি-না এসব, তাও ভেবে দেখে না। যুগ-যুগ ধরে করে আসছে বাবা-মা-দিদিমা, তাই করে।

মুঙ্গরী শুধোলো, আজ্জা, চাট্টি কেন করে বাচ্চা হওয়ার পর ? কেউ মরে গেলেও-বা তার ছায়াকে কেন বাড়িতে বয়ে নিয়ে এসে রাখে ?

সির্কা মুণ্ডা, নাতনিকে কাছে ডেকে বললো, আয়। আমার কাছে এসে

বোস্।

এদের বাড়ির পেছনের শিমুল গাছটাতে নতুন পাতা এসেছে। ফুল ঝরে গেছে সব কবে। তার সটান চেহারার পাতা-ভরা শরীরে চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে। পাখি ডাকছে চন্দ্রালোকিত টাঁড়ের এদিক ওদিক থেকে। এই রাতপাখিরা দিনে কোথায় থাকে, কে জানে!

সির্‌কা বললো, আমাদের এই জীবন দুদিনের। "নে জনম্ বার্‌সিং নাগেন্"। মৃত্যুর পরই শরীরে পচন ধরতে শুরু করে। কয়েক ঘণ্টা পরেই "সাসান্"-এ নিয়ে গিয়ে সেই দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। আগুন জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে, তাকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়। সে চলে যায় কিন্তু তার আত্মা, "জী" থেকে যায়। 'রোয়া' থেকে যায়; যার মৃত্যু নেই। আগুনের পর্দা ভেদ করতে হয় মুণ্ডাদের প্রতি পদে। জন্মের পর, মুণ্ডা হয়ে ওঠার সময়ে; বিয়ের সময়, মৃত্যুর পরে ঐ আগুনের পর্দা পেরিয়ে অদৃশ্যলোকে চলে যাবার সময়ও। মৃতকে "সাসান্‌ডিরি"তে শুইয়ে রেখে তার ছায়া নিয়ে আসি আমরা। তারই বাড়ির পাশে ছোট্ট চালাঘর বানিয়ে তাকে আমরা থাকতে দিই। মানে, তার ছায়াকে। তারপর সেই চালাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে তার নাম ধরে তিনবার ডেকে বলি, "পালাও! পালাও! তোমার ঘরে আগুন লেগেছে।"

'রোয়া'রও যেন শরীর আছে এমনভাবেই আমরা দেখি তাকে। মনে করি, তার খিদে আছে, তৃষ্ণা আছে, তাই তাকে খাবার দিই, জল দিই, হাঁড়িয়া দিই। ছায়াকে নিয়ে আসার পর বাড়ি ফিরে তার খাবার ও জল যাতে মজুত থাকে তা দেখি আমরা। এই ছায়া, "উম্বুল", তার পর থেকে সেই পরিবারেই একজন হয়ে থেকে যায়। "বোঙ্গা" হয়ে যায় সে। "ওরা-বোঙ্গা"। তাকে, মানে, তার আত্মাকে, আমরা আছে বলে অনুভব করতে পারি কিন্তু চোখে দেখতে পাই না। উৎসবে অনুষ্ঠানে তাকে আমরা ভুলি না। তাকেও জল দিই, খাবার দিই। হাঁড়িয়া দিই।

মুঙ্গরী বললো, আজ্জা, আগে আমাকে চাট্টির কথা বলো। জন্মের পরে কেন চাট্টি করতে হয়?

ও।

বলেই, সির্‌কা বললো, হারাম্ যে আমাদের শিশু দেন এবং মানুষেরই শিশু সে তো হারামেরই দয়া।

মানুষের শিশু মানে? মানুষের বাচ্চা তো মানুষের বাচ্চাই হবে!

কে বলতে পারে রে দিদি! জন্মের আগে তো আমরা বলতে পারি না যে মেয়ে, ছোট্ট লিক্‌লিকে একটি সাপ না ডেকরা-ডোরা বাঘের বাচ্চার জন্ম দেবে! তাই মানুষের মেয়ে শিশু প্রসব করলেই আমরা খুশি হই। কিন্তু শিশু জন্মানো মাত্রই মুণ্ডা সমাজের একজন কিন্তু সে হয়ে ওঠে না। জন্মের ন'দিন পরে, চান্দ্রমাসের হিসেবে চাট্টি উৎসব করি আমরা।

BanglaBook.org

যে-মাদুরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো তাও পুড়িয়ে দিই। সকলে নখ কাটি। চাট্টি উৎসবে শুধু শিশুকেই যে পবিত্র করে নেওয়া হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মাকেও পবিত্র করা হয়। দুজনকেই মুণ্ডা সমাজ গ্রহণ করে। মাকে নতুন করে শিশুকে প্রথমবার।

আমাদের সব অনুষ্ঠানেই আগুন জ্বালাই কেন আমরা আজ্জা ?

এই আগুনের বৃষ্টি দিয়ে, আগুনের আড়াল সৃষ্টি করেই তো হাসুরদের ধ্বংস করে, পৃথিবীকে ধ্বংস করে হারাম আমাদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তার পর থেকেই তো তাঁকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। আগুনের বৃষ্টি ঝরিয়ে সেই যে হারাম্ আড়ালে চলে গেলেন, "ডানাঙ্গএন্‌জানে", মানে, "লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে", সেই থেকেই তো তিনি অদৃশ্য। আগুনের পর্দা টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেলেন বলেই আমাদের জন্ম-মৃত্যুতে আগুনের এতো বড় ভূমিকা ! আমাদের তো চোখ নেই, কান নেই, হারাম্‌ই তো আমাদের সব ! তিনি শোনালেই শুনি ; তিনি দেখালেই দেখি। যে-জগৎকে জীবিতাবস্থায় আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই সেই জগৎই মৃত্যুর পরের অদৃশ্য জগতের প্রতিরূপ। চাট্টির সময়ে আমরা বলি "প্রভু ! আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম, মানুষের শিশু আদৌ ভূমিষ্ঠ হবে কিনা ! তোমার দয়ায়, তাই আমরা আনন্দিত।"

যখন কাউকে সাসান্‌ডিরিতে কবর দিই আমরা তখনও বলি যে "আমি তোমাকে জানাচ্ছি প্রভু যে, এই নামের এই মানুষ, আমাদের বাবা বা মা, ভাই বা বোন, আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। সে আজ থেকে আমাদের সমাজের বাইরে চলে গেলো।" বলি "হে প্রভু, তুমি আমাদের আত্মাকে শুদ্ধ করো, মৃতর আত্মাকে শুদ্ধ করো ; নদী গঙ্গার জলের মতো পবিত্র করো। আমাদের সকলকে তোমার হাতে তুলে নাও। বুকের কাছে রাখো।" আমাদের শেষ যাত্রায় আমরা যখন কবরে শুয়ে থাকি, দক্ষিণে মাথা রেখে আর উত্তরে পা ; তখন আমাদের ছায়া দিও তুমি, আশ্রয় দিও। তোমারই গাছের তলায়, তোমার শাখা-প্রশাখার ছায়ায় আবার কোনোদিন যেন আমরা আমাদের চলে-যাওয়া প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। একত্রিত হতে পারি।

আমরা কেঁদে কেঁদে বলি, চলে-যাওয়া জনের উদ্দেশে "তুমি তোমার থাকার যোগ্য কোনো ঘর আর পেলে না আমাদের বাড়িতে। তুমি আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইলে না। ও আমার সোনা, তুমি অন্য ঘর বানিয়ে চলে গেলে ! তোমার নতুন ঘরের চাল কেমন ? তা ঢালু না সমান ? ও বাবা (বা মা, কী দাদা বা বোন) তোমায় কোথায় আবার দেখতে পাবো আমরা ? তুমি যে লুকিয়ে ফেললে তোমাকে, হায় ! হায় ! সোনামণি আমার।

এই যে আত্মার নিজেকে লুকিয়ে ফেলা এর সঙ্গে আগুন বৃষ্টির পর

BanglaBook.org

আগুনের ঝালরের আড়ালে হারাম্-এর লুকিয়ে ফেলার মিল আছে অনেক। হারাম্ যেমন অভিমানে, হাসুরদের লোভ ও দুর্বিনয়ে অপমানিত হয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে, আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর তেমনি লুকিয়ে ফেলে নিজেদের। জীবন তো হারাম্-এরই দান ! তিনিই তো পরম-প্রভু। তিনিই এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা, সূর্য ও চাঁদের জন্মদাতা ; তিনিই সব। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে কিছুমাত্রই হয় না। হবে না। হারাম্-এর ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আমরা যদি লোভী হয়ে যাই, উদ্ধত হয়ে যাই, যদি আমরা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম না দিই তবে আমাদের অবস্থাও একদিন ঐ হাসুরদের মতোই হবে ; সেই কামারদের মতো। আকাশ ঝেঁপে আগুনের বৃষ্টি নামবে, আমাদের অন্ধ করে ; আমরা সকলে, গাছ-পালা-পাখি-প্রজাপতি সব প্রাণীই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবো।

হারাম্-এর অভিশাপ কখন পড়ে আমাদের উপরে ? আজ্জা ?

মুঙ্গরী শুধোলো।

সির্কা মুণ্ডা বললো, দাঁড়া রে ! একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই।

বিড়ি ধরিয়ে, বিড়িতে টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে সির্কা বললো, হারাম্, মানুষদেরই একমাত্র বুদ্ধি দিয়েছেন, অগণ্য প্রাণীদের মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের বুদ্ধিতে কুপথে যেতে। হাসুরদেরও তো (কামারদের) হারাম্ বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই বুদ্ধিকে দুর্বুদ্ধি করে তুলেছিলো। হারাম্ রাতের বেলা মানুষদের বিশ্রাম নেবার জন্যে রাত তৈরি করেছিলেন কিন্তু তারা দিন-রাত হাপর চালিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বানাতো। মানুষে-মানুষে হানাহানির হাতিয়ার। হারাম্ লাঙল দিয়ে চাষ করার জন্যে লাঙল দিয়েছিলেন আমাদের কিন্তু হাসুররা হারাম্-এর নির্দেশ না মেনে লৌহ-আকর গলিয়ে তা থেকে লোহা তৈরি করে পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত করে তুলেছিলো। হারাম্ যা করতে বলেছিলেন, তারা তার ঠিক উল্টোটাই করেছিলো। হাপরের গরমে গাছ মরে গেছিলো, পুকুর শুকিয়ে গেছিলো, মানুষ-প্রাণী সকলেরই নাভিশ্বাস উঠেছিলো। অসুরদের এই পার্থিব প্রার্থনার একটি নৈতিক দিকও অবশ্যই ছিলো। তারা উদ্ধত, লোভী ও গর্বিত হয়ে উঠেছিলো। পীড়িত মানুষদের সনির্বন্ধ অনুরোধে হারাম্-এর পাঠানো দূতদেরও তারা অপমান করেছিলো। তারা ভেবেছিলো, তারাই পৃথিবীর মালিক হয়ে উঠেছে। হারাম্-এর পরোয়া করাও প্রয়োজন মনে করেনি তারা। হারাম্কে তারা ভেবেছিলো বুঝি শুধুমাত্র সূর্যেরই প্রতিভূ। অথবা দ্যোতক। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র সূর্যকেই তারা প্রয়োজনীয় মনে করে হারাম-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। তাদের জীবন অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। চরম বিশৃঙ্খলা আর লোভ আর দুর্বিনয়ের মধ্যে দিয়ে তারা

BanglaBook.org

তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো।

হারাম্ তাই আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের চালক ও পালকের ভূমিকা ছেড়ে মানুষের চোখে কেবল "সিঙ-বোঙা" বা "সূর্য-দেবতা"ই হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা বা ভালোবাসা একটুও তিনি পালটাননি। পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীন করে তোলা তাঁর ইচ্ছা ছিলো না। পৃথিবী মানুষের জন্যেই রইলো। মানুষকে বেঁচে থাকতে দেবার জন্যে। হাসুররা যে অগ্নিকে একমাত্র উপাস্য বলে জেনেছিলো, সেই তাদের অগ্নিবর্ষণেই ধ্বংস করে দিলেন হারাম্। পৃথিবীকে ধ্বংস করেও আবার তিনিই মুণ্ডা জগৎকে বাঁচালেন। আমাদের সৃষ্টির ইতিহাসের প্রারম্ভে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো, তা থেকে তিনিই আমাদের উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন, আলোতে এনেছিলেন। উত্তরণের পর আবারও অন্ধকার। আমাদের এই মুণ্ডা প্রজাতির মধ্যে এই উত্থান-পতন বারবারই ঘটেছে। হারাম্ থেকে যেই আমরা সরে এসেছি, তাঁকে অমান্য করেছি, অশ্রদ্ধা করেছি, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিনি ; অমনি সর্বনাশ হয়েছে আমাদের।

মুঙ্গরী বললো, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আজ্জা, এখনও কি আমরা আবারও সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছি ?

এগোচ্ছি। এগোচ্ছি। তাইতো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি সবসময়ে। আমার কি ? আমার দিন তো সাসান্‌ডিরিতে এসে থেমেই যাবে আর ক'দিন বাদে। যে-লোভ, যে-বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মূল্যবোধের প্রতি যে অশ্রদ্ধা চারদিকে দেখছি তাতে চিন্তা হয় তোদেরই জন্যে রে মুঙ্গরী। বড়ই চিন্তা হয়। আগুনই আমাদের সুখ-দুঃখের প্রতীক। এই আগুনেই আমাদের সকলের শেষ সর্বনাশ হবে। নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিয়ত অপমান করছি। মানুষের মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের অপমানেই তো হারাম্-এরও অপমান !

চাটান্ মুণ্ডা যে সোনা পেয়েছে তা কি তার নেওয়া উচিত ?

মুঙ্গরী শুধোলো।

কক্ষনোওই না। সোনাও তো লৌহ-আকরেরই মতো ! আমরা যদি গাছ না কাটতাম, অনাচার না করতাম, জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখতাম তবে এই খরা আদৌ আসতো না। হারাম্ আমাদের কি দেননি বল্ ? লোভ একটু কম থাকলে, 'দিকু'দের দেখাদেখি নিজেদের নিজস্বতা না ছাড়লে আমাদের কোন্ ক্ষতিটা হতো ? সেদিন এই ন্যাড়া দিশুম্-এ হাতি এসে হাজির হলো। হাতির থাকার জায়গা হবে কোথায় ? যেখানে খরগোশের লুকোবার জায়গা নেই। প্রথম দিন থেকেই তেমন জোর করলে আজকে এই সাবা দিশুম্ এমন সাসান্‌ডিরি হয়ে উঠতো না। আমার বড় ভয় করে রে মুঙ্গরী। এই পুরো "সোনারূপান্ রূপালেকান্ ছোটানাগাপুরা" বোধহয়

BanglaBook.org

একদিন 'সাসান্‌ডিরি'ই হয়ে যাবে। হু হু করে মরুভূমির মতো গরম হাওয়া বইবে তার উপর দিয়ে, ঝরাপাতা উড়বে মচ্‌মচ্‌ করে, কবরের মধ্যে শুয়ে-থাকা, পাথরের ফলকের চিহ্নে-চিহ্নিত আমাদের পূর্ব-পুরুষদের "রোয়া"রা ভয়ে, রাগে, দুঃখে, কেঁপে কেঁপে উঠবে। সে বড় দুর্দিন হবে রে মুঙ্গরী। বড়ই দুর্দিন!

মুঙ্গরীর আজ্জী, মা, জ্যেঠিমা সকলে ফিরে এলো। মুঙ্গরীর আর সির্‌কার জন্যে খাবার আর হাঁড়িয়াও নিয়ে। সির্‌কা বললো, আমি কিছু খাবো না আজ। শরীর ভালো নেই।

সির্‌কা একা দাওয়াতে বসেছিলো। ইন্‌-কা-বিন্‌কা এসে বললো, আজ্জা, তুমি অনেকদিন গল্প বলোনি। গল্প বলো আমাদের।

আজ চাঁদ উঠেছে। চাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সির্‌কা বললো, জানিস তো, তারারা সব চাঁদেরই ছেলেমেয়ে। এই ব্রহ্মাণ্ডে একটা সময় ছিলো যখন আকাশময় দিনের বেলাতেও সব উজ্জ্বল তারাদের দেখা যেতো। সেই সব উজ্জ্বল তারারা ছিলো সূর্যেরই ছেলেমেয়ে। বুঝলি। একদিন চাঁদ সূর্যকে নেমন্তন্ন করেছিলো তার বাড়িতে শশা দিয়ে বানানো স্বাদু ঝোল খেতে। সূর্যের সেই ঝোল খেয়ে খুবই ভালো লেগেছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলো সূর্য, কী করে এই ঝোল বানায়? চাঁদ মিথ্যে কথা বলেছিলো সূর্যকে। বলেছিলো যে, সে তার ছেলেমেয়েদের মেরে তাদেরই সিদ্ধ করে ঐ ঝোল বানিয়েছে। ছেলেমেয়েদের কিন্তু আসলে, চাঁদ লুকিয়েই রেখেছিলো।

সূর্য চাঁদের এই কথা-না শুনে, বাড়ি গিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের মেরে সেদ্ধ করে খেয়ে নিলো। আর সুর্যের ছেলেমেয়েরা যেই মরে গেলো অমনি চাঁদ তার ছেলেমেয়েদের যারা রাতের আকাশে তারা হয়ে এখন ফোটে; তাদের বের করলো এক এক করে।

যখনি চাঁদে বা সূর্যে আংশিক গ্রহণ লাগে তখনই বুঝতে হবে যে ঋণে জড়িয়ে গেছে তারা। কোনো বোঙার কাছে বা অনেক বোঙার কাছে ধার নিয়ে আর শুধতে পারেনি। চাঁদ অথবা সূর্য। যখন উত্তমর্ণরা চাঁদ সূর্যের চারপাশ ঘিরে সভা বসায় তখনই চাঁদ-সূর্যের চারপাশে উদ্ভাসিত আলোর বলয় দেখা যায়। দেখেছিস লক্ষ করে কখনও? ধার শুধতে না পারলে উত্তমর্ণ বোঙারা যখন চাঁদ বা সূর্যকে কারাগারে পাঠান তখনই হয় পূর্ণগ্রহণ। সারা পৃথিবী তখন অন্ধকার হয়ে যায় চাঁদ সূর্যে গ্রহণ লাগাতে।

সির্‌কা পুতিদের মাথায় হাত রেখে ভাবছিলো, তারা নিজেরা যখন ছোট ছিলো তখন তাদের আজ্জা-আজ্জীরা কত গল্পই না তাদের শোনাতো! এখনকার ছেলেমেয়েদের এসব শোনার বা জানার কোনো আগ্রহই নেই। আজ্জা-আজ্জীদেরও গল্প বলার সময় বা মন নেই। এখনকার ছেলেমেয়েরা হিন্দি সিনেমা দেখতে যায় দূরের শহরে, বাসে

BanglaBook.org

করে। টি ভি দেখে খুঁটি বা মূরহুতে গিয়ে। নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের রূপকথা, নিজেদের ধর্ম-অধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের কারোই কোনো ঔৎসুক্যই নেই আর। সির্‌কা মুণ্ডাদের প্রজন্মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এতো জানা, এতো জ্ঞান, সবই চলে যাবে সাসান্‌ডিরির কবরের নীচে। সির্‌কা মুণ্ডার ছায়া হয়ে, "ওরা-বোঙ্গা"র সঙ্গেই থেকে যাবে। কিন্তু মানুষের 'জী' বা আত্মা যে ল্যাংড়া! চলা-ফেরাও তো তেমন করতে পারবে না তখন নিজে নিজে। এ সব ভেবে আজকাল বড়ই একলা, বিষাদগ্রস্ত লাগে সির্‌কা মুণ্ডার। ঐ পারে, যে-পারের দেখা যায় না কিছুই; সেই পারে কি আছে? কে জানে! একটু ভয় যে করে না আজকাল তাও নয়। ছেলে-বৌ নাতি-নাতনি-পুতিদের মধ্যে থেকেও সবসময়ই বুঝতে পারে যে সে এই মূল-প্রবাহের কেউই নয়। এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'সাসান্‌ডিরি'তে।

॥ ১৪ ॥

সেদিন বিকেলে যখন কারখানার হাতার মধ্যেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো বুজু তখন অডিট-ফার্মের চৌধুরী আর বোসও বেরিয়ে এলো।

চৌধুরী মোটা-সোটা, কালো বেঁটে। অসম্ভব খাটতে পারে। যত্ত গভর্নমেন্ট অডিটের কাজ, পাবলিক সেকটরের কাজ, তার মধ্যে সিংহভাগই থাকে চৌধুরীর দায়িত্বে। এই সেদিন আসামের মাঘারিটা থেকে ফিরে এসেছে। আসতেই ছোটসাহেব পাকড়াও করে এখানে পাঠিয়েছেন ওকে। আসতো না। রাজি হয়েছে, কারণ রাঁচির বর্ধমান কম্পাউন্ডে ওর মামাবাড়ি। তাই বর দেখা কনে বেচা যাতে দুইই হয় এমন মতলবেই এসেছে।

বুজু এই ফার্মেই আর্টিকেল্ড ক্লার্ক ছিলো। তাই এঁদের সবাইকে ভালো করেই চেনে। পার্টনারদের নিয়ে প্রায় সব ফার্মের আর্টিকেল্ড ও অডিট ক্লার্করাই তাদের টার্মের একটা সময়ে এসে আড্ডা-ঠাট্টা-তামাসা করে, তাঁদের একেকজনের একেকরকম নাম রাখে। সেই তারল্য বা উদ্‌বৃত্ত সময় এখন আর বুজুর নেই। ঐ সব "হাসির" ব্যাপার নিয়ে ওরা কেউ বুজুর সঙ্গে আলোচনা করার সাহসও রাখে না।

চৌধুরী খুব খেতে ভালোবাসে। সিলেটে দেশ ছিলো। শুঁটকি মাছের খুব ভক্ত ও। বুজুকে বললো, কলকাতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি পলিথিনের ব্যাগে জড়িয়ে। এখন খাওয়াটা যায় কোথায় বলুন তো বুজুদা?

বুজু বললো, এই সিন্নু কী বন্দোবস্ত হবে?

মাইকেলবাবুর বাড়িতেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার। কিন্তু বাবুজী জানলে,

BanglaBook.org

চাকরি যাবে। চৌধুরীকে বললো, আজ সন্ধেবেলায় লাইব্রেরি ঘরে আসুন, মানে, বুজুবাবুর ঘরে, বুজুবাবু কালকে সকালেই মাইকেলবাবুকে প্যাকেটটা দিয়ে দেবেন। খেতে হবে কিন্তু মাইকেলবাবুর বাড়ি গিয়েই এবং বাবুজীকে না-জানিয়ে। আমি কাল সকালেই সব বলে রাখবো। কিভাবে রান্না হবে বলে দেবেন।

মাইকেল দাস কোন্ জেলার লোক ?

চৌধুরী শুধোলো।

পুরুলিয়ার।

দূর্। চাটগাঁ-নোয়াখালি-সিলেটের লোক ছাড়া শুঁটকি মাছের মহাত্ম্যই বুঝবে না কেউ। নষ্ট করে দেবে যে।

সিন্নু বললো, আরে বুঝিয়ে দেবেন একটু। ওঁর ইস্ত্রী ফাস্‌কাস্ কুক। যেমন চাইবেন, তেমনি রাঁধবেন উনি। আমাদের একবার ঘোড়্‌ফরাসের কাট্‌লিস্ করে খাইয়েছিলেন। আঃ। এখনও মুখে লেগে আছে।

কিসের কাট্‌লিস্ ?

চৌধুরী ও বুজু বুঝতে না পেরে শুধোলো।

ঘোড়্‌ফ্‌রাসের।

সেটা কি বস্তু আবার ?

আঃ। ঘোড়্‌ফরাস। ঐ যে হয় না, ঘোড়ার মতো দেখতে, গায়ের রঙ নীল আর সাদা, বন-গাই।

চৌধুরী বললো, ও বুঝেছি। আমার রাঁচির মামারা একসময় শিকার করতেন। মৈমনসিংহর বিখ্যাত আচার্য বাড়ি। মামাবাড়িতে শিং দেখেছি। ছবিও দেখেছি। সে তো ব্লু-বুল্।

সিন্নু বললো, তাই-তো। মনে পড়েছিলো না। ইংরিজিতে বুল্-বুলুই তো বলে !

বোস্ সৌখীন মানুষ। চুনোট ধুতি ও গিলে-করা পাঞ্জাবী ছাড়া কিছু পরে না। কলকাতার আদি বাসিন্দে। যেখানে যায়, সেখানেই গড়গড়া নিয়ে যায়। প্রচুর পড়াশোনা আছে। তবে তার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বিশেষ ভালোবাসা নেই। মানে, অ্যাকাউন্ট্যান্সির বই-টই-এর প্রতি। পছন্দও করে না। খুবই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাবা-কাকারা একটা করে সম্পত্তি বেচে দেন মাড়োয়ারী-গুজরাতীদের কাছে। দু-নম্বর এক নম্বর মিলে যা পান তা পেয়ে হরিণ-গেলা-অজগরের মতো বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকেন। দু-নম্বর ফুরিয়ে গেলে কষ্টে-সৃষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠে আবারও একটি সম্পত্তি বেচে দেন। ভগবানের আশীর্বাদে যা এখনও আছে তা চাটুজ্যের বুড়ো বয়স অবধিই চলে যাবে বেচে বেচে। পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা নিজেদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা উপায়-রহিত হয়েই উদ্বাস্তু হয়েছিলো একদিন। আর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাপন্ন বাঙালীরা সবাই উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন ধীরে ধীরে

BanglaBook.org

কলকাতা থেকে, নিছক লোভ এবং কুঁড়েমিরই কারণে। এ কথাটা বুজুর নয় বোসের। বোসের মতো অ্যানালিটিকাল্ মাইন্ডের তীব্র ক্রিটিক কমই দেখা যায়। সে কারণে নিজের বাড়িতে ওর স্থান বিশেষ সম্মানের নয়। ও নিজের বাবাকে "গেঁটে বুর্জোয়া", আর দাদাকে "সেঁটে বুর্জোয়া" বলে ডাকে। বলে, তোদের গিলোটিনে চড়ানো উচিত। যারা খেটে না খায় তাদের বেঁচে থাকারই কোনো অধিকার নেই। যতই থাকুক না কেন, না-খাটলে রাষ্ট্রেরই উচিত তাকে না-খাইয়ে রাখা। কাজ আর জীবন যে সমার্থক।

বোসের বলে, জানেন বুজুদা, নারিয়েলওয়ালা সাহেব, মানে, আমাদের পি· এম· নারিয়েলওয়ালা, একদিন ক্লাসে আমাদের পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন "উ্য মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড, আর্ন ওয়েল ; অ্যান্ড দেন ড্রিঙ্ক ইওর স্কচ্।"

চৌধুরী বললো, "স্কচ্-এর বোতল" বল। দু-নম্বরী। আজকাল কেউ সঙ্গে করে নিয়ে-টিয়ে না এলে সত্যি স্কচ্ কেউ আবার পায় নাকি ?

বুজুর যেখানে বাস, সেই লাইব্রেরি ঘরের বাউন্ডারির শেষে, দেওয়ালের কাছে গিয়ে চাটুজ্যে বললো, বাঃ ! বুজুদা ! দারুণ ভিউ তো তোমার ঘর থেকে। ঐটে কি ? এই যে, সিন্নু না গিন্নু, এটা কি বলো তো বাবা ?

সিন্নু বললো, সাসান্ডিরি। হাস্সা গ্রামের।

সেটি কি চিজ বাওয়া ?

বুজু বললো উত্তরে, কবরভূমি।

ও। গ্রেভইয়ার্ড !

চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ফুট কাটলো, ভূত আছে রে !

বোসের তার ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটটা ঠোঁট থেকে না নামিয়েই বললো

"Nothing in his life
Became him like the leaving it; he died
As one that had been studied in his death.
To throw away the dearest thing he owed
As 'twere a careless trifle."

চৌধুরী বললো, এটা আবার কোত্থেকে ? "কিং লীয়ার" না "জুলিয়াস সিজার ?"

স্টুপিড ! রাস্টিক ! কোনোটাই নয়। এটা "ম্যাকবেথ" নাঃ।

তোরা, অডিট করবি কি ? জীবনে কোনো কিছু হতে হলেই সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তেই হবে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির···

থাম তো তুই নেপু। এবার চল্, রিপোর্টটা ড্রাফট করতে হবে। গুণের মধ্যে

BanglaBook.org

তো ঐ একটিই, ইংরিজি ফুটোনো।

ঐ। সেটাও নারিয়েলওয়ালা সাহেব শিখিয়েছিলেন। এই রিপোর্ট লেখা প্রসঙ্গেই। বলেছিলেন

The art of auditing is synonyomus to your knowledge of the English language. Like oratory, it is a science of expression to produce, precisely and with the needed impact; what You want to say in simple flowing but penetrating English. English, my young friend, after all is a great language!

চৌধুরী বললো, ট্যাক্স-অডিটের রিপোর্টের ফর্ম ফিল-আপ করতে ইংরিজি কি খুব লাগে ? কি বলেন বুজুদা ?

বুজু বললো, আমি কিন্তু বোসের সঙ্গে একমত। ইংরিজি সব জায়গাতেই কাজে লাগে। আমরা যে ইংরিজি বা বাংলা দুটোর কোনোটাই জানি না কী না, তাই বোস তো মাঝে-মধ্যে আমাদের বিপদে ফেলতেই পারে।

এটা ঠিক। বোস যেখানেই আসুক আমাদের সঙ্গে, একখানি গাড়ি বাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। দিনে বীয়ার কী ভড়কা, রাতে হুইস্কি ; নিজের পয়সাতেই অবশ্য ; জোগাড় করে নেবে। ভার্চুয়ালি আমাদের কোনো সাহায্যই করবে না। কিন্তু অডিট ফাইনালাইজড্ হয়ে গেলে যখন নোটস অন অ্যাকাউন্টস বানাতে হবে, অথবা রিপোর্ট টু ডিরেকটরস বা শেয়ার-হোল্ডারস বা আমাদের কোয়ালিফিকেটরি রিপোর্টস, তখন বোস আমাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে টেবলের ওপর দু'পা তুলে হুইস্কি খেতে খেতে নোটস বা রিপোর্টস এমনই ডিক্‌টেট করবে যে, আমাদের চক্ষু চড়কগাছ ! তখন থেকে হি টেকস্ ওভার। আমরা করি স্পেড-ওয়ার্ক আর ও দেয় ফিনিশিং টাচ্।

তাই ?

বুজু বললো প্রশংসার চোখে বোসের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ। আমাদের কোনো পার্টনারই আজকাল নিজেরা বড়-ক্লায়েন্টের রিপোর্ট লেখেন না। বোস ড্রাফট করে দেয়, তার উপরে দু'এক ফোঁটা কালি ছিটোন তাঁরা। এই পর্যন্ত।

বোস হাসছিলো। বললো, এতোই গুণ আমার তো তোদের শালার ইনস্টিট্যুট আমাকে চারবার ইন্টারমিডিয়েট সি· এ·তেই ফেল করালো কেন ?

কেন ?

অ্যাই তো দ্যাখো। সি· এ· পরীক্ষা তো শুধু ইংরিজির পরীক্ষা নয় রে বাবা !

চৌধুরী বললো।

BanglaBook.org

আমি কি তোদের ছাতার ডেবিট-ক্রেটিড বুঝি না ; না ট্যাক্স বা কোম্পানি আইন বুঝি না। তবে ফেল করায় কেন ?

বুজু বললো, তুমি পরীক্ষা আর দিও না। মিছিমিছি এক ধরনের ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স জন্মে যাবে।

তাই ভাবছি, এবার থেকে একটি ওয়ান-ম্যান-কনসালট্যান্সি কোম্পানি খুলবো। কোয়ালিফায়েড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের রিপোর্ট ড্রাফ্‌টিং শেখাবো। এক্সপার্টাইজ দেবো। চলবে ? বুজুদা।

চৌধুরী বললো, চলবে। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হবে। তোর বাঘা-বাঘা মক্কেলদের এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে তোর কাছে আসতে হবে যে, তার চেয়ে সোনাগাছি যাওয়াও ঢের সহজ।

বুজু হো হো করে হেসে উঠলো চৌধুরীর কথায়।

বোস বললো, থামা তো চৌধুরী এই সব প্রসঙ্গ। এবারে অন্য কথা বল্।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে বললো, এই মুণ্ডারা ভারী চমৎকার মানুষ, তাই না বুজুদা ?

বুজু বললো, আরে আমিও চৌধুরীরই মতো। কী আর পড়েছি বলো ! প্রফেশানের পড়াশুনো করেই সময় পাই না।

এটা তোমাদের মিথ্যে বাহানা বুজুদা। তাহলে বিদেশের বড় ব্যারিস্টার, বড় ডাক্তার, সুপ্রীম কোর্টের জজ সাহেব যদি সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনো করতে পারেন, তাঁদের দেশের নিজের ভাষার তরুণতম কিন্তু প্রণিধানযোগ্য কবি ও সাহিত্যিক কি লিখেছেন সম্প্রতি বা তরুণতম গায়িকার কী রেকর্ড বেরুলো বা তরুণদের ছবির প্রদর্শনীতে কারা কারা ইমপ্রেস্ করলো সবচেয়ে বেশি, এসব খবর রাখেন কি করে ? বা কেন ?

হয়তো সোস্যাল গ্যাদারিং-এ নিজেদের ইম্প্রেসিভ বলে প্রতিপন্ন করতে। মনে হয় বইয়ের জ্যাকেট পড়েন। বই পড়েন না। আজকাল একটা জিনিস ভালো করে করার পর অন্য কিছু করা ফীজিক্যালি ইম্‌পসিবল্। পাগল কিংবা জিনিয়াস তো সবাই নয় !

একেবারেই ভুল তুমি বুজুদা। আজকাল একটি ক্যাডিলাক বা মার্সিডিজ গাড়িতে এলেই লোকে বেশি ইম্প্রেস্‌ড হয়, তোমার জ্ঞানের চেয়ে। জ্ঞানটা নিজেরই আনন্দের জন্যে। এ কথাটা লোকে ভুলে গেছে বলেই অমন হয়।

মানুষ হয়ে জন্মানো ও মানুষ থাকার জন্যে জীবিকার বিষয় ছাড়াও একটু পড়াশুনা করতে হয়। এটা কারো সখের ব্যাপার নয়। সাহিত্য, গান, ইতিহাস এসব হচ্ছে একজন শিক্ষিত মানুষের মনের স্টেপল্‌ফুড।

কী বইয়ের কথা বলছিলি তুই, বল্ এবারে। আবার গিয়ে কাজে বসতে হবে।

BanglaBook.org

চৌধুরী বললো বোসের থামিয়ে।

হ্যাঁ, বুজুদা, বলছিলাম বার্ট্রান্ড রাসেল্-এর "দ্যা কন্‌কোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস্" বইটির কথা।

চৌধুরী ওকে চটাবার জন্যে বললো, তুই রাসেল-এর পর আর কারো বই বোধহয় পড়িসনি। এখনও মান্ধাতার আমলের শেকস্‌পীয়র আর র‍্যাসেল্-এই আটকে আছিস।

বোসের বললো, রাসেল্, বলছিলেন, যে 'সুখ' ব্যাপারটা পুরোপুরিই একটি মানসিক অবস্থা এর সঙ্গে জাগতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সম্বন্ধ যে থাকবেই তার কোনোই মানে নেই। উনি একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। লান্‌ডানের একটি টিউব স্টেশানে এস্‌কালেটরে করে এক অল্পবয়সী মহিলা নামলেন। এতোই সুন্দরী তিনি যে, ট্রেনের জন্যে অপেক্ষমাণ সকলেই তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। মহিলা সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মহিলা হয়ে গেলেন। হয়ে থাকলেন। যতক্ষণ না এস্‌কালেটর বেয়ে আরও একজন মহিলা এলেন যিনি প্রথমজনের চেয়েও বেশি সুন্দরী। দ্বিতীয়জন আসামাত্রই সবাই তখন প্রথমজনকে ছেড়ে দ্বিতীয়জনের দিকে চেয়ে রইলো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে আসা মহিলাটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুঃখী মহিলা হয়ে গেলেন।

বাঃ। বুজু বললো। আমি মুণ্ডাদের সম্বন্ধে একটি বইয়ে পড়েছিলাম যে, ক্রীশ্চানদের যেমন "ডিল্যুজ" এসেছিলো, সেই বন্যায় পৃথিবী তো ধ্বংস হয়েই গেলো। "নুহা" প্রকাণ্ড নৌকো বানিয়ে (নুহা'জ আর্ক) তাতে মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণীর দুই-লিঙ্গের দুজন করে যদি-না চড়িয়ে দিতেন তবে তো সৃষ্টি থাকতো না। মুণ্ডাদেরও এই রকম মীথোলজি আছে। তবে সেখানে প্লাবন হয়নি। অগ্নিবর্ষণ হয়েছিলো কন্টিনিউয়াস্‌লি সাত রাত সাত দিন ধরে। "পিছু হারাম্" আর "পিলচু বুধি" এক দম্পতি বেঁচেছিলো বলে ঠাকুর তাদের গিয়ে হারাতা পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। তারপর সাত দিন সাত রাত আগুন বৃষ্টি করে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সিন্নু একথা জানে। কি সিন্নু ?

সিন্নু বললো, ঠিক। ঠিক।

এই অসুখ, এই লোভ, এই অবিশ্বাস্য ডিফরেস্টশান্, এই অনাচার, এই নিউক্লিয়ার ওয়েপনস-এর অ্যাগ্রাভেশান এই জন্যেই আমাদের এই পৃথিবীও ধ্বংসের মুখোমুখি এসে গেছে।

বোস বললো।

চৌধুরী বললো, পৃথিবীকে বাঁচাবার কথা পরে ভাবিস। এখন নিজেকে তো বাঁচা !

মানে ?

মানে, এখানে নানারকম ভূত আছে। জানেন তো বুজুদা, আমাদের

BanglaBook.org

এতো জ্ঞানী বোসের ভীষণই ভূতের ভয়। বিছানার নীচে চটি নিয়ে ঘুমোয়।

বুজু হেসে উঠলো।

সিন্নু বললো, না না। এ হাসির কথা নয় মোটেই। সত্যিই সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ভূত আছে এখানে। যাদের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়, মানে বাঘে খায় বা আগুনে পুড়ে মরে ; তাদের আত্মা "বুনো" হয়ে যায়। আমাদের মুণ্ডারি ভাষাতে আমরা বলি, "মূয়া-মোসাঙ্কা"। যদি কোনো গর্ভবতী মেয়ে আগুনে পুড়ে বা দুর্ঘটনায় মারা যায় তবে তার আত্মাও "মূয়া-মোসাঙ্কা" হয়ে যায়। তাদেরও ছায়াও কেউ বয়ে আনেন 'সাসান্‌ডিরি' থেকে। তাদের মৃত্যুর পর বনে বনে ঘুরে তাদের নিজেদের খাবার নিজেদেরই জোগাড় করে নিতে হয়। তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও তাদের জল বা খাবার দেয় না। তেমন মেয়েকে কবর দেবার সময়ে তার হাত-পা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে উল্টো করে দিয়ে তারপর তাকে কবরে শোয়াতে হয়। এই সব "মূয়া-সোসাঙ্কা"-রা মূয়া-ভূত হয়ে সবসময় প্রতিশোধ নিতে চায় সকলের উপরে। মেয়েরা হয় চুরিন্। বড় বড় জ্বলন্ত চোখ আর নখ দিয়ে তারা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

বোস বললো, চৌধুরী, সন্ধে তো হয়ে এলো। কাজ-টাজ করবি না, নাকি আড্ডা মারবার জন্যেই এসেছিস এখানে ?

চৌধুরী বললো, ঠিক বলেছিস। চল্, যাই।

বলেই, বুজুর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হাসি হাসলো। বুজু ভাবছিলো, এরকম ব্যাপারও হয়। বোসের মতো প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত একজন ছেলে (ইন্টারমিডিয়েট সি· এ· পরীক্ষাই শেষ কথা নয় মানুষের জীবনে !) নাকি ভূতের ভয় পায় ! এ-এক ধাঁধা বইকি !

ওরা চলে গেলে সিন্নু বললো, আজ কি হয়েছে জানেন স্যার ?

কি ?

আপনাকে তো বলতেই ভুলে গেছি। আমাদের তিরিড়ি গাঁয়ের কাছে যে 'সেরনা' আছে না, সেইখানে আজই সাত-সকালে একদল হাতি এসে হাজির। সত্যি হাতি ! এই ন্যাড়া দিশুম্-এ ! এই ক'দিন আগেই মঙ্গলার গাই হারিয়ে যাওয়াতে ডুইক্যা দাদারা রাতে বন্দুক খুঁজতে গিয়ে টর্চ জ্বেলে দেখে, হাতি ! ওরা বলাবলি করলো, এখানে হাতি আসবে কোত্থেকে ! বছর কুড়ি আগে হলেও দেখা যেতো। তাই মূয়া-ভূত ভেবেই পালিয়ে আসে। আজ দিনের বেলাতেই সেই হাতির দল এসে ঠিক সেখানে দাঁড়ায়। কোত্থেকে এলো কে জানে। কোথাওই তো গা-আড়াল করারও জায়গা নেই। কীই বা করবে বেচারারা ! তিরিড়ি গ্রামের এক বুড়ি মণ্ডাইন, নাম বিউসী ; এই কারখানাতেই সে আগে জমাদারিন্ ছিলো, তার একটু মাথার গোলমাল ছিলো। সেই বিউসী, হাতির খবর পেয়ে কুলো

BanglaBook.org

করে তেল-সিঁদুর সাজিয়ে নিয়ে পুজো করতে গেছিলো। বড় হাতির পায়ে হাতি-বোঙার মন্ত্র পড়ে যেই-না সিন্দুর লাগিয়েছে সে অমনি বড়কা হাতিটা শুঁড় দিয়ে এক ঠেলা মেরে তাকে ফেলে তার উপরে ডান পাটা চাপিয়ে তাকে তালগোল পাকিয়ে ছেড়ে দিলো। আজ বিউসীকে সাসান্‌ডিরিতে কবর দেওয়া হলো। সে তো চুরিন্ হয়ে যাবে, তার আত্মা হয়ে যাবে "মূয়া-মোসাঙ্কা" বুনো।

ঈসস্। বুড়িকে কেউ আটকালো না কেন?

কে জানে! আটকেই বা কি হতো? যার 'যাম-সাকাম' যখন শেষ হয় তখন তাকে কি কেউ আটকাতে পারে?

আমি এবারে চানটা করে নিই?

করুন। আমি তাহলে ততক্ষণে একটু ঘুরে আসছি। এই গেলাম, আর এলাম বলে। গ্রামে যাবো না। কাছাকাছিই যাবো।

বুজু বললো, আচ্ছা।

ভালো করে চান করলো বুজু। ভাবছিলো, মুঙ্গরীর সঙ্গে দেখা হয় না তিন দিন। আর মুঙ্গরীর সঙ্গেই যদি দেখা না হয়, তাহলে এখানে থেকেই বা কি হবে? এই সময়ই ঘুরে আসবে কি? ঝাল্‌দা? পালামৌ? যেখানে-যেখানে পারচেজিং-সেন্টার আছে কোম্পানির? কিন্তু সকলেই বলছেন যে, ভালোমতো বৃষ্টি না হয়ে গেলে পালামৌতে যাওয়াটা আদৌ ঠিক হবে না। গেলে, প্রাণেই মারা যাবে। কলকাতার ছেলের সখের প্রাণ বলে কতা? সকলেই বুজুকে নিয়ে ঠাট্টা করে। ও অবশ্য রাগ করে না।

চান করে বেরিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে লাইব্রেরি ঘরের সামনে ইজিচেয়ার পেতে বসলো। সন্ধের পরে এইখানটিতে প্রায় রোজই বসে। দরজার সামনের আলোটা তখন নিবিয়ে দেয়। এক সার জ্যাকারান্ডা গাছ তার ডান পাশে। হাল্‌কা বেগুনী-রঙা ফুলে গালিচার মতো হয়ে আছে পুরো জায়গাটা। কুয়োতলার কাছের আলোটা জ্বলে। ঝুরুঝুরু করে হাওয়া ঝরে যায় ঝরনার মতো নানা ফুলের গন্ধ বয়ে। বুজুর ঠিক পাশেই সিঁড়ির উপরে অন্ধকারে বসে থাকে সিন্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষের নিশ্চুপ কোনো প্রতিভূর মতো। কোনো কথা বলে না। দুজনেই যে যার নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে থাকে।

সিন্নু মাঝে মাঝে পা সরালে ওর কর্কশ পায়ের তলার ঘষটানিতে সিমেন্টের উপর শব্দ হয় শিরিষ কাগজ ঘষার মতো। নিস্তব্ধতা ভাঙে। আধঘণ্টা-একঘণ্টা বাদে বাদে একটা ট্রাক বা গাড়ির শব্দ শোনা যায়। হেডলাইটের আলো, কারখানার গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দিওয়ালীর রাতের কোনো দৌড়ে-যাওয়া বালিকার হাতের রংমশালের মতোই দ্রুত ছুটে যায়। বুজুর মনের মধ্যে মুঙ্গরীর মুখটি একটি নরম, অশেষ-মশলার স্নিগ্ধ রংমশালেরই মতো উৎসবে ফুটে থাকে। সরে না। নড়ে না। এমন

BanglaBook.org

কষ্ট জীবনে পায়নি বুজু। বড় কষ্ট!

বুজু বললো, আচ্ছা মুঙ্গরী যে একদিন যেতে বললো, খেতে বললো তাদের বাড়ি, তার কী হলো। তুমি তো আমাকে নিয়ে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত করলে না।

অন্যমনস্ক গলায় সিন্নু বললো, কোথায় যাবেন বাবু? মহা গোলমাল বেঁধেছে।

কি কারণ? সোনা?

সোনাও বটে, মুঙ্গরীও বটে। চাটান দেখা করেছে সির্‌কা মুণ্ডার সঙ্গে। সির্‌কা মুণ্ডাই বলেছিলো। কিন্তু গণ্ডগোলটা পাকিয়েছে মুঙ্গরীই।

কি?

বুজু আবারও শুধোলো। বুজুর হৃৎপিণ্ড পড়ছে হাপরের মতো।

হ্যাঁ। মুঙ্গরী নাকি যেদিন থেকে চাটান্‌কে দেখেছে, মানে যেদিন চাটান্ বিয়ে করতে এসেছিলো উস্‌কিকে, ছ' বছর আগে, তখন মুঙ্গরীর কতই বা বয়স; সেদিন থেকেই নাকি ও চাটান্‌কে ভালোবাসে। চাটান্-এর সঙ্গে নাকি লুকিয়ে দেখাশোনাও হয়েছে বহুবার। মুঙ্গরী বড় হবার পর।

তোমাকে এতো সব বললো কে?

আমাকে সব খবর রাখতে হয় বাবু। খবর রাখাই আমার কাজ। নইলে কি আর কাজ না করে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেন বাবুজী!

ও, তুমি তাহলে গোয়েন্দাগিরি করো?

সিন্নু হেসে বললো, ঠিক তা নয়, তবে সেরকমই প্রায়।

বুজুর বুকটা ব্যথা করে উঠলো। মুঙ্গরীর কথা ভেবে।

বললো, আর বাগোট-এর কি হবে তাহলে? বল্‌গির বাগোট্। চাটান্-এর সঙ্গেই ওর প্রেম তো। বাগোট্‌কে ভালোবাসতে গেলো কেন মুঙ্গরী?

বুজুর গলার স্বর চড়ে গেলো। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। মুঙ্গরী যেন তারই বড় আপন কেউ। এমনই একটা ভাব ফুটে উঠলো মুখে।

হাস্‌সা গ্রাম থেকে ঢোল্‌কি, নাগেরা, বাঁশি আর সারেংগির আওয়াজ ভেসে আসছিলো। সিন্নুর মুখ থেকে হাঁড়িয়ার গন্ধ। সূর্য ডোবার পরই কাছাকাছি কোথা থেকে যেন খেয়ে এসেছে। হাওয়াটা ঝর্‌ঝর্ করে বইছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে বুজুর দিকে চেয়ে রইলো। সিন্নু। বললো, মুঙ্গরী আপনার কে? যে, আপনি ওর কথা ভেবে নিজের শান্তি নষ্ট করেন? তার চেয়ে চলুন বাবুজীর বসবার ঘরে গিয়ে রঙিন টি· ভি· দেখি। আপনি গেলে ভালো হয়। অডিট-অফিসের ছেলেরা দেখেন। কেউ না থাকলে, ক্যানটিনের লোকেরাও মজাসে দেখেন। বলুন, মাথা

BanglaBook.org

ঠাণ্ডা করে, মুঙ্গরী কি আপনার কেউ ?

তা ঠিক। বলেই, আবারও আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লো ইজিচেয়ারে। বললো, টি· ভি· দেখতে আমার ভালো লাগে না। তুমি যাও। গিয়ে দেখো। সাড়ে-ন'টার সময় আমার খাবারটা নিয়ে এসো মনে করে। তাহলেই হবে।

এতোক্ষণ আপনি একা থাকবেন।

থাকি। বললো বুজু।

"আপনার ভয় করবে না ?"

এই প্রশ্নটা সিন্নু দয়া করে করলো না। আসলে এমন নির্জনে আধো-অন্ধকারে হাওয়ার ফিস্-ফিসানির মধ্যে 'মূয়া-মোসাঙ্কা' আর মূয়া-ভূতের টাটকা গল্প শোনার পর একা থাকতে একটু ভয় ভয় যে করে না বুজুর তা নয় ! সেটা বুদ্ধিমান সিন্নু বুঝতেও পারে। কিন্তু আসতে আসতে তার সাহস বাড়ছে। সাহস ব্যাপারটা বুজু অনুভব করছে ; অনেকটা রবারেরই মতো। টেনে বাড়ালেই বাড়ে।

ও বললো, যাও তুমি।

সিন্নু চলে গেলে ও উপরে তাকালো। পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর চাঁদ আকাশে। কিন্তু অগণিত তারা। এই তারাদের নাম বুজুর বাবা সব জানতেন। ইংরিজি নাম নয়। দিশি নাম। নামগুলি শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো বুজুর। আর শুধুই কি তারা ? কত মণ্ডল ! তারারা যে আছে, প্রতিদিনই তারা আকাশে ফোটে ; আছে একাদশী, পূর্ণিমা, তা কলকাতায় বসে বোঝারই তো উপায় নেই। তবে লোডশেডিং যখন হয় তখন গলির মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারও যেমন জমাট বেঁধে থাকে তেমন শুক্লপক্ষের আলোও ফুটফুট্ করে। লোডশেডিং হয়ে গেলেই লক্ষ লক্ষ পাখা, হাজার হাজার এয়ারকন্ডিশানারের আওয়াজ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় কেমন এক অস্বাভাবিক নিথর শান্তি নেমে আসে কলকাতায়। আলো নিভে যাওয়াতে, হাওয়া তখন থাকলে হঠাৎই হাওয়াটা মনে হয় জোর হয়।

কী একটা পাখি ডাকছে বাইরের বাগানের গাছ থেকে, থেমে থেমে। পাখি-টাখি চেনে না বুজু। জন্মাবধি কলকাতায়, চিনবেই বা কী করে। তবে কলকাতায় থেকেও ওর কিছু বন্ধু বার্ড-ওয়াচিং ক্লাবের সভ্য হয়ে মাঝে মাঝেই বাইরে যায়, কলকাতারই উপকণ্ঠে। তারা অবশ্য অনেক পাখিই চেনে। এখানে যদি পাকাপাকিভাবে থাকে তবে বন্ধুদের একবার নিয়ে আসতে হবে পাখি দেখাবার জন্যে। তবে সিন্নু পাখিদের যেসব "মুণ্ডারি" নাম বলে, সেই নামে তারাও নিশ্চয়ই চিনবে না কোনো পাখিকে। মায়না, সাল্লু-মায়না, সুগা, কের্‌কেটা, ঢেঁচুয়া, রিচ্চি, ঢোঁয়সা, তোঁয়াও, কাউয়া এইরকম সব নাম। মায়না, মানে কালো ময়না। কোকিলও খুব ডাকে এখন সারারাত কুহু কুহু করে। সুগা হচ্ছে টিয়া,

BanglaBook.org

সাল্লু-মায়না হচ্ছে হলুদ-বসন্ত পাখি বা বউকথা কও। কের্‌কেটা মানে ছাতারে, ঢেঁচুয়া হচ্ছে ফিঙ্গে, রিচ্চি হলো বাজ, ঢোঁয়াসা হলো বড় ধনেশ। আর তোঁয়াও হচ্ছে ছোট্‌কি-ধনেশ। কাউয়া বা দাঁড়কাক নাকি মুণ্ডাদের সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত পাখি। যখন গোঁড় ধান ওঠে ভাদ্রতে, হাঁড়িয়া খাওয়া হয় আর নবান্ন উৎসব হয়, তখন খুটকাট্টি ভূতের পুজো করে মুণ্ডারা এইরকম গান গেয়ে

"কের্‌কেটা-জাগুয়া, ঢেঁচুয়া-মারু
সোনালেকা দিশুম্‌দো রূপালেকা গামায়দো
বারোভাই হাসুরকো তেরোভাই দেওতাকো
নিদাকে সিপুদেরে সিঙ্গিকো হোপায়কা
সিঙ্গুকো সিপুদেরে নিদাকো হোপায়কা
লোলোতান্‌গিয়াদো বাল্‌বাল্‌তান্‌গিয়াদো
বাংগোড়া হাথী দো দাকায়ে নুতান্
দুবিলা ভাসাত্‌দো রঙ্গোতান্‌গিয়াদো···ইত্যাদি।

খুবই লম্বা গান।

সিন্নুই বলেছিলো।

এই গানটিতে আসুর, অর্থাৎ কামারদের অনুরোধ করা হচ্ছে পাখিদের দূত পাঠিয়ে, যে একবেলা লোহা গলানো বন্ধ রাখো অন্তত। সিন্নুরা 'অসুর' শব্দটা উচ্চারণ করে "হাসুর"। গরম লাগছে, ঘাম হচ্ছে বড়, হাতি জল খেতে পারছে না, জল গরম হয়ে গেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে সব জল, ঘাস পাতা গাছ গরমে শুকিয়ে গেছে, গাছও তাই। পুকুরও শুকিয়ে গেছে। হাসুরদের কাছে তাই পাখিদের দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন হারাম্। তাদের হাপর বন্ধ করতে।

এই সব অসংলগ্ন চিন্তা মাথায় আসছে বুজুর, নতুন শোনা, মানে না-জানা অনেক শব্দ মাথায় ভিড় করছে, চলে যাচ্ছে। তারই মাঝে মাঝে মুঙ্গরীর মুখ। মুঙ্গরীকে প্রথম যেদিন দেখে, সেদিন যে জাম-গাছটার নীচে সে দাঁড়িয়েছিলো সেদিকে তাকালো। এখন আলোর নীচে ঝুপড়ি অন্ধকার সেখানে। মুঙ্গরী যেন সরে গেলো এক মুহূর্তে ছায়ারই মধ্যে। তারপর কুয়োতলার চাপা-কলে জল খেতে গেলো যেন। হাসনুহানার তীব্র গন্ধ ভেসে এলো হঠাৎই হাওয়াটা জোর হতে। ওর ঘাড়ের উপর কে যেন গরম নিঃশ্বাস ফেললো।

কে ?

চমকে উঠে, ঘুরে বসলো বুজু। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো কেউই নেই। কারখানার বাইরের আলোগুলো জ্বলছে। নাইট-গার্ড পেটা ঘড়িতে আটটা বাজালো ঢং ঢং করে।

ওখানে বসে বসেই হাওয়ার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বুজু। সিন্নু টিফিন

BanglaBook.org

ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসে ওকে ডাকলো। ধড়মড় করে উঠে বসে বাইরের আলো জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকে ভিতরের আলো জ্বাললো।

গরম-গরম ফুলকা, ঘি-ছোঁয়ানো ; মুগের ডাল, এঁচড়ের আর আলুর আলাদা আলাদা তরকারি, আলু ভাজা, সবই ঘিয়ে ভাজা। চমৎকার স্বাদ। সঙ্গে আচার তবে এতো খাঁটি ঘি সইলে হয় পেটে !

বুজুর খাওয়া হয়ে গেলেই সিন্নু বললো, আজকে আমাকে একবার গ্রামে যেতে হবে বাবু। সাড়ে-দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসবো।

তাহলে আর ফিরো না। নিজের বাড়িতেই ঘুমিও। কেন জানি না, আজকে আমার বড়ই ঘুম পাচ্ছে। একবার শুয়ে পড়লে উঠে আর দরজা খুলতে পারবো না।

আজকে দুপুরে যা গরম ছিলো আর লোডশেডিং তার উপর সবসময় মাথার কাজ আপনাদের ঘুম তো পাবেই, কিন্তু আপনার ভয় করবে না তো ?

না না। ভয় কিসের ? তাছাড়া আমার কাছে আছেটা কি যে চোর-ডাকাত আসবে ?

কার কাছে যে কি থাকে তা কি কেউ বলতে পারে বাবু ? যে নিতে আসবে শুধু সেই তা জানে। তাছাড়া, চোর-ডাকাত ছাড়াও তো অন্য কেউও আসতে পারে। স্টাফ-কোয়ার্টারের দেওয়ালের কাছেই দেখেননি ? দেওয়ালের বাইরের দিকে ইঁট-সাজানো আছে না ? স্টাফেরা যেমন ইচ্ছেমতো শর্টকার্ট করে বাইরে যায়, বাইরের লোকও তো তেমনিই শর্টকার্ট করে বাইরে থেকে ভিতরে আসতে পারে।

আমার কাছে কে আসবে ? যত্তো সব বাজে কথা তোমার।

তবে আমি যাই ?

তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না কিন্তু একদিনও তোমাদের গ্রামে ?

নিয়ে যাবো। আর মুঙ্গরীকেও বলবো যে দোষ আমারই। আর যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে একবার।

কবে ? কখন ?

উত্তেজিত হয়ে বললো বুজু।

সিন্নু হেসে ফেলে বললো, বলবো। যত তাড়াতাড়ি পারে।

কলকারখানা তো বন্ধ। কী করে আসবে ? কাজ থাকলে তো আসবে।

ওর ইচ্ছে হলেই আসবে। ও আসতে চাইলে ঠেকাচ্ছেটা কে ?

তাই ?

বুজু বললো, অবিশ্বাসের গলায়।

তাই।

সিন্নু চলে গেলো তার লাঠি আর টর্চটা হাতে ধরে।

BanglaBook.org

রাত এখন গভীর। বুজু ডান কাতে ঘুমোচ্ছিল। বাইরে হাসনুহানার গন্ধ খুব-তীব্র হয়েছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিরাট ঘরের অগণ্য জানালা দিয়ে, মেঝেতে। হাওয়াতে গাছ-পালা আন্দোলিত হচ্ছে। তাদের ছায়া নড়ছে ঘরের মেঝের চাঁদের আলোয়। কতরকম ফুলের আর পাতার মিশ্র গন্ধ যে বাতাসে ভাসছে!

ডান-কাত থেকে বাঁ কাতে ফিরলো। ফিরেই দেখলো, যেন মুঙ্গরী দাঁড়িয়েই আছে খোলা জানালার সামনে। জানালার গ্রিল ধরে। একটু আগেই চৌকিদার এদিক দিয়ে ঘুরে গেছে। আধো ঘুমে তার নাল-লাগানো জুতোর শব্দ পেয়েছে ও।

মুঙ্গরীর দিকে তাকিয়ে বুজুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। অস্ফুটে বললো, মুঙ্গরী-ই-ই। মুঙ্গরী তখনও গ্রিল ধরে দাঁড়িয়েই ছিলো। একটা ধব্‌ধবে শাদা শাড়ি পরেছে। চাঁদের আলোতে আরও ধব্‌ধবে লাগছে শাড়িটাকে। এক-বেণী বেঁধেছে। বেণীটা ঘুরিয়ে বুকের উপর ফেলা। বুকের বাঁদিকে। হাসনুহানা ফুলের শাদা শাদা স্তবক লাগানো তাতে।

মুঙ্গরী বললো, সোনা খুঁজতে যাবেন বাবু?

ফিসফিস করে বললো।

বুজুর ইচ্ছে হলো বলে, তুমিই তো আমার সোনার খনি।

যাবো।

ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে গেলো। নিশির ডাকের কথা শুনেছিলো। এই প্রথম সেরকম যে কিছু আছে তা অনুভব করলো। দরজাটা খুললো, কিন্তু কেনো শব্দ হলো না। দরজা খুলেই, মুঙ্গরী যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সেদিকে ও তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গেলো। যেতেই ওর মুখে টর্চের আলোর তীব্র ঝলক এসে পড়লো।

একজন চৌকিদার, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বললো, ইত্‌নি রাত্‌মে কাঁহা জাইয়েগা আপ্ সাহাব?

বুজু থমকে দাঁড়ালো। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। চৌকিদারের গায়ে খাকি ওভারকোট মাথায় টুপি। হাতে বল্লম।

বুজু উত্তর দিলো না কোনো।

কুছ তক্‌লিফ হ্যায় হুজৌর?

তক্‌লিফ? নেহি নেহি। কুছ্ তক্‌লিফ নেহি হ্যায়।

তব্ ম্যায় চলে? শো যাইয়ে হুজৌর। সান্নাটা জাগা হ্যায়। ইত্‌নি রাত্‌মে বুড়ু-বোঙ্গা, ইকির-বোঙ্গা, চান্ডিউচুরিন, মূয়া-ভূত সব ঘুম্‌তি-ফির্‌তি হ্যায়। অন্দর্‌মে যাকে শো যাইয়ে দরওয়াজা লাগা কর্।

ঠিক হ্যায়। বললো বুজু।

তারপরই চৌকিদার থাকতে থাকতেই একবার বাথরুমে গেলো। বাথরুম থেকে বেরোতেই আবার যেন-মনে হলো মুঙ্গরীকে দেখলো

BanglaBook.org

কুয়োতলির ঐ চাপা-কলেরই পাশে। জল খেয়ে, আঁচলে মুখ ও হাত মুছছে। তখনও চাপা-কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ও চাপা-কলের কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলো, জলে ভিজে রয়েছে জায়গাটা।

ঠিক সেই সময়েই চৌকিদার ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ওর দিকেই আলো ফেললো। বললো, শো যাইয়ে হুজৌর। ম্যায়হি পানি পিয়াথা থোড়া পইলে।

ঘরে গিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিলো। কিন্তু দিলে কী হয়। বাকি রাত হাওয়ার সঙ্গে, সেই মিশ্র গন্ধের সঙ্গে শাদা-শাড়ি পরে বেণী দুলিয়ে মুঙ্গরী বনজ্যোৎস্নাতে ছুটোছুটি করেই বেড়াতে লাগলো যেন। হাতছানি দিয়ে বলতে লাগলো, সোনা খুঁজতে যাচ্ছি, চলুন আমার সঙ্গে চলুন। বুজু একবার এদিকের জানালাতে, আরেকবার ওদিকের জানালাতে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো। দেখতে পাচ্ছিলো না কাউকেই। কিন্তু অনুভব করছিলো কে যেন সত্যিই দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

ঘুম এলো ভোর হবার একটু আগে।

ঘুম ভাঙতেই বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলো ও। কাল বাইরে হাঁটতে যায়নি। আজ সকালে যাবে। সিন্নু ফেরেনি এখনও কিন্তু অন্য একজন লোক ক্যানটিন থেকে চা নিয়ে এলো। সঙ্গে মাঠ্‌রী। খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়লো বুজু।

কারখানার গেটের সামনেই পথের দুপাশে কতগুলো বড় বড় বট-অশ্বত্থ গাছ। বুজু বাঁদিকে মোড় নিলো। ঠিক করেছিলো, সেদিন বুড়জুর মিশানের রাস্তায় যাবে। লুথেরান্ মিশান্। মিশান্ অবধি যেতে পারবে কি-না জানে না, রোদ হয়তো চড়ে যাবে। কিন্তু ওদিকে যাবে যাবে করেও একদিনও যাওয়া হয়নি এ পর্যন্ত।

ওদিকেই কিছুটা এগোবার পরই দেখলো সিন্নু আসছে। ওকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললো, বুজু যে, ওর সঙ্গে আসার দরকার নেই কোনো। মুঙ্গরী আর মুঙ্গরীর গ্রামের কারো সঙ্গেই কোনোরকম সংস্রব রাখতে চায় না ও।

আরও একটা কারণে ও এখুনি সিন্নুর সঙ্গ চায় না। সিন্নু তাকে দু তিনদিন আগেই বলেছিলো যে মুণ্ডাদের স্বপ্নে বিশ্বাস আছে। স্বপ্নের মানে জানার জন্যে তারা ভগত্‌দের কাছে যায়। কোনো স্বপ্ন সোজাসুজি আসে, কোনো স্বপ্ন উল্টো হয়ে। ঘুমের মধ্যে লোকে দরজা খুলে বেরিয়েও যায় বাড়ি ছেড়ে।

এই সব প্রসঙ্গ বুজু এখন এড়িয়ে যেতে চায়। বড়ই কথা বলে সিন্নুটা।

BanglaBook.org

॥ ১৫ ॥

সাসান্‌ডিরির কুসুম গাছের তলাতে বসে গাছে পিঠ দিয়ে বিড়ি খাচ্ছিলো সির্‌কা মুণ্ডা। চাটান্‌ বলেছে, কথা বললে সে তিরিডি গ্রামের সির্‌কা মুণ্ডার সঙ্গেই শুধু বলবে। অন্য কারো সঙ্গেই নয়। এতো কথা বলাবলির কি আছে কে জানে ?

কথা বলার জন্যে এই সাসান্‌ডিরিকেই বার বার যে কেন বেছে নেয় সির্‌কা মুণ্ডা তা চাটান্‌ জানে না।

আজকাল সাসান্‌ডিরি বোধহয় বুড়োকে কেবলই টানে। তা টানুক। চাটান্‌-এর এখনও অনেক দিন বাঁচার ইচ্ছা। মরার কথা ও মনেও আনে না।

এই চাটান্‌ ছেলেটাকে তার ছেলেবেলা থেকেই দেখছে সির্‌কা কিন্তু তাকে বোঝা সম্ভব হয়নি কোনো দিনই সির্‌কার পক্ষে। চাটান্‌-এর নাতনি মুঙ্গরীর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় আর ডুইক্যার ছেলে হারিত্‌-এর চেয়ে একটু ছোট। বয়স তার বেশি না হলেও তার হাবভাব কথাবার্তা প্রথম দিন থেকেই বড়দেরই মতো। তাজ্‌না বস্তিতেও সে ইচ্ছে করলেই গ্রাম প্রধান বা পাহান্‌ হতে পারতো কিন্তু কোনো বাঁধা-ধরা দায়-দায়িত্ব নেবার লোক সে আদৌ নয়। শরীরে অথবা মনে কোনো বেড়ি পরার চরিত্র নিয়ে সে জন্মায়নি। টাংলাটোলি গাঁয়ের মেয়ে বিসপাতিয়া যে দিন তার ছোট্ট ছেলে চাটান্‌কে প্রথম নিয়ে আসে সির্‌কা মুণ্ডার কাছে সে দিন থেকেই ছেলেটিকে ও ভালোবেসেছিলো। চাটান্‌ তার প্রথম স্ত্রীর প্রথম মেয়ের ছেলে। কথাটা সকলেই ভুলে গেছে বোধহয়। সির্‌কাও ভুলে যাবারই মতো। সে জন্যেই চাটান্‌-এর প্রতি বিশেষ টান বোধ করে ও। মেয়েকে নিয়ে প্রথম স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছিলো। 'সকাম্‌চারি' করে। এক ধরনের সমীহও জন্মেছিলো। তবে উস্‌কিকে প্রথম থেকেই মোটেই সুখে রাখেনি চাটান্‌। সংসারে তার মন ছিলো না কোনোদিনই। নিজের মনে গান গাইতে গাইতে পাহাড়-জঙ্গলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-বসন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ও। এক এক দফাতে উধাও হয়ে যায় দশ-পনেরো দিনের জন্যে। কোনো বার সুকানবুড়ু পাহাড়ে, কোনো বার গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড়ে, কোনো বার বা মাহাড়াওড়া পাহাড়ে বা টেবো-ঘাটে। চাটান্‌ বলে, আমি হলাম গিয়ে চাটান্‌ মুণ্ডা। অনেকই বোঙার ভর আছে আমার উপরে।

সূর্য ডুবছে তাজ্‌না নদীর বাঁকের উপরে। আর দেখা যাচ্ছে, দূরে চাটান্‌ হেঁটে আসছে সামান্য উঁচু-নীচু পোড়ামাটি-রঙা টাঁড় পেরিয়ে। লাল সূর্যটা যেন তার মাথার পেছনে সেঁটে গেছে। মনে হচ্ছে সত্যিই যেন কোনো বোঙা সশরীরে হেঁটে আসছেন বুড়ো সির্‌কা মুণ্ডার দিকে।

BanglaBook.org

চাটান্ এসে সির্কার দু'হাঁটু ও পা ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করলো। দুটি হাত সামনে সটান লম্বা করে দিয়ে আশীর্বাদ জানালো সির্কা তাকে।

চাটান্ কথা বলে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে, যেমন চলেও ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে পায়ের পাতার সামনের ভাগে ভর দিয়ে। চলা তো নয় ; যেন ওড়া। মানুষটা অন্য কোনো মানুষের মতোই নয়। এক হাজার লোকের ভিড়েও ওর লম্বা পেটা-শরীর, দুদিকে ভাগ করে আঁচড়ানো ঝাঁকড়া কালো কুচকুচে চুল সমেত কালো পাথরে কোঁদা কাটাকাটা মুখখানি আর চ্যাটালো বুকটি চোখে পড়ে। ওর চোখ্ দুটির ভাব মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। তার সঙ্গে ধনুকের মতো ভুরুর ভঙ্গিও।

চাটান্ কাঁধের ঝোলা থেকে একটি মহুয়ার বোতল বের করলো। করে, সির্কাকে নিবদন করলো।

এক জোড়া কের্কেটা জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেলো তাদের কালো লেজের তুলিতে অন্ধকার বুলোতে বুলোতে। কিন্তু ততক্ষণে পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যেতারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পুবাকাশে চাঁদ।

সির্কা মুণ্ডা বোতল থেকে বড় এক ঢোঁক খেয়ে চাটান্কে বললো, তুই নাকি সোনা পেয়েছিস ?

আমি পাইনি। বোঙা পাইয়ে দিয়েছেন।

তুই কি জানিস যে, যে-বাজরা, যে-অর্থ নিজের পরিশ্রম আর ঘাম দিয়ে কামানো না হয়, তা স্বাদু হয় না তা থাকে না।

আগে তাই-ই জানতাম। চাটান্ বললো। কিন্তু এখন তা বিশ্বাস করি না। এই যে কত-শত লোক আছে টেবোতে, বন্দ্গাঁওতে, মূরহুতে, খুঁটিতে এবং আরও কত জায়গাতে তারা যে আমাদের গাছোয়ালদের ঠকিয়ে সস্তায় লাহি কিনে চড়া দামে কারখানাতে বিকোয় আর বেদম আরামে থাকে তাদের কামাই কি পরিশ্রমের কামাই ? তাদের আবার ঠকায় মওকা বুঝে কারখানার মালিকেরাও। তাদের কামাই তো আরও বেশি। তাদের পয়সা কি নেই ? না থাকে না ? তারা তো পুরুষের পর পুরুষ শুধু বড়লোকই হয়ে যাচ্ছে। বড়লোক থেকে আরও বড়লোক। আর আমাদের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আরো কি হতে পারে ?

হোক। অন্যায় আর বিনা-মেহনতের পয়সা অথবা সাচ্ছল্য এক দিন সর্বনাশ ডেকে আনেই আনে। এ কথায় কোনো ভুল নেই। তুই এই সোনার লোভ দেখিয়ে মস্ত বড় এলাকার, দিশুম্-এর পর দিশুম্-এর মানষদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিস। তারা নিজেদের কাজকর্মে মন দিতে পারছে না, কারখানায় কাজ করতে পারছে না, কেবলই সোনার স্বপ্ন

BanglaBook.org

দেখছে। এতে আমাদের মুণ্ডা সমাজের মধ্যে যা-কিছু পুরোনো বা ভালো জিনিস ছিলো, তার সবটুকুই নষ্ট হয়ে যাবে। মুছে যাবে আমাদের ঐতিহ্য !

ঐতিহ্য দিয়ে কি হবে ? মানুষই যদি না খেতে পেয়ে মরে যায় ! চাটান্ বললো।

সির্কা মুণ্ডা সোজা হয়ে বসে বললো, ভুল কথা চাটান্। আমরা আদিবাসী। এই দিশুম্-এর সবচেয়ে পুরোনো মানুষ আমরা। অনেকে আমাদের উপর অনেকেই অত্যাচার করেছে আজ অবধি, অনেকভাবে আমাদের ঠকিয়েছে, অসম্মান করেছে কিন্তু তবু আমরা আজও সকলেই শহরের কারখানার শ্রমিক হয়ে গিয়ে বা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্যকে পুরোপুরি নষ্ট করিনি। আমাদের দারিদ্র্যটা সত্যি। কিন্তু তবু আমরা যেমন সুখী, যেমন গান গাই, নাচি, মাদল বাজাই, হাঁড়িয়া খাই তেমন অন্যেরা কল্পনাও করতে পারে না। সুখ একটা মানসিক অবস্থা চাটান্। অর্থ বা সোনা দিয়ে সুখকে কেনা যায় না। বরং তার উল্টোটাই ঘটে সবসময়। অর্থই অনর্থের মূল হয়ে আসে। আমার কথা শোন্ চাটান্।

সির্কা মহুয়ার বোতলটা নিলো চাটান্-এর বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে। এক চুমুক দিলো। আরেকটা নতুন বিড়ি ধরালো, চাটান্কেও দিলো একটা।

তোমার কথা কী করে শুনবো ? আমাদের মধ্যে যারা টাটা কোম্পানির কারখানায় এমনকি এই সব ছোটখাট লাহি কারখানাতেও কাজ করে তাদের অবস্থাও কি আমাদের চেয়ে ভালো নয় ? তাদের পাকা বাড়ি, ট্রানজিস্টার, সাইকেল। ঘরে ঘরে ফ্যান, বিজলি আলো, সাদা-কালো টি·ভি·। তারা কি আমাদের চেয়ে সুখী নয় ? তোমরা এই জঙ্গলহীন, ছায়াহীন উদোম টাঁড়ের এক একটি গর্তে বসে পৃথিবীকে যা মনে করো, পৃথিবী তো তা নয় ! পৃথিবীতে এখন টাকা উড়ছে, পৃথিবী নিজে উড়ছে, এখন নিজের নিজের ঘরে বসে, তা সে ঘর আমার বৌ উস্কির ঘরেরই মতো যতই "রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা" হোক না কেন, সে ঘরে বসেও তোমার কথা শোনার সময় কার আছে ? পুরোনোকে ভেঙে ফেলার দিন এখন। যারাই পুরোনোকে জড়িয়ে ধরে থাকবে তাদের কঙ্কালই পড়ে থাকবে শুধু। দেখছো না ! জল নেই, গাছ নেই, জঙ্গল নেই, আমরা বাঁচবো কি করে ? এটা কি ভেবেছো ? না-খেয়ে মরে গেলে আমাদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবে কারা ? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন বাঁচার জন্যে আমাদের অন্য রাস্তার কথা ভাবতেই হবে।

দিনের আলো নিভে আসছে। সির্কার জীবনের আলোও। এখন বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সির্কা বললো, ভুল ! চাটান্। ভুল।

BanglaBook.org

এই পৃথিবী মস্ত বড় জায়গা শুনেছি। শুনেছি, পৃথিবী গোল। আমার ধারণা নেই তা কত বড় বা কতখানি গোল। হয়তো তা চক্রধরপুর বা রাঁচি শহরের চেয়েও অনেকগুণ বড়ই হবে। আমি এও শুনেছি যে পৃথিবীর বহু জায়গাতেই অগণ্য আদিবাসীরা বাস করে। গিরিচুড়োয়, নদীপারের গহন জঙ্গলে, মরুভূমিতে, ঘাসবনে। বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রায় প্রত্যেক প্রজাতির বিরুদ্ধেই এইরকম ভুঁইফোড় ঐতিহ্যহীন লোকেরা লোভের চক্রান্ত করেছে। আজও করছে। তাদের প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যেও আমাদেরই মতো ভাঙন ধরেছে। তবু তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে হয়তো সির্‌কা মুণ্ডার মতো একজন করে বুড়ো এখনও বেঁচে আছে, যে তাদের সেই ভুল পথ থেকে ফেরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিদিন। যদি তাদের চাটান্‌রা তাদের কথা শোনে, তো ভালো। না শুনলে, তাদের সকলেরই মতো আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

চাটান্ চুপ করে রইলো। মহুয়ার বোতলটা সির্‌কার বাড়ানো হাত থেকে নিয়ে আরেক চুমুক খেলো। বিড়িতে টান লাগালো একটা। গরম হাওয়াটা গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে টাঁড়ে। তারপর তিরিডি গ্রামের গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে আসায় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে একটু, ধুলোবালিও ছেঁকে নিচ্ছে কিছুটা গ্রামের গাছপালা। আরাম লাগছে খুবই সাসান্‌ডিরিতে বসে থাকতে। এখানেই তো শুয়ে থাকতে হবে অনন্তকাল। যে দিন হবে। তাড়া নেই কোনো।

কি বলবি চাটান্ ?

সির্‌কা মুণ্ডা অস্থিসার ডান পায়ের উপর বাঁ-পাটি তুলে বললো।

চাটান্ বললো, থেমে থাকা মানেই মৃত্যু। এগিয়ে যাওয়া মানেই জীবন। তুমি প্রাচীন। তোমার পুরোনো ধ্যান-ধারণা নিয়ে তুমি এইসব গ্রামের মানুষদের থেমে থাকতে বলছো। সেটা কি ঠিক ?

না। থেমে থাকা মানে মৃত্যু নয়, আবার এগিয়ে যাওয়া মানেও জীবন নয়। উন্নতি তো নয়ই ! ভুলে যাস না যে, আমরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অনেকেই দূর এগিয়ে এসেছি। সব চলাই এক জায়গাতে এসে থামে চাটান্। এ কথা তোকে আগেও বলেছি আবারও বলছি। যতি, অনেক সময়ই গতির দ্যোতক হয়। তুই মনে করিস না চাটান্ যে তুই সবই জানিস ; আমার একানব্বুই বছর বয়স। যা আমি বলছি, তা এই একানব্বুই বছরের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং ভাবনা-চিন্তারই ফসল। একে যৌবনের দেমাকী ফুৎকারে উড়িয়ে দিস না। প্রত্যেক অশক্ত বৃদ্ধই যে এক দিন প্রচণ্ড শক্তিমান যুবক ছিলো এ কথা তোরা যুবকেরা প্রায়ই ভুলে যাস। এই কথাও আমি আগে বলেছি। মনে হয়, মন দিয়ে শুনিসনি বা শুনতে চাসনি। বার্ধক্য কাউকেই ক্ষমা করবে না। সে তোরও কাছে আসবে এক দিন। সে দিন তাকে ভয় পাস না চাটান্। আমারই মতো

সানন্দে তাকে আলিঙ্গন করিস। জীবনের কোনো পর্বই মূল্যহীন নয়। প্রত্যেক পর্বেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে। যৌবন যেমন শাড়ি কেনার ক্ষমতাহীন ভিখারিনীকেও ক্ষমা করে না, বার্ধক্যও তেমন তোকে ক্ষমা করবে না এ কথা জেনে রাখ। আমার অভিজ্ঞতা-নির্ভর উপদেশ তুই দয়া করে শোন।

আমি কাউকে দয়াও করি না, কারো দয়া নিইও না। বুড়োরা বড়ো বেশি কথা বলে। বুড়ো হলেই মানুষ বাচাল হয়ে যায়। কী বলতে চাও সংক্ষেপে বলো। আমার নিজের অনেকেই জ্ঞান আছে। তোমার জ্ঞানে আমার দরকার নেই।

ভুল কথা। নির্বুদ্ধি-ঔদ্ধত্যই যৌবনের অন্ধ ধর্ম। সপ্রতিভতা আর ঔদ্ধত্য সব যুবকেরাই সমার্থক বলে মনে করে এসেছে চিরকালটা। আমিও করেছি। এই ঔদ্ধত্য, এই লোভ, এই 'খম্বুরু-জুম্বুরীই' তোর সর্বনাশ ডেকে আনবে চাটান্।

চাটান্ বললো। যে না শুনতে চায় তাকে জ্ঞান দিয়ে কি লাভ ?

ভুলে যাস না চাটান্ আমি তোর মৃত আজ্জার চেয়েও বয়সে বড়। ভুলে যাস না যে···। বাক্যটা শেষ করলো না সির্কা। কেন যে করলো না, জানে না।

তুমি আমাকে বার বার ডেকে হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা কেন বলো ? ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। কেন বলো ?

তুই এখন বল, তুই কি এই অঞ্চলের সব মানুষদের এমনি করেই সোনার লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে বেড়াবি ? না তোর সুবুদ্ধি হবে !

আমি তো কাউকেই নাচাইনি। এ কথা ঠিক যে ধুলোর মধ্যে সোনা, পকেট থেকে বের করে, আমিই তাদের দেখিয়েছি। তার পর থেকেই তারা নিজেরাই নাচছে নিজেদের লোভে। লোভের মতো ডুগডুগি তো আর নেই। তুমি আমাকে জ্ঞান না দিয়ে ওদের দাও। তবে লোভই বা খারাপ কিসে ? কিছু-না-কিছুর লোভই তো মানুষকে নিয়ে গেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। লোভ না থাকলে সব মানুষই তোমার মতো হতো। একই গ্রামে জীবনপাত করে এই সাঁঝবেলাতে কুসুমগাছে হেলান দিয়ে ধনুকের মতো বেঁকে বসে বিড়ি ফুসফুস করতো সাসান্ডিরিতে।

সির্কা মুণ্ডা মেরুদণ্ড টানটান করে বসে বললো, চাটান্, এক দিন তোর মৃত্যুর কারণ হবে এই ঔদ্ধত্য, এই সবজান্তা ভাব।

অন্ধকার হয়ে গেছিলো। এখন কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকারে তারারা ঝিকমিক করছিলো। চাঁদ উঠবে শেষ রাতে। সির্কা মুণ্ডা অন্ধকারে মিশে গেছিলো।

হলে হবে, মরতে তো এক দিন প্রত্যেককেই হবে। কিন্তু কে, কী কারণে মরলো তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। চাটান্ মুণ্ডাকে তোমরা

ভেঙে ফেলতে পারো, মেরে ফেলতে পারো কিন্তু হারাতে কোনো দিনও পারবে না। পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই যা চাটান্‌কে হারায়। মৃত্যুর সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে, হারের কোনোই সম্পর্ক নেই। এক ধরনের মানুষ জন্মায় এ পৃথিবীতে, যারা প্রতিবন্ধকতা এবং শত্রুতার মধ্যে থাকলেই বেশি দীপ্তি পায়। বাধা না পেলে তাদের গতিবেগ ব্যাহত হয়। আমি সেই দলেরই মানুষ সির্‌কা মুণ্ডা। আমাকে বাধা দিও না। তেমন কারণে যারা মরে, তা যে-বয়সেই মরুক না কেন, মৃত্যুর হাত তাদের ছুঁতেও পারে না। যেমন, ভগবান বিরিসাকে মৃত্যু পারেনি ছুঁতে।

সির্‌কা মুণ্ডা বললো, তোর কথাও তো কিছু কম হেঁয়ালির নয়। যারা তোর সঙ্গে যাবে তারা যদি কোনো সোনাই না পায় ? এতো করার পর, এতো দিন নিজেদের সামান্য সঞ্চয় ভেঙে খাওয়ার পর সোনা না পেয়ে ফিরে এসে যদি চাকরিও ফেরত না পায় ? যারা চাকরি করে, তবে ? তাদের কী হবে ?

কী হবে তার আমি কি জানি ? আমি তো কাউকে যেতে বলিনি। বলবোও না। আমি শুধু সঙ্গে নেবো আমার ভালোবাসার জনকে। ওরা তো আমার পেছনে যাবে বলছে ! ওদের লোভই ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। তাতে আমার কি দোষ ? তুমি যদি চাও তো আমি হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো। লুকিয়ে যাবো। কেউ জানতেও পারবে না। তাহলে ঔদ্ধত্য বা লোভের যা দণ্ড তা আমিই একা বইবো। ওরা পরে গিয়ে সোনা পেয়ে বড়লোক হোক। এতে তুমি খুশি তো ?

সির্‌কা মুণ্ডা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমার ব্যক্তিগত খুশি-অখুশিটা এখানে অবান্তর। যারা যাবে, তাদের আমি আটকাতেই বা যাবো কেন ? গেলে, যাবে। আমি ভাবছি শুধু পরিণামের কথা।

কিসের ?

সোনার। হজম করতে পারবি কি চাটান্‌ ?

হাঃ।

একবার হাসলো চাটান্‌।

বললো, কিছু লোক থাকে, যারা মাড়ুয়ার রুটিও হজম করতে পারে না। সোনা তো অনেকই বড় ব্যাপার।

বদহজমের রোগীদের তো বদহজম হতেই পারে। তার দায় কি আমার ?

সির্‌কা উত্তর দিলো না।

তুমি আর কী বলবে বলো ! এখন আমার যেতে হবে। তুমি যখন বলছো আমার সর্বনাশ অনিবার্য তখন আমি অন্য কাউকেই খবর দেবো না। অভিশাপ যা লাগবে আমাকেই লাগবে।

যাও।

BanglaBook.org

সির্‌কা বললো।

তোমাকে পৌঁছে দেবো কি ? গ্রামে ?

চাটান্‌ শুধোলো।

নাঃ। এখনও এতো অথর্ব হইনি। ঠিক আছে।

অন্ধকার হয়ে গেছে।

এখন অন্ধকার অন্ধকারের অপেক্ষায় থাকে না। হারাম্‌ যে দিন-রাতের ব্যবধান একদিন করেছিলেন, তা বুঝি মিলেমিশেই গেছে। তোমাদের সঙ্গে হাসুরদের কোনো তফাত নেই।

মহুয়াটা শেষ করে দাও সির্‌কা।

থাক। অর্ধেকটা আছে। তোর কাজে লাগবে।

কাজে ?

কত্ত কাজে। কে বলতে পারে। তোর মনের মানুষটি কে ? উস্‌কির সঙ্গে তো থাকো না। সেই নতুন মানুষটা থাকে কোথায় ?

আমার মনে।

তা শুনে সির্‌কা তাকালো একবার ওর মুখে।

ওরা দুজনে একই সঙ্গে কিছুটা পথ এলো তারপর দুজনে দুজনের পথ ধরলো। পেছনে নানা আকৃতির বিচিত্র-বর্ণ পাথরের চাঁইগুলো সাসান্‌ডিরির গাছেদের কাণ্ডের মধ্যে মধ্যে উঁচু হয়ে থেকে অন্ধকার আকাশের পটভূমিকাকে অসমান সমান্তরাল রেখায় চিরে দিচ্ছিলো।

সির্‌কা একবার পেছনে ফিরে তাকালো, তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে লাগলো পথ দেখে। সেই গানটা মাথার মধ্যে আবারও ফিরে এলো। আজকাল সবসময়ই মাথায় ঘোরে গানটা। মুখে গাইলো না সির্‌কা মুণ্ডা। তবে মাথার মধ্যে কলিগুলো গুঞ্জন করতে লাগলো

"মরমু একেলা যামু, সাদা লুগা সাথে লেলে যামু
মরমু একেলা যামু
আগে আগে হামু যামু তেকর্‌ পিছে ঢাক ঢোল
মরমু একেলা যামু, সাদা লুগা সাথে লেলে যামু রে
মরমু একেলা যামু।"...

চাটান্‌ টাঁড় পেরিয়ে ঝাঁকড়া পঁইসার গাছটার দিকে এগিয়ে চললো। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়। তাজ্‌না নদীর পাশে তাজ্‌না বস্তিতে যাওয়ার পাকদণ্ডীটি ঐখানে গিয়েই হঠাৎ ডান দিকে বাঁক নিয়েছে একটা শুকনো নালা পেরিয়ে। নালাটা গিয়ে মিশেছে তাজ্‌না নদীতেই। অভ্যেসবশেই ফিরে যাচ্ছিলো উস্‌কির বাড়ির দিকে। অভ্যাস বড় বাজে। বাজে এবং বাজে। গাছটার নীচে আসতেই ওকে হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরলো। আচমকা।

ভয় পেয়ে গেছিলো চাটান্‌। সোনার হদিস পাওয়ার পর ওকে খুনও

BanglaBook.org

করতে পারে অনেকে। পরক্ষণেই কোমল পরশ পেলো তার পিঠে। মেয়েলি বুকের।

মুঙ্গরী পেছন থেকে ওকে জাপ্‌টে ধরে ওর ডান কানের লতিতে চুমু খেলো। সুড়সুড়ি লাগাতে অবশ-হাঁটু শরীর-বিবশ চাটান্ বসে পড়লো গাছতলায়। মহুয়ার বোতলটা মুঙ্গরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে।

মুঙ্গরী, বোতলে যতটুকু ছিলো ঢকঢকিয়ে খেয়ে ভালোবাসামিশ্রিত রাগের সঙ্গে বললো, পাজি ! কত দিন, কত্তদিন কথা দিয়ে আসো না, আর মরে যাই আমি।

হাওয়ার ঝরঝরানির মধ্যে চাটান্ চাঁর গাছের ছায়াতে শুয়ে পড়লো। মুঙ্গরী তার বুকের উপর আধো-শোয়া হয়ে রইলো। আবারও বললো, পাজি !

চাটান্-এর মনে হলো, সোনা না পেয়েই ও যেন নাগাবাঁশি রাজা হয়ে গেছে ! এই রুখা-ভুখা শরীরের মধ্যেও যে এতো সুখ কোথায় লুকিয়ে থাকে, কী করে লুকিয়ে থাকে, তা ভাবলেও অবাক হয়ে যায় ও। বেঁচে থাকাটা ভারী আনন্দের ! এই জীবন বড় ভরন্ত ! কোনো বড় গাছের মতো।

কথাটা মনে হওয়ার পরমুহূর্তেই চাটান্ ভাবলো, এ কথাটা কি উস্‌কি জানে না ? অবশ্যই জানে।

মুঙ্গরী, পাগলীর মতো করছিলো। চাটান্‌কে রাজা বানিয়ে নিজে ভিখিরি হচ্ছিলো। যার যাতে আনন্দ। আলো জ্বালতে, ইলেকট্রিটিরির তারেরই মতো, "নিগেটিভ-পোজিটিভ" দুটি তারের জুড়ে যাওয়া চাই। "নিগেটিভ-নিগেটিভে" আলো জ্বলে না, জ্বলে না "পোজিটিভে-পোজিটিভেও"। এ কথা তাজ্‌না শেল্যাক্ কোম্পানির ইলেক্‌টিরি মিস্তিরিই বলেছিলো চাটান্‌কে এক দিন।

চাটান্ ভাবছিলো, অলো, এখন আলো,জ্বলছে। ভিতরে, বাইরে, সমস্ত শরীর-মনে তীব্র, অথচ ভারী নরম আলো। আরামে, আবেশে দু চোখ বন্ধ করে ফেললো চাটান্।

চাটান্ বললো, কী আশ্চর্য ! যেদিন উস্‌কি আমাকে তাড়িয়ে দিলো সেদিন তোর কথা একবারও মনে পড়লো না ? তাজ্‌নার বাজারে একটা বেঞ্চিতে শুয়েছিলাম সারা রাত।

আমার কিন্তু মনে পড়েছিলো। সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। আমি জানতাম, কিছু একটা ঘটেছে। সেদিন একাদশী ছিলো না ?

হ্যাঁ। সত্যি তো ! আশ্চর্য !

তুই আমাকে সত্যিই ভালোবাসিস।

সত্যি না তো কি মিথ্যা ?

BanglaBook.org

মুঙ্গরী বললো।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকলো।

তোর বাগোট কেমন আছে?

চাটান্ শুধোলো।

জানি না। জানতে চাইও না। তুমি আমার সব।

আর লাহি ফ্যাকটরির বুজুবাবু?

জানি না। তার সঙ্গে আমার কি?

তোর কিছু নেই?

না।

তুই আমার প্রেমে কবে পড়ে গেলি বল তো? ভাবলেও অবাক লাগে আমার। কী থেকে যে কী হয়ে যায়!

জানি না। তবে তুমি খুব বাজে লোক।

তোর আজ্জাও সেই কথাই বলছিলো এতোক্ষণ।

তাই?

হ্যাঁ।

কেন, কী করে এরকম হয় বলো তো? উস্‌কি পিসী আর তোমাকে তো কত্তদিন ধরেই চিনি, অথচ হঠাৎ, কী করে যে এমন হঠাৎ···। জানি না।

পীরিত হলো ওলাওঠা রোগেরই মতো, বুঝলি! রোজই যে জল খাচ্ছিস, খাওয়ার খাচ্ছিস, অথচ হঠাৎ একদিন তা থেকেই হঠাৎ ওলাওঠা। বাবারে। মারে! কী! কী!

খিলখিল করে হেসে উঠলো মুঙ্গরী চাটান্-এর কথা শুনে। বললো, ভারী মজা করে কথা বলো তুমি।

এমনি মজা করতে করতেই যেন মরতে পারি এক দিন।

মুঙ্গরী চাটান্-এর মুখে তার ডান হাতের পাতা, চাঁপা গাছের পাতার মতো চাপা দিলো।

চাটান্ বললো, উস্‌কি মংলুকে বলেছে নাকি কাল যে, আমি সোনার খোঁজ পেয়েছি বলেই তুই আমার দিকে ঢলেছিস।

তাই? ওরা জানলো কি করে?

জানবে না কেন? হাওয়ারও কান আছে।

মুঙ্গরী হাসলো। যে-উস্‌কি পিসী সোনার পুরো খনিটাকেই ঠেলে দিলো আমার দিকে তার কাছে তো মুঠিভর সোনার দাম অনেকই হবে। সোনা কি চেনে সবাই?

বাঃ। বেশ কথা বলিস তো তুই মুঙ্গরী।

শুধু কথাই বলি বেশ?

না। তোর মতো মেয়েও কমই আছে। সত্যি বলতে কী, সব দিক দিয়ে

BanglaBook.org

বিচার করলে এ তল্লাটেই তোর মতো মেয়ে আর একজনও নেই। কী দেখে তুই এই বাউণ্ডুলের প্রেমে পড়লি রে ?

বাউণ্ডুলেকে বাঁধবো বলে। মেয়েরা চিরদিনই বাউণ্ডুলেদের এই জন্যেই ভালোবেসেছে। বেদেনীরই মতো সাপের শরীরে বাঁধনটা কোথায় দিতে হবে তা তারা জানে।

তাই ?

তাই-ই তো !

উস্‌কি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। আমার সামনে ওর কোনো নিন্দা তুই করিস না। কখনও করিস না।

আমি নিন্দা করবোই বা কেন ? কিন্তু ভালো কেন ? এতো ভালোই যদি তো তুমি তাকে ছেড়ে এলে কেন ?

ভালো বলেই ভালো। আসলে আমি কাউকেই বিয়ে করার, বিয়ে করে সুখী করার যোগ্যতা রাখি না। তুইও আমাকে বিয়ে করলে বড়ই দুঃখ পাবি। বিয়ে-টিয়ে না-করে এমনিই এমন বন্ধুত্ব রাখা কি যায় না ? বিয়েটা বড় বন্ধন। বিয়ে, আমার জন্যে নয়।

তুমি যা চাও, তাই হবে। শুধু আমার বুকের মধ্যে এসো মাঝে মাঝে। তোমাকে পেলে আমি সব ছাড়তে পারি।

তোর দাদুকেও ?

সবাইকেই।

আর সমাজ ?

সমাজের ভয় আমার নেই। সমাজের কাছে যাদের প্রত্যাশার বা ভিক্ষার কিছু থাকে তারাই সমাজকে তোষামোদ করে।

যাইই বলিস, তোরা মেয়েরা বড় স্বার্থপর। নিজেদের সুখের জন্যে তোরা সব করতে পারিস।

তোমার মাও তো একজন মেয়েই ছিলেন ! মেয়েদের চাওয়ার ও পাওয়ার রকমটা তুমি ঠিক বুঝবে না। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা না বলাই ভালো। তুমি উস্‌কি পিসীকেও বোঝোনি।

জানি। কিন্তু তুই সব বুঝিস না। কেউই সব বোঝে না। নিজেকে তো আর দেখানো যায় না পুরোপুরি অন্যকে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। পিউ-কাঁহা পাখিরা সচরাচর চাঁদনীরাতে ডাকে। অথচ আজ অন্ধকার রাতেও ডাকছিলো। দূর থেকে সাড়া দিচ্ছিলো তার দোসর।

মুঙ্গরী বললো, পুলিশ তোমার খোঁজ করছে। তুমি আজ্জার সঙ্গে দেখা করতে আসবে জেনে ভোঁঞ্জ চৌকিদার আমাদের বাড়িতে এসেছিলো। আমি জানতাম যে, আজ্জা সাসান্‌ডিরিতেই যাবে। তুমিও। কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলে দিয়েছি।

BanglaBook.org

কি বলেছিস ?

বলেছি, আজ্জা মুর্‌হুতে গেছে। মুখিয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

মিথ্যে কথা কেন বললি ? একটা মিথ্যে বললে দশটা মিথ্যে দিয়েও তাকে ঢাকা যায় না। তাছাড়া তুইও যে জড়িয়ে পড়বি এতে !

মুঙ্গরী হাসলো। হেসে, দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন গাঢ় করে বললো, জড়িয়ে তো আছিই ! তাছাড়া, তোমাকে বাঁচাবো না ?

আমি কি চুরি করেছি ? না, ডাকাতি ?

না। বাবা বলছিলো যে, সোনা হচ্ছে সরকারেরই সম্পত্তি। কারোই অধিকার নেই সরকারী সম্পত্তিকে নিজের করে নেওয়ার।

সরকারের সম্পত্তি তো সবই ! সোনা তো অনেকই বড় কথা। আমাদের বন-পাহাড়, ফুল-ফল, শুয়োর-শম্বর, বাঘ-হাতি, কী নয় ! বল। আমাদের জীবন, জীবন-যাত্রা ?, আমাদের আনন্দ-দুঃখ সবই সরকারের সম্পত্তি। আমি কারো কেনা গোলাম নই। না উস্‌কির, না তোর দাদু সির্‌কা মুণ্ডার, না কোনো সরকারের।

দোষ তো তোমারই ! তুমি সবাইকে সোনা যে পেয়েছো, সে কথা বলতেই বা গেলে কেন ?

জানি। দোষ আমারই। আসলে দোষ ওই হাঁড়িয়ার। বুঝলি না, পিনেওয়ালা আদ্‌মী আর কাট্‌নেওয়ালা জানোয়ার হচ্ছে সমান। কখন যে কী করে বসে তারা তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। পাঁচ গাঁয়ের লোকের সামনে হাঁড়িয়া খেয়ে সেই দুপুরে চুর্‌ না হলে সোনা পাওয়ার কথা কি আর বলতাম ? নাকি সবাইকে মুঠি ভরে ভরে সোনাও দিতাম !

বোঝো তো সবই। তবে ?

বুঝলে কি হয়। হাঁড়িয়া বা মহুয়া যারা বেশি খেয়ে ফেলে, তারাই জানে। অবশ্য যারা না-খায় তারা তো সব হিসেবী মানুষ ; সাবধানী ! যারা খায় তারাই জানে কেমন করে মাথার মধ্যের সব ময়লা, নীচতা, ঈর্ষা, শত্রুতা, দৈন্য আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। তবু বলবো, পিনেওয়ালা আদমীদের দিল্‌-এ কোনো ময়লা থাকে না। তুই যাই বল আর তাই বল।

বাজে কথা ! বহৎ পিনেওয়ালা বদমাস্‌ও আমার দেখা আছে।

ছাড় ওসব কথা এখন। মুঙ্গরী, আমার সঙ্গে যাবি তো ?

কোথায় ?

সোনা আনতে ?

সোনা তো সরকার নিয়েই নেবে। তোমাকেও জেলে পুরবে। যে হল্লা-গুল্লা করেছো তুমি ! গিয়ে লাভ কি ?

আমাকে জেলে কে পুরবে রে মুঙ্গরী ? পৃথিবীর কোনো জেলেই আমাকে ধরবে না।

সোনা নিয়ে আসার পর কি করবে তুমি ?

BanglaBook.org

তোকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।

কোথায় ? বড় শহরে ?

মুঙ্গরী উঠে বসল চাটানের পাশে।

না রে ! তোর আজ্জার সঙ্গে ঝগড়া করি বটে কিন্তু সে জানে না যে, চাটান্ মুণ্ডা সির্‌কা মুণ্ডার চেয়ে কিছু ছোট মাপের মুণ্ডা নয়। সব সমাজেই যারা নষ্ট হবার তারা হবেই। চিরদিনই হয়েছে। কেউই তাদের আটকাতে পারেনি। কিন্তু কিছু লোক তা হয়নি বলেই সেই সমাজ আবার টিঁকেও গেছে। আমরা মুণ্ডারাও টিঁকে থাকবো। আমরা তো আজকের ভুঁই-ফোঁড় নই রে মুঙ্গরী ! নতুন-পয়সা-হওয়া 'দিকু' ব্যবসাদারদের মতো। আমাদের অতীত আছে, ঐতিহ্য আছে। আমরা 'হারাম'-এর আশীর্বাদধন্য মুণ্ডা। সিঙবোঙা এই পৃথিবীর ইজারা আমাদেরই দিয়েছিলেন। আমাদের মুছে দেবে এমন শক্তি আছে কার ? তোর ভয় নেই কোনো। দারিদ্র্যও আমাকে যেমন নষ্ট করতে পারেনি, সোনাও পারবে না।

জানি না। আমার বড় ভয় করে।

কী হবে ওসব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে। সোনা পেলে তুমি অন্যরকম হয়ে যাবে। যাবেই যাবে। আমার জন্যে একটুও সময় দেবে না। আমার যে তোমাকে নিয়ে অনেকই স্বপ্ন আছে চাটান্। আমার কথা কি মনে থাকবে তোমার ?

আমার নাম চাটান্ মুণ্ডা, মুঙ্গরী। যারা অসাধারণ পুরুষকে বিয়ে করে সেইসব মেয়েদেরও অসাধারণ হতে হয়। নইলে তারা পুরুষের কাজে সাহায্য না করে, ক্ষতিই করে। তুইও তো সাধারণ নোস্ মুঙ্গরী ! সোনা পেলে কতজনের ভালো করতে পারবো। সারা দিশুম্-এর।

যাই করো, শুধু আমারই জন্যে দিন-রাতের কিছু সময় আলাদা করে তোমাকে দিতেই হবে।

শোনই না। সোনা পেলে তো আর পেটের ধান্দা করতে হবে না। আমাদের এই সারা দিশুম, রাঁচি থেকে চক্রধরপুর, খুঁটি থেকে তামাড়, তামাড় থেকে থেকে বুণ্ডু এই সমস্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ গাছ পুঁতবো আমি। তোর আমার ছেলে বা মেয়ে যখন আমাদের বয়সী হবে তখন তারা দেখবে গাড়িকোদুরাংবুড়ু পাহাড়ের ঘন সবুজ নিশ্ছিদ্র জঙ্গলের মধ্যে থেকে আবারও হনুমান ডাকছে। দেখবে মাহাড়াওড়া, টেবো-ঘাট, বন্দগাঁও আর সুকান্‌বুড়ু পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের সমারোহ। পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, পাহাড়ী ঝোরার ঝরঝরানি শব্দ সব আবার ফিরে আসবে। প্রজাপতি উড়বে হাজারে হাজারে। আমাদের 'সোনারূপান্ রূপালেকান্ ছোটনাগাপুরা' আবার তার হারানো মহিমা ফিরে পাবে। সোনা যে আমার সেই জন্যেই দরকার। মুঙ্গরীর জন্যে সামান্যই সময়ও

BanglaBook.org

যে দিতে পারবো না তার অজুহাত হিসেবে এসব কি তোর পক্ষে মান্য অজুহাত নয় মুঙ্গরী ?

না।

গম্ভীর গলায় বললো মুঙ্গরী।

তারপর বললো, আমি একজন সামান্য মেয়ে। তোমাকে ভালোবেসেছি তোমারই জন্যে। সোনার জন্যে নয়। আমি তোমাকে আমারই করে চাই। অত কিছু করতে হবে না তোমার। এমনিতেই দিশুম্-এর জন্যে একা হাতে অনেকই করেছো।

তাহলে তুই আমার সঙ্গে নিজের জীবন জড়াস না মুঙ্গরী। বল্‌গির বাগোট কী লাহি কোম্পানির নতুন বাঙালী অফসরের গলায় ঝুলে পড়। দুধে-ভাতে, আদরে-সোহাগে থাকবি। বাগোটদেরও তো অবস্থা ভালো। আমি একটা বড় গোলমেলে মানুষ রে ! আমি তোকে দুঃখ ছাড়া কিছুই দিতে পারবো না। সোজা কথা সোজা করে বলাই ভালো। তুই খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখ। পরে উস্‌কির মতো আমাকে দুষিস না যেন !

মুঙ্গরী কথা না বলে, চাটানের বাঁদিকের বুকে মাথা রেখে তার ডান দিকের বুকের চুলে ওর ডান হাতের আঙুলে বিলি কাটতে লাগলো।

আকাশ আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হচ্ছিলো। তারাদের সবুজে-নীলে জেল্লা লাগছিলো। এখন বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব চারদিকে। পৃথিবীর বুকে শান্তি নেমেছে। কোলাহল নেই কোনো। ভারী স্নিগ্ধ, এই দগ্ধ পৃথিবী এখন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুঙ্গরী বললো, রাতে কোথায় যাবে ?

জানি না। যেতে যেতে তো সব দোকান বন্ধও হয়ে যাবে। তাছাড়া পয়সাও নেই। অবশ্য এখন আমাকে সকলেই বিনি-পয়সাতেই খাওয়াতে উদগ্রীব। এ পৃথিবী বড় স্বার্থপর রে মুঙ্গরী ! আমি যে সোনা পেয়েছি। হাঃ !

তাহলে ? খাবে কি না তারই ঠিক নেই ?

না।

শোবে কোথায় ?

কোনো দোকানের দাওয়ায় শুয়ে যাবো।

তোমার কি খিদে পেয়েছে, চাটান্ ?

পেয়েছিলো। তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর খিদে নেই।

সত্যি ?

তবে কোথাওই যেতে হবে না। আমার কোলে মাথা দিয়ে এখানেই ঘুমিয়ে থাকো। ভোর রাতে তুলে দেবো তোমাকে। তুমি চলে যেও, যেখানে যাবার, আমি চলে যাবো 'শোনেঘরে'। আর এই নাও। বলেই, নিজের ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আকাশের তারা-রঙা সবুজ একটা পাঁচ

BanglaBook.org

টাকার নোট বের করে চাটান্‌কে দিলো মুঙ্গরী।

বললো, কাল সকালে পেট ভরে খেও।

চাটান্ হাসলো। কৃতজ্ঞতার হাসি। বললো, পাঁচ টাকা দিলি। তুই তো খুব বড়লোক রে মুঙ্গরী!

মুঙ্গরী হেসে বললো, এক বছর আগে 'সারহুল্'-এর সময় লুকিয়ে রেখেছিলাম ঘরের কুলুঙ্গীতে। কেন জানি না, আজ মনে হলো টাকাটার দরকার আমার ফুরিয়েছে। তাই নিয়ে এলাম। তোমার সঙ্গে দেখা যে হবে তা তো জানতামই!

আর কথা বলিস না মুঙ্গরী। তোর চুলের ফুলেল তেলের গন্ধটা ভারী সুন্দর। এখন চুপ করে থাক। আমাকে দু'নাক ভরে তোর চুলের গন্ধ নিতে দে। কান পেতে শোন এই দিশুম্-এর রাতের কি বলার আছে আমাকে আর তোকে।

তারপরই হঠাৎ বললো, তোর সোনার গয়না আছে কোনো?

সোনার?

বলে, হাসলো মুঙ্গরী।

বললো, রূপোরই নেই! আছে রূপোর একটা দুল। আমি জন্মাবার পর আজ্জী দিয়েছিলো। আজ্জীরই দুল।

তোকে সোনা দিয়ে ভরে দেবো আমি। দেখিস।

চাই-ই না। তুমিই আমার সোনা।

॥ ১৬ ॥

বুজু ভেবেছিলো মাস দুয়েকের আগে ছুটি নেবে না। কিন্তু ওকে আর মুঙ্গরীকে নিয়ে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে এখানে তাতে ও খুবই অপমানিত বোধ করেছে। মুঙ্গরী নিজে বা মুঙ্গরীদের সমাজের কেউ যদি কিছু বলতো, তাহলেও অন্য কথা ছিলো। তারা কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। অথচ যা বলার তা বললেন বাবুজী আর পাঁড়েজী।

মাঝে-মাঝেই বুজুর মনে হয় এখানে আসার পর থেকেই যে, কলকাতার বুকে বসে জাত-পাত, জাতি-প্রজাতির ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিলো না ওর। এখানে আসার পর থেকেই ও বুঝতে পারছে যে, যে-ভারতবর্ষের স্বপ্ন ; দেশ যাঁরা গড়েছিলেন, তাঁরা একদিন দেখেছিলেন, সে-ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপায়ণ হতে আরও যুগ-যুগান্ত অপেক্ষা করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য এখনও দৈত্যেরই মতো মাথা উঁচু করে আছে এখানে। ইংরিজি-শিক্ষিত বা পয়সাওয়ালা জাতিরা ভারতের আদিবাসীদের এখনও সমান করে দেখতে চান না। মুখে যে যাই বলুন না কেন! সবচেয়ে অবাক হয়ে যায় ও পাঁড়েজীকে দেখে। যে-মানুষকে মুণ্ডা সমাজ তাঁদের

BanglaBook.org

মেয়ে দিয়ে তাঁদেরই একজন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেই মানুষই বুজুর সবচেয়ে বড় সমালোচক। এতো কথা অবশ্য বুজু একতরফাই ভাবছে। মুঙ্গরীর মনের কোনো হদিস্ সে তো এখনও পায়নি। আর পাবেও না। এখানে থেকে, এই চাকরি করতে হলে এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে এখানে থাকা যাবে না। আর এখানে না থাকতে পেলে, মুঙ্গরীকে একটু চোখের দেখাও দেখতে পাবে না। তাহলে থেকেই বা কী লাভ ! এ চাকরি ছাড়লে সে যে না খেয়ে থাকবে এমন তো নয় ! অন্য চাকরি পেয়ে যাবে সহজেই।

সামনের রবিবার সে তিন দিনের জন্যে কলকাতা যাবে বলে ছুটি নিয়েছে। এখানে হাটের দিনই কারখানার ছুটি থাকে। মূরহুর হাট বৃহস্পতিবারে। রবিবার রাতে চক্রধরপুর থেকে রাউরকেল্লা-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরেই ফিরবে। বাবুজী সানেকা মুণ্ডাকে বলে দিয়েছেন যে গাড়ি নিয়ে বুজুকে স্টেশানে ট্রেন ধরিয়ে দেবে। একটু তাড়াতাড়িই বেরোবে সেদিন। ট্রেন গভীর রাতে। এ-পথে রাত-বিরেতে কেউই যেতে চায় না, কারণ, ডাকাতির ভয়। যাদের সঙ্গে চুরি-ডাকাতিতে লোকসান হবার কিছু থাকে, তাদের না-হয় ভয় হয়। বুজুর কি ? সানেকাও বলেছিলো, রাতে গেলে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। দিনে যা গরম ! সিন্নুও তাই বলেছিলো।

সানেকা বলছিলো, আপনি কখনও 'দাবানল' দেখেছেন স্যার ?

না। দেখিনি। আগুন বলতে দিদির বিয়ের হোমের আগুন আর বড়মামার চিতার আগুন ! অভিধানে "দাবানল" বলে একটি শব্দ অবশ্য পড়েছি। কিন্তু সেটা কী বস্তু তা দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কখনওই হয়নি।

এদিকের সব পাহাড় তো ন্যাড়াই হয়ে গেছে। বন্দগাঁও-এর পর থেকেই জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। টেবো-ঘাট অবধি জঙ্গল এখনও আছে। 'দাবানল' যে রোজই দেখা যায় তা নয়। তবে যদি আপনার ভাগ্যে থাকে, তবে এতোখানি পথের কোথাও না কোথাও পাহাড়ের গায়ের বনে বা খাদে আগুন লেগে থাকলে রাতে চক্রধরপুর যাবার পথে দেখতে পাবেন। এই সময়েই তো আগুন লাগে। অবশ্য এপ্রিল মাস থেকেই লাগতে শুরু করে। কেমন মালার মতো আগুন দুলতে দুলতে ছুটতে থাকে ; দেখতে পাবেন, যদি কপালে থাকে।

এমনিতেই তো জঙ্গল নেই তার উপর প্রতি বছর আগুনে জঙ্গল নষ্ট হয়ে যায় ?

হয় বৈকি ! লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি টাকার গাছ পুড়ে যায়।

কি করে লাগে এই আগুন ?

সিন্নু বললো, পাহাড় বন যখন শুকিয়ে যায় তখন পাথরে পাথরে ঘষা

BanglaBook.org

লেগে বা পাতায় পাতায় ঘষা লেগেও আগুন জ্বলে ওঠে।

শুধু তাই নয়। সানেকা বললো, শুকনো জঙ্গলে কেউ বিড়ি খেয়ে ফেললে বা আগুন জ্বালাতেও তা থেকেও হতে পারে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত জঙ্গলের পর জঙ্গল, পাহাড়ের পর পাহাড় দাউ-দাউ করে জ্বলে যেতে থাকে। দিনের বেলায় তো আগুন দেখা যায় না। ধুঁয়ো দেখা যায় শুধু একটু একটু। রাতের বেলাই চোখে পড়ে আগুন।

আগুন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, তা আটকাবার জন্যে বনবিভাগ কোনো বন্দোবস্ত করে না ? বিদেশে তো হেলিকপ্টারে করে আগুন নিভোয় পড়েছি। কানাডাতে, ইউ এস এ-তে যেখানে বিরাট বিরাট জঙ্গল আছে, সেখানে।

সানেকা ও সিন্নু সমস্বরে বললো, এখানে ওসব কিছু নেই। হিলিকমটারে চড়ে কখনও সখনও তো মন্ত্রীরাই আসেন শুধু। এখানে বড় রাস্তা এবং বনের ভিতরের পথের দুপাশে শুধু তিন-চার হাত জায়গা নিয়ে বনবিভাগের লোক নালা খুঁড়ে রাখে। কোথাও কোথাও তাও করে না। শুধু পথের সমান্তরালে ঝোপ-ঝাড় ও শুকনো পাতা তিন-চার হাত মতো পরিষ্কার করে রাখে। তাকে বলে ফায়ার-লাইন।

কেন ? এরকম করে কেন ?

করে, এই জন্যে যে ধরুন পথের ডানদিকে যদি আগুন লেগে থাকে, তবে সে আগুন পথের বাঁদিকের জঙ্গলে যাতে পৌঁছতে না পারে। ঐ নালাতে এসে বা যেখানে ঝোপ-ঝাড় বা আগাছা ও শুকনো পাতা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সেখানে এসেই আগুন থেমে যায়।

ঐ পরিষ্কার জায়গাতে বা নালাতে এসে আগুন ল্যাংড়া হয়ে যায়। তারপরেই পড়ে যায়। পা ছাড়া কেউ কি এগোতে পারে ?

সিন্নু বলেছিলো।

॥ ১৭ ॥

তাজ্না নদীর এই দিকটা বেশ নির্জন। তাজ্না শেল্যাক ফ্যাক্টরির পরে নদীটা একটা বাঁক নিয়ে একটি মুণ্ডা গ্রামের পাশ দিয়ে এসে একেবারে ফাঁকাতে পড়েছে। এখানে নদী একেবারেই একা। কিছু ঝাটি-জঙ্গল আছে, কিছু পাখি, কাঠবিড়ালি ; ক্বচিৎ-শেয়াল। মুণ্ডাদের গাঁয়ের কাছাকাছি শেয়ালদের থাকার সাহসও নেই। শেয়ালের চর্বি মুণ্ডারা নানা ওষুধের কাজে লাগায় তো !

চাটান্ বলেছিলো মুঙ্গরীকে, কারখানাতে না গিয়ে এখানেই আসতে। সে আজ এদিকে গাছ লাগাবে সারাদিন। সেইটাই ভুল করেছিলো মুঙ্গরী। 'শোনেঘর' থেকে রাতে, বিশেষ করে কোনো উৎসবের রাতে চলে এলে

BanglaBook.org

এবং শেষ রাতে ফিরে গেলে কারোই চোখে পড়ে না। কিন্তু কারখানায় না-গেলে চোখে পড়ে সকলেরই। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের বাবা যে কারখানাতে কাজ করে, সেই কারখানায় না গেলে তো সকলেরই চোখে পড়ারই কথা। দিনের রুজিও মারা যায়। আর রুজি নিয়ে রসিকতা করার মতো অবস্থা তো মুঙ্গরীদের নয়!

তবুও এসেছিলো। কারণ চাটান্-এর কথা অমান্য করে, এমন জোর মুঙ্গরীর নেই। আরও নেই, কারণ যেদিন সাসান্ডিরিতে আজ্জার সঙ্গে দেখা করার পর চাটান্ ফিরে যাবার সময় মুঙ্গরী তাকে অবাক করে দিয়ে গাছতলাতে পাকড়েছিলো, সেদিনই এক অঘটন ঘটে গেছে। এতোদিন এতোবার চাটান্-এর সঙ্গে মিলেছে সে কিন্তু এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম!

বড় ভয়ে আছে মুঙ্গরী। এমনিতে তেমন ভয় ছিলো না। বাগোট্ এমনকি বুজুবাবুর সঙ্গেও ব্যাপারটা ঘটলে ভয় পেতো না। ভয় পেয়েছে আজ্জার কাছে একথা শুনে যে, টাংলাটোলির চাটান্ মুণ্ডা আসলে আজ্জা সির্কা মুণ্ডারই প্রথম বৌ-এর বড় নাতি। সে মরেও গেছে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। আর আজ্জার সঙ্গে তার "সাকাম্চারি"ও হয়ে গেছিলো আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে। তাই চাটান্, মুঙ্গরীর ভাই-ই হলো সম্পর্কে। ভাই-বোনের মধ্যে কেনো ব্যাপার মুণ্ডা সমাজ এখনও ক্ষমার চোখে দেখে না। সে বড় পাপের কথা।

একে তো 'সাকাম্চারি' না-করেই উস্কির ঘর ছেড়ে এসে এবং বাউণ্ডুলে জীবন যাপন করে চাটান্ এই অঞ্চলের সকলের কাছেই "বাগী" হয়ে গেছে। সমাজ-বহির্ভূত। সমাজ ওকে টাঁড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া বা মূয়া-ভূতে ভুলিয়ে-নেওয়া বলদ বা মোষের মতোই তাড়িয়ে দিয়েছে। একেই তো সে সমাজ-তাড়ানো মানুষ, তায় আবার রক্তসূত্রে বড় ভাই; তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কের ফল হিসেবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়াতে মুঙ্গরীও সমাজ থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে পড়েছে। এই অবস্থার কথা মনে করে বেপরোয়াই হয়ে উঠেছে ও।

সেদিন রাতে পুরোনো কথা বলতে বলতে সির্কা আজ্জা বলেছিলো আদর করে নাতনি মুঙ্গরীকে। জানিস তো মুঙ্গরী, এ উস্কির বর চাটান্ ছেলেটা ওর সব দোষ সত্ত্বেও আমাকে টানে কেন?

কেন?

অবাক হয়ে মুঙ্গরী শুধিয়েছিলো।

টানবে না? আসলে ওর মধ্যে যে আমারই রক্ত বইছে। ওর আজ্জীর নাম ছিলো হাঁস্সী। বড় তেজী মেয়ে। কিন্তু শরীর বড়ই প্রবল ছিলো ওর মধ্যে। মনে হতো যেন কোনো বেদেনীর রক্ত বইতো ওর শরীরে। তোর আজ্জা সির্কা-মুণ্ডা দশ-বিশ গাঁয়ের প্রধান হবার জন্যেই জন্মেছিলো। তার পক্ষে যত রূপ আর তেজই থাক না কেন, সেই মেয়ের সঙ্গে ঘর করা

BanglaBook.org

সম্ভব ছিলো না। তাই "সাকাম্চারি" করে তোর এখনকার আজ্জী ঝারিওকে বিয়ে করি আমি। এই কথা তোর আজ্জী জানে আর জানে এ-গাঁ সে-গাঁয়ের ক'জন বুড়ো-বুড়িরা, যাদের বয়স আশি-পঁচাশি হয়েছে এবং এখনও যারা বেঁচে আছে।

এতোদিন একথা বলোনি কেন আমাকে আজ্জা ?

স্তম্ভিত গলায় শুধিয়েছিলো মুঙ্গরী।

বলবো কেন ? বলার তো কোনো প্রয়োজন ঘটেনি। সেদিন তুই চাটান্-এর কথা বললি, আর চাটান্ ইদানীং ঘন ঘন আমার কাছে আসছে তাই ওর কথা উঠলো বলেই বললাম। মনেও পড়ে গেলো ; বলতে পারিস। ওর নাক-চোখ-চিবুক সব ওর আজ্জীর মতোই হয়েছে। হাঁস্সী মরে গেছে তাও তো আজ পঞ্চাশ বছর হবে। কামান্দা গ্রামে বাড়ি ছিলো ওদের। চাটান্কেও কখনও আমি বলিনি একথা। কে জানে, হাঁস্সীর দ্বিতীয় স্বামী গাঞ্জু কখনও জানিয়েছিলো কিনা ওদের। সেও মরে গেছে আজ চল্লিশ বছর হলো। চাটানের মা যে আমারই মেয়ে সে-কথাও চাটান্ জানে কিনা জানি না। চাটান যখন তার মায়ের পেটে তখনই মারা যায় তার স্বামী নাটান্। ও কোনোদিনও আমাকে বলেনি, আমিও কোনোদিন বলিনি। ওদের গাঁয়ে একবার ওলাওঠা মারী এসেছিলো তখন এতো লোকই মারা যায় যে লোকে আর পরম্পরা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তার পরে। যারাই বেঁচে থেকেছে তারাই বর্তে গেছে। অবশ্য চাটানের মা বিস্পাতিয়াও মারা যায় ঐ মারীতেই। তখন চাটানের বয়স পাঁচ-ছয়ই হবে। ঠিক মনে নেই।

চাটান্কে আমি বলবো ?

মুঙ্গরী বলেছিলো।

সির্কা মুণ্ডার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠেছিলো। বলেছিলো, তোর সঙ্গে ওর দেখা হয় নাকি ? কোথায় দেখা হয় ?

ধরা পড়ে গেছিলো মুঙ্গরী। বলেছিলো, এই এখানে-ওখানে। হাটে-টাটে।

দেখিস নাতনি। সাবধান। ওর কাছ থেকে অনেকই কারণে সাবধান। ও একদিন ভরদুপুরে ঝির্পানির "নাগে-এরা"র পুকুরে চান করেছিলো। ওর সঙ্গে উস্কির কোনো সম্পর্ক নেই অথচ ও "সাকামচারি" নেয়নি এখনও। গত বছরে ওর পা কেটে গেছিলো তার পর ঘা হয়ে যায়। সেই ঘায়ে নীল-মাছিরা ডিম পেড়েছিলো। তারপর "খুম্বুরু-জম্বুরী"র অপরাধ তো আছেই। সোনার লোভ ও একাই করেনি, সবাইকেই সেই লোভ ধরিয়েছে। ও "রাণু-দা" হয়ে গেছে। ওর একেবারে সামনেই ওর শেষের দিন ওত পেতে আছে। ওর সঙ্গে কোনোরকম ভাব-সাব করতে যাস্নে যেন। করলে, তুইও "রাণু-দা" হবি। তোরও শেষের দিন এগিয়ে

BanglaBook.org

আসবে। তোকে আমি খুবই ভালোবাসি মুঙ্গরী। আমার নাতনি বলেই শুধু নয়, তুই সুন্দরী বলে, তোকে দশ-গাঁয়ের মানুষ ভালোবাসে বলে। তুই আমাদের বড় আদরের রে মুঙ্গরী। তা কি তুই বুঝিস না ?

মুঙ্গরী বললো, বুঝি আজ্জা।

মনে মনে বললো, আর কী ! এখন তো বোঝাবুঝি সবই শেষ।

কি রে ?

মুঙ্গরীর চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শুধোলো সির্‌কা মুণ্ডা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুঙ্গরী বললো, নাঃ। কিছু না আজ্জা।

চাটান্‌-এর সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা করিস নাকি তুই ? কখনো করিস না। তোর মতো মেয়ের জন্যে ভালো ছেলের কি অভাব এতো বড় দিশুম-এ ?

মুঙ্গরী উত্তর দিলো না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে সবই। এখন দুজনেই তো "রাণু-দা"।

কথা বলছিস্‌ না যে ? কি রে ?

আজ্জার মুখের দিকে চেয়ে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মিথ্যে কথা বললো মুঙ্গরী। আরে, তুমি তো বলেইছো যা বলার। করবো না।

আজ্জার মুখের উপরে এতো বড় মিথ্যাটা বলার জোর কি করে পেলো ও নিজেই জানে না। কিন্তু ভিতরের এক অচেনা উৎস থেকে জোর এলো। নিজেই অবাক হয়ে গেলো ও।

এই তো আমার সোনার মেয়ে, সোনার নাতনি ! বলে, বুড়ো সির্‌কা মুণ্ডা মুঙ্গরীর মাথাটা নিজের লোল-চর্ম দু-হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করে দিলো। বিড়বিড় করে বললো, সোনালেকান্‌।

মুঙ্গরী, আজ্জার আদর শেষ হলে বললো, তুমি তোমার নাতি চাটানকে ভালোবাসো না আজ্জা ? তুমি ?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো সির্‌কা মুণ্ডা। এই হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলো। তারপর বললো, নিশ্চয়ই বাসি। ওর শরীরেও যে আমারই রক্ত বইছে রে মুঙ্গরী। শুধু ভালোইবাসি না ; ওকে সমীহও করি। আজ থেকে নয়, ওর শিশুকাল থেকে। ও একটা ছেলের মতো ছেলে। অমন একটা ছেলে নেই দশ-বিশ গাঁয়ে। কিন্তু ওর দিদিমার রক্ত যে আছে ওর শরীরে। ঘর-বাঁধা ওর রক্তেই নেই। ঘর-ভাঙার রক্ত নিয়েই এসেছে ও। দেখিস তুই ! কত ঘর যে ভাঙবে ও এই এক জীবনে ! কিন্তু লোভে পড়ে বা মতলব করে ভাঙবে না। চাটান্‌-এর মধ্যে এমন কিছু আছে যে, যে-মেয়েই ওর কাছে আসবে সেই তার জন্যে পাগল হবে। কিন্তু ও যে নিজেই পাগল। একজনকে সুখী করার পর তার দুঃখের দিকে না তাকিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে অন্যের বুকে ছুটে যাবে। ওকে যেই ভালোবাসবে, তারই অশেষ দুঃখ।

BanglaBook.org

আর ?

মুঙ্গরী বললো চোখ নীচু করে।

আর, শুধু মেয়েদের ব্যাপারেই নয়, ও পুরো গ্রাম, পুরো সমাজকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার ক্ষমতাও রাখে। স্বভাব-নেতা ও। একদিকে দাঁড়িয়ে ও যদি ডাক দেয় তবে অন্যদিকে দাঁড়ানো আমার ডাক উপেক্ষা করেও সব মরদেরা ওর দিকেই চলে যাবে। ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। তবে কী জানিস, নেতৃত্বের গুণ থাকলেই হয় না রে, নেতার কিছু গড়ে তোলার গুণও চাই। কিছু তৈরি করার ! ভেঙে ফেলার মধ্যে, সে ঐতিহ্যই হোক কী সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই হোক ; কোনোই বাহাদুরি নেই। সে তো যুগে যুগে অনেকেই ভেঙেছে, মন্দির, শান্তি, দুর্গ, স্থিতি অনেকেই অত্যাচার করেছে। তাদের মধ্যে, ভেঙে ফেলেও নতুন করে গড়ে নেবার ক্ষমতা ক'জনের ছিলো বা থাকে মা বল্ ? তার পেছনে অনেক দিশুম্-এর লোকবল থাকলেই কেউ নেতা হয় না, দলের উদ্দেশ্য কি সেইটাই নেতার নেতৃত্বের বড় বাহাদুরি ! ও স্বভাব-নেতা যে, সে-কথা ও নিজেই জানে না। এর চেয়ে বিপজ্জনক দোষ কোনো নেতার মধ্যে আর কিছুই হতে পারে না। ও নিজের জীবন নিয়েই ছিনিমিনি খেলছে মনে করে, আমাদের পুরো সমাজের জীবনকেও নষ্ট করে দিতে পারে একেবারেই আচম্বিতে।

চাটান্ তাহলে, তাড়িয়ে-দেওয়া মানুষ হিসেবে সারাজীবনই একা একা থাকবে ? ওকে রেঁধে দেবার কেউ থাকবে না ; ওকে সঙ্গ দেবার কেউ ?

থাকবে না কেন ? বললাম তো, অনেকেই থাকবে। তবে ও ঘর কারো সঙ্গেই বাঁধবে না। বলেছি না, ওর শরীরে বেদেনীর রক্ত আছে। তুই কি চাটান্‌কে ভালোবাসিস্ নাকি ? কী সর্বনাশ !

মুঙ্গরী বললো, আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যেন ! অন্যের বরকে ভালোবাসতে যাবো কোন্ দুঃখে ?

এই তো ! এই তো আমার বুদ্ধিমতী নাতনি !

দূর থেকে দেখতে পেলো মুঙ্গরী চাটান্‌কে। উবু হয়ে বসে নদীর পারে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর বীজ পুঁতছে। ওর চারদিকের প্রকৃতি, পৃথিবী, পরিবেশ সবকিছু সম্পর্কেই ও এই মুহূর্তে উদাসীন। সম্পূর্ণই উদাসীন। নিজের কাজের মধ্যেই একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে।

সকালের রোদ তখনও নরম ছিলো। মুঙ্গরীকে দেখতে পেয়েই চাটান্ উঠে দাঁড়িয়ে, হাসলো। তারপর মুঙ্গরী কাছে যেতেই লালমাটি-মাখা হাতেই জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলো। সমস্ত মন বিবশ হয়ে গেলো মুঙ্গরীর। মনে মনে বললো, এই মানুষটাকেই নাকি সমাজ তাড়িয়ে দেয় ! এর কাছে এলেই নাকি অমঙ্গল ! এই নাকি "রাণু-দা" ? পরম দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে নাকি ওরই জন্যে ? তাই যদি হয়, তাহলে মুঙ্গরীর এতো বুদ্ধি সব মিথ্যা, ভালোত্ব মিথ্যা ; মুঙ্গরীর মা-হওয়ার সম্ভাবনাও

BanglaBook.org

মিথ্যা, এমনকি মিথ্যা আকাশময় আলো-ছড়ানো এই প্রচণ্ড সত্য, প্রত্যক্ষ সিঙবোঙার জাজ্বল্যমান অস্তিত্বও !

কি গাছ লাগাচ্ছো চাটান্, তোমার একার কি দায় ? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ?

দায় যারা কাঁধে নেয় মুঙ্গরী, দায়টা চিরদিনই তাদেরই একার। শুধু গাছ লাগানোর দায়ের কথাই বলছি না, সব দায়ের কথাই বলছি। কিন্তু তুই দেখে নিস্। একদিন এই দিশুম্, দিশুমের পর দিশুম্ কেমন সবুজে-সবুজ হয়ে যাবে। আমার নাম করবি তোরা সকলে, তোর ছেলে-মেয়েরা ; খুঁটি থেকে টেবো-ঘাটের মধ্যের সব গাঁয়ের মানুষেরা।

ছেলেমেয়েরা কথাটা তুলতেই মুঙ্গরীর মুখে বুকের মধ্যের কথাটা এসে গেছিলো। কিন্তু চাটানের নিষ্পাপ, সরল, উস্কির-দেওয়া আঘাতে আহত অন্য জগতের সেই মুখটির দিকে চেয়ে সে এই মুহূর্তের গাছের লতার-পাতার-ফুলের অনাবিল স্বপ্নে-বিভোর চাটান্কে কথাটি বলতেই পারলো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুঙ্গরী বললো, তাও তো তোমার ঘর থাকলেও বা বুঝতাম !

চাটান্ হাসলো। হাসলে চাটান্কে ভারী সুন্দর দেখায়। বললো, কে বলেছে ঘর নেই ? যখনই যে ঘরেই যাবো আমি সেই ঘরই আমার ঘর।

মুঙ্গরী আঁচলের গিঁট খুলে বললো, এই নাও। খাও।

কি ওগুলো ?

শিশুর কৌতূহলে বললো চাটান্।

আমসত্ত্ব আর কাঁটালের বীচি ভাজা। মা আমাকে দিয়েছিলো। আর এই টিফিন-ক্যারিয়ারে দুপুরের খাবার তো আছেই !

বাঃ ! আজ তো রীতিমতো ভোজ তাহলে। তুইও খা। আমি নদীতে হাতটা ধুয়ে আসি।

চাটান্ ফিরলে, মুঙ্গরী বললো, তুমি কি কি গাছ লাগাচ্ছো ?

যে গাছই পাচ্ছি, যে বীজ পাচ্ছি ; তাই। এই রোদে তো চারা বাঁচবে না। তাই গর্ত করে করে নানা গাছ-পাতা-লতার বীজ পুঁতে দিচ্ছি। বর্ষা নামলেই নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে। বীজের অংকুরিত হওয়া গাছে গাছে নতুন পাতা যেদিন বৃষ্টির পর প্রথম ফুটে বেরোয় তা দেখতে যে কী ভালো লাগে তা কী বলবো ! তুই দেখেছিস ?

এই কথাক'টিতে মুঙ্গরীর সারা শরীর যেন মঞ্জরিত হয়ে উঠলো। ঠোঁট নড়ে উঠলো একবার। কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেলো। নিজেকে অংকুরিত কোনো গাছ বলে মনে হলো। তবুও নিজেকে বললো মুঙ্গরী, পরে, পরে।

চাটান্ বললো, বেশি করে লাগাচ্ছি আম, লিচু, কাঁঠালের বীচি। শালের

BanglaBook.org

বীজ। শিমুলের। বাঁশের গোড়া। বয়ের। ক্ষয়ের। তাছাড়াও জরিবুটিতে যেসব গাছ-লতা কাজে লাগে, যেমন হাড়কান্‌কালি, পস্‌রা, কালমেঘ, গ্যাঁদা, গোড়বাজ ঘাস, করৌঞ্জ, গোল্‌চি আরও কত কী।

তুমি জড়িবুটি জানো বুঝি ?

জানি না ? তোর তো মা আছে, আজ্জী আছে, তোর না জানলেও চলে। ছেলেবেলা থেকে তো আমি একা একাই বড় হয়ে উঠেছি। বাবা মরে গেছিলো আমি জন্মাবার আগেই। আর মা মরে গেছিলো পাঁচ বছর বয়সে। মামাবাড়িতে প্রায় একা একাই বড় হয়ে উঠেছি। লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়ে। তাই তো আমি বদ্‌মেজাজী এমন।

কি জানো জড়িবুটি তুমি ?

ধর্ পেট খারাপ হলে, মানে বারে বারে ময়দানে যেতে হলে, আমের বা পস্‌রা বা শিমুলগাছের ছিল্‌কা ছেঁচে রস করে নিয়ে তারপর ছেঁকে খেলেই ভালো হয়ে যাবি। হজম যদি না হয়, কালমেঘ-এর রস। ঠাণ্ডা লেগে যদি জ্বর হয়, তবে গোলমরিচ আর রসুন, সর্ষের তেলের সঙ্গে গরম করে শরীরে মালিশ করলেই একদম চাঙ্গা। যদি মাথা ব্যথা করে তবে বাঁশপাতা, বয়েরের পাতা, পেয়ারার পাতা, পুকুরের পাশে যে গোড়বাজ ঘাস হয়, সেই ঘাস এই সব একসঙ্গে পিষে নিয়ে কপালে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দিলেই ব্যসস্। যদি হাত-পা মচ্‌কে যায়, তবে হাড়কাঙ্কানি গাছের গায়ে গায়ে যে লতা ঝোলে বা হাড়কাঙ্গালির ছাল ভালো করে পিষে নিয়ে করৌঞ্জ বা কাড়ুয়ার তেল গরম করে গোল্‌চি বা শালের পাতায় দিয়ে, তার উপরে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দে। বেঁধে দিয়ে তারপর হাত বা পা আগুনে একটু সেঁকে নে, ব্যসস ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। আস্তে আস্তে ভালোও হয়ে যাবি। আরও কত্তরকম জড়িবুটি আছে। তোর কিছু হলে আমাকে বলিস, দেখিস, আমি কম বড় ভগত নই!

মুঙ্গরী একদৃষ্টে চাটান্-এর মুখে চেয়েছিলো। বললো, বাব্বা ! কত্ত কী জানো তুমি !

তুইও জানিস।

চাটান্ বললো।

কি ?

তা বলবো না, বলেই, হাসলো চাটান্ আবার।

চাটান্ হাসলেই মুঙ্গরীর সঙ্গে সঙ্গেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে তাকে।

কেন বলবে না ?

চাটান্ মুখ-চোখের এমন একটি ভঙ্গি করলো, তা বলার চেয়েও বেশি হলো !

মুঙ্গরী ভীষণ কপট রাগের সঙ্গে বললো, পাজি কোথাকার ! বলেই, হেসে ফেললো।

BanglaBook.org

খাবারটা খাওয়া হতেই গাছের ছায়ায় দুজনে ঘন হয়ে বসলো। তাজ্‌নার জলের পাশে তখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিলো একটা। হঠাৎ চাটান্‌ তার সুরেলা গলাতে গান ধরে দিলো। প্রতিটি পর্দা সুরে একেবারে ভরপুর।

মুঙ্গরী ভাবছিলো চাটান্‌ আর ও মিলে তো গানের দলও বানাতে পারে একটা।

"দোলাংহো পিরিওসুরি হুন্দি বা।
দোলাংহো শুশুম্‌কোতেলা ॥
দোলাংহো ইচাচিংড়িচম্পায়েরা।
দোলাংহো কারামেকোতেলাং ॥"

চলো প্রিয়া, হুন্দিফুলের মতো সুন্দরী, চলো আমরা নাচতে যাই। ইচা ফুল চিংড়ি ফুল আর চম্পা ফুলে সেজে নাও, চলো আমরা নাচতে যাই ॥

মুঙ্গরীও দুলতে দুলতে গাছে হেলান দিয়ে বসে চাটান্‌-এর হাতে হাত রেখে গাইতে লাগলো

"কাইঞাহো গাতিং বাঙ্গাইয়া।
কাইঞাহো শুশুন্‌কোতেদো ॥
কাইঞাহো সাঙ্গানিওবাঙ্গাইয়া।
কাইঞাহো কারামেকোতেলাং ॥"

না, না, না। আমি নাচতে যাবো না। তোমার সঙ্গে প্রেম আমার নেই। আমার জুড়ি যে সেই নেই, তাই তোমার সঙ্গে কার্‌মা নাচতে আমি যাবো না।

চাটান্‌ হাসতে হাসতে এবারে গাইলো

"দোলাংহো শুশুম্‌রেলাং নামিঞা।
দোলাংহো শুশুমকোতেলাং ॥
দোলাংহো কারামেরেলাংচিলাইয়া।
দোলাংহো কারামেকোতেলাং ॥"

চলো, চলো প্রিয়া, কার্‌মা নাচের জায়গায় গেলেই তোমার জুড়িকে খুঁজে পাবে তুমি!

মুঙ্গরী গাইলো

"কুড়িহো আয়াররেচিতায়াম্‌রে।

BanglaBook.org

কুড়িহো কাঁইলেলিলেনি ॥
কুড়িহো থালারেচিআতমরে।
কুড়িহো কাঞ্চিনাচিনাই ॥"

(কোথায় জুড়ি ? কোথায় জুড়ি ? আগে পিছে কাউকে দেখি না। সারির ভিতরেও কেউ নেই। ও ছেলে ! কোথায় তুমি নিয়ে এলে আমাকে ?)

গান শেষ হলে দুজনেই হেসে ঢলে পড়লো এ ওর গায়ে। তারপরই স্তব্ধতা। তাজ্‌নার জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। আকাশে লাল চিলের চিৎকার।

মুঙ্গরী বললো, শোনো চাটান্, ওর চিবুকে তর্জনী ছুঁইয়ে বললো, শোনো।

কি ?

তোমাকে, না একটা কথা বলবো।

তা বল্।

বলবো, একটু পরে। তোমাকে···

মুঙ্গরী জানতো যে, কথাটা বলা হবে না। তাছাড়া, ওর ভুলও হতে পারে। আরও দিন দুই যাক।

মনে মনে বললো, কদিন পরেই···

এ-ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যখন ; তখন।

চাটান্ বললো, কি ভাবছিস ? কি ভাবছিস বল্ তো তুই তখন থেকে ?

ভাবছি, তোমার না-হয় ঘর না হলে চলে যায়, আমার তো যাবে না। আমি থাকবো কোথায় ?

তুই এখন থাকিস "শোনেঘর"-এ। তোকে আমি 'সোনেঘর' করে দেবো রে মুঙ্গরী ! সোনার ঘর।

ম্লান হাসি হাসলো মুঙ্গরী।

কি হলো ?

কবে কি হবে ? এদিকে···

এদিকে কি ?

মুঙ্গরীর মাথার মধ্যে অনেকরকম চিন্তা এসে একসঙ্গে ভিড় করেছিলো। চাটান্-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, চাটান্-এর বিপদ সম্বন্ধে। আজ্জা, সির্‌কা মুণ্ডার কথা তো একেবারে ফেলে দিতে পারে না সে।

মুঙ্গরী বললো, এদিকে আমি বোধহয়···

কী ?

মা হতে চলেছি।

কথাটা পেটের মধ্যে ফুলছিল অনেকক্ষণ ধরে, বলেই ফেললো।

BanglaBook.org

বাঃ। কী ভালো খবর রে মুঙ্গরী! বলেই, মুঙ্গরীকে জড়িয়ে ধরলো চাটান্।

তারপরই বললো, কিন্তু বাপটা কে?

মুঙ্গরী স্তব্ধ হয়ে তাকালো চাটান্-এর মুখে। কোনো কথা বলতে পারলো না প্রথমটায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তুমি জানো না?

নাঃ। জানবো কী করে? বাগোট্? না বুজুবাবু? তোরা তো নদীরই মতো। নদী তো বিশেষ কারো নয়, নদী সবার।

মুঙ্গরীর ভোমরার মতো চোখ দুটি জলে ভরে এলো। সে বললো, তুমি! তুমি!···তুমি বড় খারাপ! এ ব্যাখ্যা ছেলেদের ব্যাখ্যা, মেয়েদের নয়।

তবে কি আমি? সত্যিই আমিই তো রে মুঙ্গরী?

বলেই, চাটান্ লাফিয়ে উঠলো। ওর কোঁকড়া কালো সিথির দু'পাশে দু'ভাগ করা চুলগুলোও যেন ওরই সঙ্গে অনেকগুলো কালো কালো আঙুল হয়ে লাফিয়ে উঠলো। বললো, আমি? বলিস্ কি রে? তাহলে যে এতোদিন উস্‌কি বলতো···উস্‌কি বলতো, আমি···। বলিস্ কি রে মুঙ্গরী সোনা! তুই বলিস কি রে?

পাগলের মতো করতে লাগলো চাটান্ মুঙ্গরীকে নিয়ে।

মুঙ্গরী নদীর দিকে চেয়ে বসেছিলো। দু' চোখ তখনও জলে ভরেছিলো ওর।

চাটান্ বললো, তবে তো ঘর বানাতে দেরি করলে চলবেই না আর। চল্ আমি আর তুই সোনা আনতে কালই যাই। আর দেরি নয়। আর কাউকে নেবোও না সঙ্গে।

মুঙ্গরী বললো, আজই গেলে হতো না? কারণ আজ তো কারখানাতে যাইনি। বাবা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই জানতে পেরে গেছে। তবে বাড়ি-ফেরা অবধি জানতে পারবে না যে, আমি অসুস্থ কি-না! বাড়ি গিয়ে তখনই বুঝতে পারবে যে, আমি কারখানার নাম করে অন্য কোথাও গেছি। তারপর কালকে তো আমাকে চোখে চোখে রাখবে। হয়তো সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে কারখানাতে। কারখানাই তো আমাদের রুজি।

তবে?

চিন্তান্বিত গলায় বললো চাটান্।

একটু পরে বললো, তাহলে চল্ আজই যাই। তোর যখন ইচ্ছা। ও, তোদের কারখানাতে তো লাহির জন্যে অনেক চটের বোরা আসে। দুটো বোরা জোগাড় করে আনতে পারিস?

তা পারি। তবে দাম নেবে। বলতে পারি, হপ্তার মজুরি থেকে কেটে নিতে।

BanglaBook.org

তাই ভালো। আর একটা কোদাল চাই। কোদালটা না-হয় আমিই উস্‌কির বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো। আমার নিজেরই কোদাল। ও বাড়ি থেকে তো বাঁশি আর শাবলটা ছাড়া কিছুই আনিনি আমি। কোদালটা নিয়ে আমি বুড়্‌জুর মিশানের পথ আর পিচ-রাস্তার মোড়ে এসে গাছতলাতে বসে থাকবো। তুই না-হয় বোরা দুটো নিয়ে কারখানা থেকে ঐখানে হেঁটে আসিস। ঐ জায়গাটাই একটু নির্জন। ঐখান থেকেই বাসে চড়বো আমরা। নইলে তো সবাই জেনে যাবে।

শাবলটা নেবে না ?

তা তো নেবোই।

তাহলে ? আমি যাই ? এগোই ?

দাঁড়া ! দাঁড়া ! বাড়ি করে ফেললেই তো ফুরিয়ে গেলো। বাড়ি করবি ; গাড়ি করবি সেই স্বপ্নটাই তো আসল ! কী রে ! সোনাটা আনলে বাড়ি করাতো আমার-তোর হাতের পাঁচ ! কোথায় করবি বাড়িটা, তাই কল্‌ দেখি !

নদীর পারে। তাজ্‌না নদীর পারে।

যদি বানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ?

ভিতরের দিকে করবো। সামনের দিকে ক্ষেত থাকবে।

ক'একর জমির ?

হেসে শুধোলো চাটান্‌।

এই ! দশ একর মতো।

হাসতে হাসতে, বললো মুঙ্গরী।

কি কি ফসল বুনবি তাতে ?

চাটান্‌ও হাসছিলো।

আমি বুনবো কেন ? বাঃ। তোমার ধাঙ্গরেরা (মুনিষ) বুনবে আর আমি রিঙ্গি-চিঙ্গি-চিকন-পেণ্ডা বাড়ির উঁচু দাওয়াতে কাঁটালকাঠের মস্ত হলুদ-রাঙা পিঁড়িতে বসে থাকবো। পায়ে আলতা পরে, চোখে কাজল দিয়ে আর মুখে করৌঞ্জের তেল মেখে।

আর ফুল দিবি না চুলে ?

হাসতে হাসতে মুঙ্গরীর গাল টিপে দিয়ে বললো চাটান্‌।

দেবো আবার না !

হাসতে হাসতেই বললো মুঙ্গরী।

গাই-বলদ থাকবে তো আমাদের ? না কি ?

নিশ্চয়ই ! 'সাইকো' বা 'বন্দ্‌গাঁও'-এর হাট থেকে কিনে আনবো মস্ত ছুঁচোলো শিং-এর বলদ। আর দুধেল গাই।

হাঁস-মুরগী, ছাগল ? পুকুর ? কি রে ?

মুঙ্গরী চাটান্‌-এর কণ্ঠার হাড়ে চুমু খেয়ে বললো, থাকবে থাকবে। সব

BanglaBook.org

সব।

ছেলে হলে, ছেলের নাম কি দিবি ?

চাটান্-এর ছেলে সাটান্। তোমার বাবার নাম তো ছিলো নাটান্।

হবে। মনে নেই। আর মেয়ে হলে ?

তাজ্না।

নদীর নাম ?

হ্যাঁ। আমরা তো নদীই তুমিই তো বললে !

তবে চল্ আর দেরি নয়।

মুঙ্গরী বললো, টিফিন-ক্যারিয়ারটা কারখানায় রেখে দিয়ে আসবো নাকি ? এখন খাবে না ?

দূর। এই তো খেলাম। তবে সঙ্গেই নিয়ে চল্। যেখানে যাবো, সেখানেও একটি ঝরনা আছে। তার পাশের চাঁর গাছের নীচে বসেই খেয়ে নেবো।

যা ভালো বোঝো।

বন্দগাঁওতে নেমেও কোনো দোকানেও খেতে পারি। গরম গরম জিলিপি আর খাস্তা নিম্‌কি। আমার ঘড়িটা বন্দগাঁও-এর কোম্পানিকে বন্ধক দেবো। শাহুর দোকান। হারামই তো দিন আর রাত ভাগ করে দিয়েছেন। তাকেই ঘড়ি দিয়ে দেবো। আরও ভাগ করে কি হবে ? সময়কে এবার থেকে আমিই চালাবো, সময় চালাবে না আর আমাকে। ঘড়ির দরকারই নেই আর।

আমার কারখানার ভোঁ ?

চাটান্ হেসে বললো, তুই আর ভোঁ-এর নোকরানি নোস্। তুই সোনারূপান্ মঙ্গরী, সোনাওয়ালা চাটান মুণ্ডার বৌ। তুই হাতছানি দিয়ে ডাকলেই সবাই দৌড়ে এসে দাঁড়াবে তোর কাছে। চাস তো তোর ক্ষেতের মধ্যে একটা ভোঁ-কল বসিয়ে দেবো।

সোনা শুধু কি আমরাই নেবো ? তুমি যে একবার বলেছিলে, সবাইকে দেবে সোনা ? আমাদের নেওয়া হলে। সকলের জন্যে সব কিছু করবে। অন্যদের নাই-ই দেবে তো সবাইকে বলতে গেলে কেন ?

বলিনি তো এখনও কাউকে। তাছাড়া দেবো না কেন ? আমাদেরটা আগে নিয়ে আসি। তারপর সকলকেই দেখিয়ে দেবো। তোর আজ্জার ভয়েই দেখাইনি। বলবে, নিজে তো নষ্ট হলামই, সকলকেও নষ্ট করলাম। সোনাতে তো আর কম পড়েনি কিছু। তুই দেখলেই বুঝবি।

তোমার যদি আবারও দরকার হয় ?

নাঃ। আবার দরকার হলেও আর যাবো না। একটা সুযোগই যথেষ্ট। সারাজীবন আমাদের কারোই বসে-খাওয়া উচিত হবে না। তাহলে সেটা সত্যিই হবে "খাম্বুরু-জুম্বুরী"। "খুম্বুরু-জুম্বুরী" হলেই "রাণু-দা" হবে।

BanglaBook.org

মুঙ্গরী বললো, সে তো এমনিতেও হবে।

কেন ?

তুমি যে আমার ভাই।

সে কি ?

বাঃ। আমার আজ্জা সির্‌কা মুণ্ডা কি তোমারও আজ্জা নয় ?

চাটান্ হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। বিদ্রোহী, আধুনিক চাটান্-এর মধ্যে প্রাচীন সংস্কারাবদ্ধ একজন মুণ্ডা ফিরে এলো। বললো, কি হবে রে মুঙ্গরী আমাদের ? তুই সত্যিই মা হচ্ছিস ?

আর কি হবে ? যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো। আমি না-হয় জানতাম না ; তুমি তো জানতে চাটান্ !

সত্যিই বলছি আমি ভুলে গেছিলাম। মা-বাবাকেই যার মনে নেই তার কি এতো কথা মনে থাকে ? তাছাড়া, কী করবো বল্ মুঙ্গরী ? তুই যে আমার সব জানাজানিই ভাসিয়ে দিয়ে এলি আমার জীবনে। তাজ্‌না নদীর বানেরই মতো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলি। উস্‌কির সঙ্গে 'সাকাম্‌চারি' করলাম না, তুই যে আমার বোন তা মানলাম না ভুলেও মনে আনলাম না তা। তুই আমার সর্বনাশ।

মুঙ্গরীর দু'চোখ আবারও জলে ভরে এলো। নদীর দিকেই চেয়েছিলো উদ্দেশ্যহীনভাবে মুঙ্গরী। সেদিকে চেয়েই বললো, আমি শুধুই তোমার সর্বনাশ ?

চাটান্ তাড়াতাড়ি বললো, না, না। শুধুই সর্বনাশ নোস্। তুই আমার সর্বস্বও।

বলেই, মুঙ্গরীকে বুকের মধ্যে নিলো দু' হাত দিয়ে। মুঙ্গরীর চোখের জলে, চাটানের বুকের গোড়বাজ ঘাসের মতো নরম চুল ভিজে গেলো।

অনেকক্ষণ মুঙ্গরী চাটান্-এর বুকে মুখ রেখে আলস্যে আধশোয়া হয়ে রইলো। উপরে লাল চিল ডাকছিলো ঘুরে ঘুরে। এই প্রখর রোদের দিকে চাইলে চোখের মণি গলে যায়। চোখের পাতার আড়ালটা জ্বলে যায়। বড় তাপ এখন চারদিকে। মুঙ্গরীর মনেও।

চাটান্ মুঙ্গরীকে আলতো করে একটি ঠেলা দিয়ে বললো, চল্। উঠি আমরা। আমি যাই কোদাল আনতে আর তুই চটের বোরা দুটো নিয়ে আয়।

চলো।

মুঙ্গরী বললো, অস্ফুটে।

BanglaBook.org

॥ ১৮ ॥

বুড়জুর মিশানের রাস্তার মোড়ে দুটি চটের বোরা নিয়ে এসে গাছতলায় বসেছিলো মুঙ্গরী। চাটান্ এখনও আসেনি। কারখানায় ভাগ্যিস বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি। বাবা মাইকেল দাশের সঙ্গে বয়লারের ঘরে ছিলো। মেট্‌কে বলেছিলো, শরীর খারাপ ; তাই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়েও, পথে বসেছিলো। দুটি বোরা আনতে যখন অফিসে গেছিলো, তখন বুজুবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। পাঁড়েজী বললেন, দশ টাকা কেটে নিতে। ক্যাশিয়ারবাবুকে ; এ হপ্তার রোজ থেকে, যখন আগামী হপ্তায় পাবে।

বুজুবাবুর দিকে চেয়ে তাকিয়ে হেসেছিলো মুঙ্গরী। বলেছিলো, কেমন আছেন বাবু ?

ভালো। তুমি ?

শরীর ভালো না। তাই কাজে আসতে পারিনি। এখন চলেও যাচ্ছি।

বোরা দিয়ে কি করবি ? বিয়ে লেগেছে নাকি বাড়িতে ?

পাঁড়েজী শুধিয়েছিলেন ঠাট্টার সঙ্গে।

বাড়িতে কাজ আছে।

গম্ভীর গলায় বলেছিলো, মুঙ্গরী।

আমি আজ রাতে কলকাতা যাবো। মানে, যাচ্ছি। জানো ?

বুজু বলেছিলো, মুঙ্গরীকে।

বরাবরের জন্যে ?

মুঙ্গরী শুধিয়েছিলো। মুখটা কালো হয়ে গেছিলো ওর। এই মানুষটাকে কিছুই দেয়নি মুঙ্গরী। শুধুই নিয়েছে এর কাছ থেকে।

বুজুর মনে হয়েছিলো মুঙ্গরীর প্রশ্নতে উদ্বেগ ফুটে উঠেছিলো। অন্তত বুজু তাই মনে করে খুশি হয়েছিলো। মিথ্যে হলেও।

না। বরাবরের জন্যে নয়। তিনদিনের জন্যে।

ও। হেসে বলেছিলো, মুঙ্গরী। তাহলে আপনি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন বাবু।

তুমিও ভালো থেকো।

মুঙ্গরীর রৌদ্র-ক্লিষ্ট মুখ ও ধূলি-ধূসরিত পায়ের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছিলো বুজুর। একটা হাওয়াইন্-চপ্পল কেনার সামর্থ্যও কি ওর নেই ? কিন্তু যে কষ্টের লাঘবের ভার বা কোনো উপায়ই বুজুর হাতে নেই, সেই কষ্টের জন্যে কষ্ট-পাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার থাকে ?

যাচ্ছি বাবু।

এসো।

বুজু বললো, বুজুর পিসীমার মতো। 'যাই' বললেই, পিসীমা বড় স্নেহে বলেন ; যাওয়া নেই বাবা, এসো। আবার এসো।

মোড়ে যখন একা বসেছিলো মুঙ্গরী, সেই সময়েই মোটর সাইকেলে চড়ে খুঁটির দিকে থেকে আসছিলো সুগীর প্রেমিক। মুঙ্গরীর সঙ্গে সে কথা বললো না

BanglaBook.org

বটে, তবে মোটর সাইকেলের গতি কমিয়ে মুঙ্গরীকে তার চোখ দিয়ে চাটতে-চাটতে, মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়ে মোটর-সাইকেলের বেগ বাড়িয়ে ফট্‌ফটিয়ে চলে গেলো।

মুঙ্গরী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবলো, এ সুগীকে ভালোবাসে না ছাই!

এবারে দূর থেকে দেখা গেলো চাটান্‌কে এদিকে আসতে, এক হাতে কোদাল আর অন্য হাতে শাবল নিয়ে। মুঙ্গরীর কাছে এসেই বললো, এ দুটো একটা বোরার মধ্যে করে নিতে হবে। নইলে লোকে দেখলে সন্দেহ করবে। সবে ও দুটোকে বোরার মধ্যে ভরেছে এমন সময় চৌকিদার ভোঁঙ্গকে আসতে দেখা গেলো সাইকেলে করে মূরহুরই দিক থেকে। কাছে এসেই, ভোঁঙ্গ সাইকেল থামিয়ে, নেমে পড়লো। তার বেল্টের সোনালি-রঙা বকলেস্ রোদে চক্‌মক্ করছিলো।

এই যে চাটান্ মুণ্ডা। চললে কোথায়? তোমাকে দারোগাবাবু একবার দেখা করতে বলেছেন। এখুনি চলো। সেই কবে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাত্তাই নেই। থাকোটা কোথায়?

ব্যাপারটা কি? আমি তো চুরি করিনি। তাছাড়া, এখন যাচ্ছি অন্য জায়গায়, কাজে। আজ রবিবার। কাল-পরশু দেখা করবো বলে দিও। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার, সে তুমি তাঁর মুখ থেকেই শুনবে।

আমরা চলি। বাস এসে গেলো।

চাটান্ বললো।

যাচ্ছোটা কোথায়? ঝুলিঝোলা নিয়ে?

মূরহু।

বাব্বা! যাবে তো মূরহু। তাই আবার বাসে করে! খুব ফুটুনি হয়েছে তো দেখছি!

তোমার বাবার পয়সায় তো বাসে চড়ছি না। অত কথা কিসের?

তাই? আচ্ছা!

আর কিছু ভোঁঙ্গ বলতে পারলো না। বাসটাও সত্যিই এসে গেলো। সাইকেল হাতে ধরে, দাঁড়িয়ে ওদের বাসে ওঠাটা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি মনোযোগের সঙ্গে দেখলো ভোঁঙ্গ।

বাসটা ছেড়ে দিতেই, মুঙ্গরী পেছনের দিকের সীটে বসে দেখলো যে, সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়েই ভোঁঙ্গ আবার মূরহুর দিকেই ফিরলো। চাটান্‌ও দেখেছিলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। বাস মূরহুতে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে বন্দগাঁওতে এলো। থামবে এখানে কিছুক্ষণ। অনেকেই নামলো। কিছুক্ষণ, কী করবে তা স্থির করতে না পেরে ওরা দুজনে বসেই রইলো বাসে।

একসময় চাটান্ বললো, তুই বসেই থাক্। আমি নিয়ে আসছি।

চাটান্ নামলো। প্রথমে গিয়ে ঘড়িটা বন্ধক দিয়ে দিলো শাহুর দোকানে। কুড়ি টাকা দিলো বদলে শাহু। ঘড়িটা ভালো করে উল্টে-পাল্টে দেখে। বললো, মাসে শক্‌রা কুড়ি সুদ। চাটান্‌কে চিনতো শাহু।

BanglaBook.org

ঠিক আছে।

বললো চাটান্।

তারপর শালপাতার দোনায় করে জিলিপি আর নিম্‌কি নিয়ে এলো। দুজনে খেলো একই দোনা থেকে।

মুঙ্গরী বললো, জল। কী করবে, ভাবতে না ভাবতেই, ড্রাইভার হর্ন দিতে লাগলো। অন্যরা দৌড়ে এসে ধুপ্‌ধাপ্ করে বাসে উঠে পড়লো। কারো কারো হাতে চায়ের ভাঁড়। ওদের জল খাওয়া আর হলো না। বাস ছেড়ে দিলো।

টেবো-ঘাট পেরিয়ে এসে যখন হির্‌ণি ফলস্-এর মোড়ে নামলো ওরা, তখন দুপুর খাঁ-খাঁ করছে। নামবার ছিলো আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে। কিন্তু জনমানবশূন্য জায়গাতে দুজনে দুটি চটের বোরা হাতে নিয়ে নামলে বাসের যাত্রীদের এবং কন্‌ডাক্‌টরেরও সন্দেহ হতে পারে ভেবেই এখানে নামলো। যদিও এই ভরদুপুরে হাঁটতে হবে অনেকটা পথ।

বাসটা চলে গেলো ধুলো উড়িয়ে। মোড়ের ঝুপড়ির দোকানে জল ও চা খেয়ে ওই খররৌদ্রেই ওরা হাঁটা দিলো। চাটান্ শাবল আর কোদাল ঢোকানো থলেটা তুলে নিলো। মুঙ্গরী অন্যটা।

দোকানী বললো, আরে রীতিমতো লু চলেছে যে! তোমরা চললে কোথায়? কিসের এতো তাড়া? বলেই, বললো, তুমি সির্‌কা মুণ্ডার নাতনি না? আর তুমি তো চাটান্ মুণ্ডা; গান গাও?

চাটান্, কথার উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে বললো, ঐ! ঐদিকে।

ঐদিকেই যাবে তো বাসে করেই তো যেতে পারতে! আচ্ছা লোক দেখি!

একটু আগেই নামা হয়ে গেলো। ঐ আর কি! চাটানের রুক্ষ স্বর!

দোকানী সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলো। কিন্তু চাটান্ আর মুঙ্গরী দুজনে দুই বোরা কাঁধে ফেলে এগিয়ে চললো উন্মত্ত, গায়ের-চামড়া পুড়িয়ে-দেওয়া শুকনো পাতা আর লাল ধুলো উড়োনো উথাল-পাথাল করা হাওয়ার মধ্যে।

দোকান থেকে বেশ কিছুটা দূরে আসতেই চাটান্ বললো, তিন কিমি পথ হাঁটতে হবে রে এই রোদে। দেখিস্, মাথা ঘুরে আবার পড়ে যাস না যেন!

মুঙ্গরীর চোখ দুটি শুকিয়ে গেছিলো। মাথা ফেটে যাচ্ছিলো রোদে। কেউই বেরোয় না এই সময়ে। শাড়ির আঁচলটা মাথায় ঘোমটার মতো করে দিয়ে চলতে লাগলো পিচ রাস্তা ছেড়ে মাটির উপরে উপরে। পিচ রাস্তায় পা ফেললেই পায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে।

টোবো-ঘাটের দোকানী যে চিনে ফেললো আমাদের! আর কতদূর যেতে হবে? পথে আরও কাদের সঙ্গে দেখা হয় দ্যাখো।

দূর আছে। তবে ওখানে পৌঁছে চাঁর গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে পারবি একটুক্ষণ। নালাতে চানও করতে পারিস। তবে, পায়ের পাতা ভেজে এমনই জল। আমি যখন এসেছিলাম তখন ছিলো। এতোদিনে হয়তো তাও শুকিয়ে গেছে।

তারপর মুঙ্গরীকে আশ্বাস দিয়ে বললো, দোকানী চিনে ফেললো তো কী হলো? একদিন সকলেই চিনবে।

BanglaBook.org

সবই তো বুঝলাম ! কিন্তু আমার ভয় করছে। বড্ড ভয় করছে।

আমি সঙ্গে থাকতে তোর কিসের ভয় রে মুঙ্গরী ? মাথার উপর সিঙবোঙা আছেন। কোনো ভয় নেই।

অস্ফুটে মুঙ্গরী বললো, সেই জন্যেই তো ভয় !

ভয় পাস না। তোর নতুন বাড়ির কথা ভাব। বড় বড় শিংওয়ালা বলদের কথা। হাঁস-মুরগী-ছাগল। রিঙ্গি-চিঙ্গি-চিকনাপিণ্ডা বাড়ির কথা !

মুঙ্গরী হাসলো। কিন্তু নিজেই বুঝতে পেলো যে, হাসিটা কান্নার মতো দেখালো নিশ্চয়ই চাটান্-এর চোখে।

চাটান্ মুঙ্গরীর হাত ধরলো মুঠি করে। বললো, কোনো ভয় নেই। তুই চাটান্ মুণ্ডার সঙ্গে আছিস মুঙ্গরী। কোনো ভয় নেই।

চাঁর গাছটা ওপর থেকে দেখতে পেয়েই পিচ রাস্তা ছেড়ে সোজা উৎরাই বেয়ে ওরা সোজাসুজি যখন সেই চাঁর গাছের দিকে রওয়ানা হলো তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। এখন দুজনেই হালকা তাই খাড়া উৎরাই নামতে অসুবিধা হলো না কোনো। বোঝা নিয়ে ওঠার সময় এঁকে বেঁকে ঘুর-পথে উঠতে হবে। নইলে, এই খাড়া চড়াই ওঠা যাবে না। চাঁর গাছটার নীচে অবধি গিয়ে দুজনেই পরিশ্রান্ত হয়ে গাছতলায় পা-ছড়িয়ে বসে পড়লো। মুঙ্গরীর জন্যেই বসলো চাটান্ বিশেষ করে। মুঙ্গরীর পদ্ম-রাঙা মুখটা লাল কুঁচফলের মতো হয়ে গেছিলো গরমে।

আঃ ! মুঙ্গরী বললো ভয়ার্ত আরামে।

সেই পাহাড়ী ঝরনার জলটা শুকিয়ে এসেছে। উপরে তো জল নেই-ই। তবে বালি ভিজে আছে। তার উপরে হলুদ-রঙা ফিন্‌ফিনে ডানার প্রজাপতিরা শ'য়ে শ'য়ে উড়ে উড়ে বসে জল খাচ্ছে। তাদের ডানা থেকে এক ধরনের অস্ফুট গুঞ্জরণ উঠছে। মুঙ্গরীর মনে হলো, তারা বলছে, না, না, না।

তুই একটু জিরিয়েই নে বরং মুঙ্গরী। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি এতক্ষণ। বেলাবেলি আবার ফিরতে হবে তো দুপাহাড়ের মধ্যের এই খোল থেকে।

কটা অবধি বাস পাবে ?

তার জন্যে চিন্তা নেই। বাস আমরা ঠিকই পাবো।

তবে উঠতে তো হবে একটু এদিক ওদিকে গিয়ে।

মুঙ্গরী চাটান্-এর জামাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো। বললো, আমাকে একা রেখে যেও না। একটু বোসো। দুজনেই একসঙ্গে যাবো। আমি একটুও একা থাকবো না।

চাটান্ গাছের কাণ্ডে হেলান-দেওয়া শায়ীন-মুঙ্গরীর পাশে বসে পড়ে বললো, ঠিক আছে। তুই যেন কেমন করছিস !

মুঙ্গরী চোখ বন্ধ করে ছিলো। ভাবছিলো, বল্‌গি পেরিয়ে এলো আসার সময়ে, যেখানে বাগোট থাকে। মূর্‌হুরও পেরিয়ে এলো। বুজুবাবুর কথা মনে পড়ছিলো ওর। কেনই যে উস্‌কি পিসীর স্বামী চাটান্ মুণ্ডার সঙ্গে এই ব্যাপারটা ঘটে গেলো। তার আজ্জার নাতির সঙ্গে। সবই কপালের লিখন !

চাটান্ বললো, বুঝলি রে মুঙ্গরী। সবই কপালের লিখন ! নইলে, বোঙারা

BanglaBook.org

এতো লোক থাকতে এই চাটান্ মুণ্ডাকেই কেন স্বপ্নে এসে সোনা দিয়ে গেলেন বল্ ? আর এতো মেয়ে থাকতে তুই-ই বা আমার কোলে শুলি কেন বল্ ? তোরও রানী হওয়া ছিলো কপালে। তাই বলেই না !

মুঙ্গরী বাঁ হাতের পাতা দিয়ে আলো আড়াল করে চোখ ঢেকে শুয়েছিলো। কথা বললো না কোনো। ওর বুকের মধ্যেটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিলো।

তীক্ষ্ণ খরধার দুপুর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। ছায়া ফেললো শ'-য়ে শ'-য়ে ন্যাড়া গাছ, রঙ-বেরঙা শুকনো পাতার উপরে। উপত্যকাটা যে এতো গভীর তা রোদে চোখ জ্বলাতে এতোক্ষণে ভালো করে ঠাহর হয়নি। এখন হলো। আগের বার যখন এসেছিলো তখন চাটান্ ঘোরের মধ্যে ছিলো। এতো কিছু লক্ষ করেনি।

চাটান্ বললো, চল্ চল্ মুঙ্গরী। বেলা পড়ে যাবে। ওঠ্।

মুঙ্গরী উঠে বসে চারিদিকে চাইলো। টেবো-ঘাটের দিক থেকে দম্‌কা হাওয়া ছুটে আসছে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা। বৃষ্টি হলো কি পিরিডির বা বন্দ্‌গাঁওএর দিকে ? কে জানে ? অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। কে জানে দূরের দিশুম্‌এ কী হচ্ছে !

এক হাতে মুঙ্গরীর হাত ধরে আর অন্য হাতে বোরা দুটো বয়ে চাটান্ এগিয়ে চললো। দূর থেকে দেখতে পেলো সেদিনের সোনালি সাপটা একই জায়গাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। ফণাটা একটু উঁচু করে। কিন্তু আজ ওদের আসতে দেখেই, সে জায়গা ছেড়ে সুড়সুড় করে উল্টোদিকে চলে গেলো।

সোনালি সাপ দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলো মুঙ্গরী। কাঁদো-কাঁদো মুখে।

চাটান্ বললো, চল্ চল্। ভয় নেই। বোঙার সাপ। সেদিনও ছিলো।

জায়গামতো পৌঁছে একমুঠো সোনাগুঁড়ো-ভরা ধুলো মুঠিভরে তুলে, মুঙ্গরীর হাতের তেলোয় দিয়ে বললো, দ্যাখ্। তোকে বলেছিলাম ! বানাবি তো "সোনেঘর" ?

হাসিতে ভরে গেলো মুঙ্গরীর মুখ। চাটান্‌কে খুব জোরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো মুঙ্গরী। ওর দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

চাটান্‌ও হাসছিলো। বললো, তোকে বলেছিলাম ! আমার উপর ভরসা নেই কেন ? তুই বসে বসে দ্যাখ্ এবারে আমাদের "ছোটানাগপুর" 'সোনালেকান'ই নয় রে, সত্যিই সোনার।

চাটান্ আগে শাবলটা বের করে গর্ত করতে লাগলো। শাবলের এক এক আঘাতে সোনালি ধুলোর মেঘ উড়তে লাগলো। আর গ্রীষ্ম-দুপুরের পত্রশূন্য বনে-পাহাড়ে সাসান্‌ডিরির মতো নিস্তব্ধতায় সেই শাবলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো চারদিকে হাজার হাজার শব্দলহরী হয়ে। কাছিমপেঠা পাহাড় দুটোর পিঠ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো ঐ আওয়াজে। জায়গাটার জমি ক্রমশই আলগা হয়ে আসতে লাগলো।

চাটান্ বললো, আগে শাবল দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে, তারপর কোদাল দিয়ে তুলে বোরা দুটোতে ভরবো। বুঝেছিস ! তোর বোরাটা অর্ধেক করবো। তুই কি আর পুরো বোরা বইতে পারবি ? ঐ খাড়া পাহাড়ে ?

পারবো, পারবো।

BanglaBook.org

বললো, মুঙ্গরী।

চাটান্ শাবল মেরে চললো আর মুঙ্গরী হাসতে হাসতে দেখতে লাগলো পাশে বসে। মাঝে মাঝে দু'হাতে মুঠো করে সোনার গুঁড়ো তুলে নিয়ে আবার সেখানেই ফেলে দিতে লাগলো। সোনার ধুলো উড়তে লাগলো। শাবল মারার একটানা শব্দ মুঙ্গরীর কানে সোনার মল্-এর আওয়াজের মতোই বাজছিলো। ওর চোখের সামনে কত-রঙা সব স্বপ্নের ফুল ফুটে উঠতে লাগলো। দেখলো, বিয়ের দিনে দারুণ সেজে, চাটান্কে সঙ্গে নিয়ে সে তার পরম-প্রিয় আজ্জাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। সখীরা হাসছে। আজ্জী হাসছে। মা, ঝিঙ্গি, জেঠি কুরকি, সকলেই হাসছে। সকলকেই সোনার গয়না আর ভালো শাড়ি দিয়েছে মুঙ্গরী।

এক ঝাঁক সবুজ সুগা শন্শন্ আওয়াজ করে উড়ে গেলো পুব থেকে পশ্চিমে। আর তারা উড়ে যেতেই পশ্চিমের কাছিমপেঠা পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা হঠাৎ ঢাকা পড়ে গেলো। ছায়াচ্ছন্ন, হয়ে এলো উপত্যকা যদিও আকাশে আলোর আভা ছিলো তখনও জোর। আস্তে আস্তে সেই আভার রঙ সাদা থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সোনালি হয়ে এলো। এদিকে চাটান্ তখনও শাবল মেরেই চলেছে।

মুঙ্গরী বললো, আজ তো চাঁদ উঠবে না। আর দেরি করলে এই উপত্যকার গভীর থেকে খাড়া পাহাড় পেরিয়ে পথে উঠবে কি করে অন্ধকারে চাটান্? তাড়াতাড়ি করো।

চাটান্ বললো, উঠবোই না না-হয়। আজ রাতে না-হয় সোনার ধুলো ভরা বোরায় মাথা রেখে এখানেই শুয়ে থাকবো। ঘড়ি তো বিক্রি করে দিয়েছি রে মুঙ্গরী। 'হারাম্', রাত আর দিন ভাগ করেছিলেন, এখন আমি সোনার ঘড়ি দিয়ে নতুন ভাগ করবো। সময় এখন আমার। হারাম্-এর নয়।

ছিঃ ছিঃ! মুঙ্গরীর মুখ কালো হয়ে গেলো ভয়ে।

বললো, অমন কথা বলতেও নেই। তুমি কী!

চাটান্ বললো, কাল আলো হবার পরই না-হয় পাহাড় উঠবো। আজ এই সোনার উপরে তোকে আদর করবো রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আমার সোনামণিকে।

মুঙ্গরী আবারও বললো, ছিঃ। ওসব কথা বলতে নেই, বোঙারা শুনতে পাবেন। পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐসব কথা বলতে নেই চাটান্।

ঠিক বলেছিস রে মুঙ্গরী। ঠিক। তবে আমিই এখন পবিত্রতার সংজ্ঞা হবো। সোনা ছুঁইয়ে যাকে পবিত্র করবো, সেই-ই পবিত্র হবে।

মুঙ্গরী সে কথায় কান না দিয়ে বললো, এবারে ভরবে তো বোরাতে? আমি ভরি আস্তে আস্তে কোদাল দিয়ে? আলো থাকতে থাকতে তো ভরতে হবে।

ভর্ তুই। দেখিস! বাইরে যেন পড়ে যায় না বেশি!

চাটান্ শাবল মারতে লাগলো আর মুঙ্গরী ভরতে লাগলো গুঁড়ো। ভরতে ভরতে মুঙ্গরী ভয়ার্ত গলায় বললো, অন্ধকার হয়ে গেলে এ জায়গাতে থাকবো না। সাপটা যদি ফিরে আসে?

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে চাটান্ বললো, সে দেখা যাবে এখন। ও সাপ বোঙার সাপ। চাটান্ মুণ্ডাকে পাহারা দেবার জন্যেই বোঙা পাঠিয়েছেন।

BanglaBook.org

পুরো অন্ধকার প্রায় হয় হয় এমন সময় ওদের দুটি বোরাই ভরা সারা হলো। চাটান্ বললো, কোদাল আর শাবল থাক এখানেই পড়ে। পরেও তো আসতে হবে আবার।

এখানে রেখো না। যদি কেউ এদিকে আসে, তো দেখে ফেলবে। বরং চলো, ঐ চাঁর গাছটার ঝাঁকড়া ডালের উপরে কোথাও লুকিয়ে রাখি।

বাঃ। মুঙ্গরীর আমার বুদ্ধিই আলাদা!

চাঁর গাছের নীচে সোনার ধুলো-ভরা বোরা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলো চাটান্। আর মুঙ্গরী স্টেইন্‌লেস্ স্টীলের টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি দিয়ে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করছিলো ওদের জন্যে। দুজনেরই বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

অন্ধকার আকাশে চাঁদের ছেলেমেয়ে, তারারা এক এক করে ফুটে উঠতে লাগলো। উপত্যকার উপরে আকাশময় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো তারাগুলো। সবুজাভ আর নীলাভ আলো ন্যাড়া পাতা-ঝরা পরিষ্কার জঙ্গলে অনেকেই আলো ছড়াচ্ছিলো। মুঙ্গরী জল তুলে চাটান্‌কে দিলো। বললো, উপর থেকে খাও, দেখো, বালি না যায় মুখে।

চাটান্ বললো, গেলে যাবে। পেটের ভেতরটাও সোনার হয়ে যাবে।

হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো মুঙ্গরী ছোট্ট মেয়ের মতো।

বহুদিন এমন প্রাণ-খোলা হাসি হাসেনি।

চাটান্ জল খাচ্ছিলো, আর মুঙ্গরী ওর দিকে চেয়ে ভাবছিলো, ভাগ্যিস্ বাগোট কী বুজুবাবুকে ফেলে দিয়ে সে চাটান্ মুণ্ডারই কোলে শুয়েছিলো।

চাটান্-এর জল খাওয়া হলে একটা বিড়ি ধরালো চাটান্। শুয়ে শুয়েই বিড়িতে সুখটান দিতে লাগলো। মুঙ্গরী বললো, আমাকে দিও তো একটান!

এমন সময় কী একটা জানোয়ার খুব জোরে ছুটে গেলো দূর দিয়ে। মনে হলো, ডানদিকের পহাহাড়ের গা দিয়ে নেমে বাঁদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেলো।

মুঙ্গরী বললো, কী ওটা!

শুয়ে শুয়েই চাটান্ বললো, শম্বর। ঈসস্, কত্তদিন শম্বরের মাংস খাইনি! আজকাল তো জানোয়ার আর নেই-ই। শেষ খেয়েছিলাম বোধহয় বছর পনেরো আগে। সির্‌কা মুণ্ডার জেঠ-শিকারে। দুটি শম্বর শিকার হয়েছিলো। তখন আমার বয়সই বা কী ছিলো!

আর আমার? মুঙ্গরী বললো, আদুরে গলায়।

তুই তো খুকিই ছিলি তখন। কিন্তু তখন থেকেই সুন্দরী। তোর মতো সুন্দরী আর দেখলাম কই এই দিশুম্-এ।

পরক্ষণেই একদল জানোয়ার দাপাদাপি করতে করতে ঐ একই দিক দিয়ে ছুটে গেলো এবার। অনেকক্ষণ ধরে।

ওগুলো কি?

টিফিন-বাটিতে করে জল খেতে খেতে মুঙ্গরী শুধোলো।

ওগুলো শুয়োর। বড় একটা শুয়োরের পাল দৌড়ে গেলো। ধাড়ী, মাদী, মদ্দা, বাচ্চাসমেত। কিন্তু জানোয়ারেরা হঠাৎই এই এমন দৌড়োদৌড়ি করছে কেন?

BanglaBook.org

বলেই, চাটান্ উঠে বসলো। আমাদেরই সম্মান দেখানোর জন্যে কি ?

সে-কথার গুরুত্ব না দিয়ে মুঙ্গরী বললো, হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলো, আবার হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছে। কেন বলো তো ? একটা গন্ধ পাচ্ছো হাওয়াতে ?

বলেই, মুখ উপরে তুলে নাক দিয়ে গন্ধ নিলো।

কি গন্ধ ?

বলেই, চাটান্ উঠে দাঁড়িয়ে গাছের ছায়ার পরিধির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নাক উঁচু করে নিজেও গন্ধ নিলো নাকে।

পাচ্ছো ? গন্ধটা ?

মুঙ্গরী বললো।

হুঁ।

কিসের গন্ধ ?

গাছপোড়া, পাতাপোড়া গন্ধ।

বলতে বলতেই, হুপ-হুপ্-হুপ্ করে ডাকতে ডাকতে একদল গাড়িকোদুরাং ঠিক ঐ পথেই লাফাতে লাফাতে ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে চলে গেলো। এক জোড়া ময়ূর-ময়ূরী তাদের ভারী শরীর নিয়ে অনেক কষ্টে কাছিম-পেটা পাহাড়টা ডিঙ্গিয়ে এসে এদিকে বসলো। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত জিরিয়েই ভারী ডানাতে সপ্‌সপ্ শব্দ করে লম্বা লম্বা লেজ কাঁপাতে কাঁপাতে আবারও উড়ে গাড়িকোদুরাংরা যেদিকে গেলো সেদিকেই উড়ে গেলো।

চাটান্ চিন্তান্বিত গলায় বললো, রাতটা বোধহয় আর এখানে থাকা যাবে না রে মুঙ্গরী। অন্ধকারেই আমাদের পিচ রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে।

কেন ?

মনে হয়, ওদিকের বনে আগুন লেগেছে। দাবানল।

মুঙ্গরী লাফিয়ে উঠে চাটান্-এর বাহু জড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় বললো কি হবে ?

চাটান্ হেসে বললো, হবে আবার কি ? এখুনি চল্ রওয়ানা দিই। অনেক দূরে আছে আগুন। জানোয়ারেরা যেমন পেরুলো আমরাও পেরিয়ে যাবো। তবে ওরা তো আর পিচ-রাস্তায় যেতে পারবে না। ভয় পাবে। তাই ওদের অনেকেই দূরে পালাতে হবে। আমাদের তো সামান্যই পথ। আগুন কাছে থাকলে তো দেখাই যেতো। শব্দও পাওয়া যেতো।

এও বোঙাদেরই ইচ্ছা। আমরা ছাড়া যাতে আর কেউ সোনা না পাই, তাই-ই বোঙারা এমন করছেন। জায়গাটা ছাইয়ে ঢেকে যাবে পরে। তোর ভোঁজ চৌকিদারের বাবারও সাধ্য নেই যে খুঁজে বের করে। চল্ তাহলে। থাকাই যখন হবে না, তখন যাওয়াই যাক। বোরাটা পারবি বইতে ? না অর্ধেকটা খালি করে দেবো ?

না, না। পারবো। তুমি শুধু আমার পিঠে একটু তুলে দাও।

এসব থাক এখানে পড়ে। কি বল ? টিফিন-ক্যারিয়ার দিয়ে আর কি করবি তুই ? কারখানাতে তো আর কাজ করতে হবে না তোকে। যদি সখ করে করতে চাস, তো তোকে সোনার টিফিন-ক্যারিয়ার গড়িয়ে দেবো।

মুঙ্গরী হাসলো। গর্বের হাসি।

BanglaBook.org

চাটান্ বোরোটাকে ওর পিঠে তুলে দিয়ে নিজেরটাও এক হ্যাঁচকা টানে নিজের পিঠে তুলে নিলো।

চল। বলেই চাটান এগোলো।

মুঙ্গরীর বুকের মাধ্যিখানটা ঢিপ্-ঢিপ্ করছিলো। এরকমই কিছু একটা ঘটবে, ওর মন বলছিলো দুপুর থেকেই। কিন্তু চাটান্‌কে দেখে ও সাহস পেলো একটু।

চাটান্ বললো, আমাদের পথ তো বেশি নয়, শুধু চড়াই চড়তে হবে এই যা। তাছাড়া, আগুন যদি ও পাহাড় টপকে এদিকে আসেও তো আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে দিয়েই দৌড়ে যাবে। বুঝলি না, উপত্যকার খোল তো এটা। আগুন তো আর গাড়িকোদুরাং নয় যে খামোখা লাফাঝাঁপি করবে। যত শুকনো পাতা, সব তো জমেছে এই উপত্যকার মধ্যিখানটাতেই।

ওরা চলতে লাগলো। গরম হাওয়াটা এবার উল্টোদিকে বইতে শুরু করলো। গন্ধটাও যেন কমে গেলো। একটু আশ্বস্ত হলো মুঙ্গরী। কিন্তু চাটান্ বুঝলো যে আগুনটা জোর হয়েছে আগের থেকে, যেখানেই সে থাকুক না কেন! আগুনে হাওয়া খেয়ে নেয় বলেই চারধার থেকে হাওয়া দৌড়ে যায় আগুনেরই দিকে। বড় বড় পা ফেলতে লাগলো চাটান্। কিন্তু মুঙ্গরী পেছনে পড়ে যেতে লাগলো।

চাটান্ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, তোর বোরা থেকে অর্ধেকটা গুঁড়ো ফেলে দে মুঙ্গরী। নইলে তুই চড়াই চড়তে পারবি না। ওর কথা শেষ হতে না হতেই বাঁদিকের পাহাড়ের মাথায় আগুনকে দেখা গেলো। কাছিম-পেঠা পাহাড়ের পিঠটার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা একগড়ানে গড়িয়েই নেমে এলো আগুনটা। তারপরই পাহাড়চুড়ো থেকে পাহাড়ের পুরো প্রস্থ জুড়ে নামতে লাগলো নীচে।

চা-টা-ন্।

আর্তনাদ করলো মুঙ্গরী।

চাটান্ বললো, ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় আরে ভয়ের কি আছে। আগুন খাদে নেমে যাবে। আমরা আর কয়েক পা গেলেই আগুন পেছনে পড়ে যাবে আমাদের। দেখিস তুই। দে, তোর বোরাটা অর্ধেক করে দিই।

না, না। থাক। আমি পারবো। মুঙ্গরী বললো।

কী দরকার। আমাদের অভাব কিসের? আবার আসবো দরকার হলে।

যে-সময়ে চাটান্ মুঙ্গরীর চটের বোরার আর্ধেক ওজন কমালো উপুড় করে, সেই সময়ের মধ্যেই মুঙ্গরী ভয়-বিহ্বল চোখে দেখলো যে চাটান্-এর কথাই ঠিক। আগুনের বলয় দ্রুত নেমে আসছে উপত্যকার খোলে, ঠিক যেখানটিতে তারা ছিলো এতোক্ষণ। ওর ভয় কমলো।

চল এবারে। নে পিছন ফের। তোর পিঠে তুলে দিই।

নিরুদ্বেগ গলায় চাটান্ বললো।

চলো, চলো। এবার আমি নিজেই নিতে পারবো। ওজন তো নেই! এক দিক দিয়ে ভালোই হলো, বলো? অন্ধকারে আমাদের চড়াই উঠতে অসুবিধা হচ্ছিলো এখন আগুনের আভায় সব কেমন পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। তাই তো। যা কিছুই ঘটে সবই ভালোরই জন্যে। হারাম্-এরই দয়া।

চড়াইটা যে এতোই খাড়া, তা উৎরাইয়ে নামবার সময় নজরই করেনি ওরা। তাছাড়া পিঠে তো বোঝা ছিলো না। আগের দিন যখন চাটান এসেছিল, তখন চাঁর

BanglaBook.org

গাছটাকে, পথ ছেড়ে উপত্যকাতে নেমে পড়ার পরই অন্য গাছের আড়ালে হারিয়ে ফেলেছিলো। উপত্যকাতে নামলে সবসময়ই এরকম হয়। কিন্তু এবারে চেনা জায়গাতে এসেছিলো বলে চাটান্ একেবারে সোজাসুজিই নেমে এসেছিলো পথ থেকে সোজা উৎরাই বেয়ে গাছটার দিকে। তখন সোনার কাছে পৌঁছনোর তাড়া ছিলো, এখন দাবানল থেকে বাঁচার তাড়া। এবারেও যে কোনাকুনি উঠবে তার সময় বোধহয় নেই। সোজাই চড়াই উঠতে হবে।

মুঙ্গরী যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেখছিলো আর শুনছিলো। চড়বর্ চিট্‌পিট্ আওয়াজ করতে করতে আর আগুনের লেলিহান শিখার উপরে সাদা ছাই উড়িয়ে মিশ্র-গাছের কাঠ আর পাতা আর লতা আর শিলাজতুর গন্ধে ভরিয়ে আগুনটা কী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলো মুঙ্গরী। ও কখনও দাবানল দেখেনি এর আগে। তবে স্বস্তির কথা এই-ই যে, তারা এখন নিরাপদই। কারণ, এইভাবে নামতে থাকলে তাদের অনেকখানি পেছন দিয়েই আগুন নেমে যাবে। যদিও তাদের উঠতে হবে আরো অনেকখানি চড়াই।

এবারে আগুনের তাপ আসছে গায়ে। পায়ের তলার মাটি পাথর সব যেন তেতে উঠছে ক্রমশই।

॥ ১৯ ॥

সির্‌কা মুণ্ডা তিরিডি গ্রামে তার দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছিলো। কারখানা থেকে ঢিমা বাড়ি ফিরেই যেই শুনেছে যে মুঙ্গরী সকালে কারখানাতে যাবে বলেই বেরিয়েছিলো এবং এখনও বাড়ি ফেরেনি, সঙ্গে সঙ্গে সে খুঁটির থানায় গেছিলো। বাসে করেই গেছিলো। এখনও ফিরলো না। এ কথাই যখন ভাবছে সির্‌কা, ঠিক তখনই তাদের গ্রামের সরু কাঁচা রাস্তাতে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে একটি জীপ এসে থামলো একেবারে বাড়ির সামনেই। ঢিমা মুণ্ডা দৌড়ে এসে বললো, মুঙ্গরী চাটান্-এর সঙ্গে টেবোর দিকে চলে গেছে। ভোঁজ্ দেখেছে। দারোগা সাহেবের সঙ্গে আমরা যাচ্ছি।

সির্‌কা বললো, কি করতে? কি করতে গেছে ওরা?

বোধহয় সোনা খুঁড়তে।

ছিঃ? মুঙ্গরী! সির্‌কা বললো আমিও যাবো।

ঢিমা বললো, তুমি বুড়ো মানুষ। কোথায় যাবে বাবা?

জীপে করেই তো যাবো। বলেই, সির্‌কা এসে জীপে উঠেছিলো।

দারোগা সাহেব তাঁকে তাঁর পাশে আর ড্রাইভারের মাঝখানে বসিয়েছেন। সির্‌কা মুণ্ডাকে খাতির করে সকলেই। ভোঁজ্, দুজন কনস্টেবল আর ঢিমা বসেছে পেছনে। জীপ ছুটে চললো ওদের নিয়ে টেবোর দিকে অন্ধকারে হেডলাইটের আলোর বন্যা বইয়ে।

চক্রধরপুরে ট্রেন ধরার জন্যে বুজু যখন সানেকা এবং সিন্নুকে সঙ্গে করে কারখানা থেকে বেরোচ্ছে অ্যাম্বাসাডার করে ঠিক তখনই দারোগার জীপের সঙ্গে দেখা। সানেকা মুণ্ডার সঙ্গে ঢিমা মুণ্ডা এবং পুলিশের ড্রাইভারের যে সংক্ষিপ্ত

BanglaBook.org

বাক্য বিনিময় হয়েছে তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে বুজু। ওদের গাড়ি চলেছে জীপের পিছু পিছু।

সানেকা বললো, দেখলেন তো স্যার! আপনি কাকে পছন্দ করেছিলেন। পাঁড়েজীও জানেন না যে বল্‌গির বাগোট্ নয়, মুঙ্গরীর আসল প্রেমিক চাটান্ মুণ্ডা।

সিন্নু বললো, লাজ-লজ্জাহীন মেয়েটা। চাটান্-এর কথা ছেড়েই দিলাম। সে তো চিরদিনের বাউণ্ডুলে। 'সাকাম্‌চারি'ও করেনি এখনও আর নিজের রক্ত যার শরীরে বইছে তার সঙ্গে···।

তার মানে?

বুজু শুধোলো।

হ্যাঁ। চাটান্-এর আজ্জাও সির্‌কা মুণ্ডা, যেমন মুঙ্গরীর। একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, এ কথা সে মেয়ে জানতো না?

বুজু বললো, হয়তো জানতো না। না-জেনেই কেন দোষ দিচ্ছো তাকে?

আপনি স্যার কেবলই মুঙ্গরীর পক্ষ ধরেন। এতোই সোনার লোভ তার যে···। আপনার মতো সাহেবের দামও দিলো না মুঙ্গরী!

সানেকা বললো।

আঃ। কেন আজেবাজে কথা বলছো সানেকা!

সিন্নু বললো, ঠিকই তো। সাহেবের সঙ্গে মুঙ্গরীর মতো মেয়ের তুলনা! সাহেবের দয়া! তাই সাহেবের মনে ধরেছিলো তাকে।

বুজু চুপ করে শরীর এলিয়ে রইলো পেছনের সীটে। কে যে কার দয়ার ভিখারি তা ঈশ্বরই জানেন।

তবে এই 'খুম্বরু-জুম্বুরি'র দাম দিতে হবে ওদের দুজনকেই। সিন্নু বললো।

থাক সিন্নু। অন্য কথা বলো। 'খুম্বুরু-জুম্বুরী' তোমার আমারও কম নেই। শুধু শুধু ওরাই বা দাম দেবে কেন?

বন্দ্‌গাঁওতে এসেই দেখা গেলো দুদিকের বাস এবং চার-পাঁচটি গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে দারোগার জীপেরই সঙ্গে।

সানেকা বললো, পান খাবেন সাহেব।

আনো দুটো। তুমি তো জানোই, কেমন পান? নিজের উত্তেজনা ঢাকার জন্যে স্বাভাবিক গলায় বললো বুজু।

পান এনে সানেকা বললো, বাস ড্রাইভার দারোগা সাহেবকে বলেছে যে আজই চাটান্ আর মুঙ্গরী হিরণী ফলস্-এর মোড়ে বেলা একটা নাগাদ নেমেছে দুটি চটের বোরা হাতে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, টেবো-ঘাটের ডানপাশের জঙ্গলে ভীষণই আগুন লেগেছে। দাবানল। যদি ওরা সোনা খুঁজতে ঐ দিকের জঙ্গলেই নেমে থাকে, তাহলে···

সিন্নু বললো, ওরা ফিরে এসেছে বলে কেউই কি দেখেনি বন্দ্‌গাঁওতে? টেবোতেও না? ওদের নাম তো ড্রাইভারের জানার কথা নয়।

হিরণী ফলস-এর মোড়ের ঝুপড়ির চায়ের দোকানদার ওদের চিনতো। তার বাড়ি তো অনিগরায়। নাম সেই বলেছে। না না। ফিরে আসেনি। এখনও না।

হায় সিঙবোঙা! হায় হারাম্! চাটান্ বদমাসের যা হয় হোক, মেয়েটার যেন

BanglaBook.org

কিছু না হয়! ও যে আমাদের নিজের বোনের মতো!

সিন্নু এতোক্ষণে ভেঙে পড়লো।

বুজু উত্তেজনা প্রশমিত করে পান মুখে দিয়ে বললো, তা দারোগার জীপটা থেমে আছে কেন?

দারোগা সাহেব চা-সিঙাড়া খাবেন। তারপর একটু কাজও আছে বোধহয়। ওঁর কাজ তো আসামীদের গ্রেপ্তার করা। বাঁচানোর দায় তো ওঁর নেই।

বাঁচাতে কেই-বা পারে! জঙ্গলে আগুন লেগে থাকলে বোঙারা ছাড়া বাঁচাতে কেউই পারেন না।

সিন্নু বললো।

দারোগার দেরি থাকলে সির্‌কা মুণ্ডা আর মুঙ্গরীর বাবাকেও গাড়িতে নিয়ে নাও না। চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

বুজু বললো।

তাই ভালো। খুব ভালো বলেছেন স্যার। বলেই সানেকা দৌড়ে গিয়ে ভোঁঞ্জকে বলে ওদের এ গাড়িতে নিয়ে এলো। বুজু পেছনের দরজা খুলে ওদের উঠিয়ে নিলো। সির্‌কা মুণ্ডার নাম শুনলেও আগে কখনও দেখেনি তাকে বুজু, যদিও টিমাকে চেনে ও। ভারী সম্ভ্রান্ত চেহারা সির্‌কা মুণ্ডার। টিমা মুণ্ডার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। দেখে মনে হয়, কোনো নির্লোভ সুপণ্ডিত অধ্যাপক। গায়ে একটি সাদা মার্কিনের ফতুয়া। হাঁটুর উপরে তোলা ধুতি। হাতে লাঠি।

সানেকা বললো, এগোই আমরা?

হ্যাঁ। বুজু বললো। দারোগা সাহেবকে বলে এসেছো তো?

হ্যাঁ।

॥ ২০ ॥

মুঙ্গরী হাঁপাচ্ছিলো। সারা দিন এই লু-বওয়া দিনের মধ্যে এতো ধকল গেছে! তার উপরে এই বিপদ! চাটান্ বললো, চল্ রে মুঙ্গরী। ঐ দ্যাখ্, উপরে পিচ-রাস্তা দেখা যাচ্ছে। দেখেছিস?

কই? না তো!

ঐ যে রে । দেখছিস না! গাছের সারি, পথের পাশে।

ও। তাই তো! বলেই, ভীতমুখে হাসি ফোটালো মুঙ্গরী।

ওরা দুজনে গিয়ে চললো চড়াই বেয়ে। এই সময় হঠাৎ চিড়বিড়-চিট্‌পিট্ আওয়াজটা হঠাৎই জোর হলো আর আগুনের তাপটাও যেন খুবই প্রখর হয়ে গেলো। পাশে তাকিয়েই চাটান্ এবার চিৎকার করে বললো, বোরা ফেলে দে। বোরা ফেলে দে মুঙ্গরী! হাওয়া ঘুরে গেছে। বোরা নিয়ে আর ওঠার সময় নেই। সর্বনাশ হবে।

মুঙ্গরী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, চাটান্। এই 'রাণু-দা'।

চাটান্ এক চড় মারলো মুঙ্গরীকে। নিজের ভর্তি-বোরোটাও ফেলে দিয়ে মুঙ্গরীর বোরোটাও তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে মুঙ্গরীর বাঁ হাত চেপে ধরে বললো, ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি ওঠ। দৌড়ো।

চাটান্-এর স্বরে এই প্রথম রুক্ষতা লক্ষ করে চমকে তাকালো মুঙ্গরী

BanglaBook.org

চাটান্-এর মুখে।

মুঙ্গরী এবারে সত্যিই ভয় পেতে লাগলো। তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই পড়ে গেলো মুঙ্গরী।

এবারে আগুনটা দৌড়ে আসছে। যেন রণ-পায়ে চড়ে। ছাইয়ে আর পোড়া গন্ধে ওদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। প্রাণপণ চেষ্টাতে ওরা দুজনে উপরে উঠে যেতে লাগলো।

সানেকা আগুনের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলো। রাস্তার বাঁদিকে আগুন নেই। তাই, বাঁ-দিকে চেপে। ডান দিকের আগুন এই চওড়া পথ পেরোতেও পারবে না, যদি পথ অবধি উঠেও আসে, তবুও। অবশ্য হাওয়ার যদি খুবই জোর থাকে তো অন্য কথা।

হঠাৎ সিন্নু চেঁচিয়ে উঠলো। বললো, থাম থাম সানেকা। থাম। থামা গাড়ি। কাদের দেখা গেলো ডানদিকে।

সানেকা জোরে ব্রেক করে গাড়ি দাঁড় করালো।

সিন্নু দৌড়ে নেমে পথের ডানপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখালো। ততক্ষণে সকলেই নেমে এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার পাশে। সানেকা জোরে চিৎকার করে, মুঙ্গরী ! চাটান্ ! আর শুধু একটু আছে। দৌড়ে আয়। দৌড়ে আয় !

সির্কা মুণ্ডাও চেঁচিয়ে ডাকলো, মুঙ্গরী-রে—চা-টটা-ন্ !

শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলো মুঙ্গরীর বাবা,ঢিমা মুণ্ডা। বোবা, নিথর হয়ে। ভাবছিলো, মেয়েটাকে কোনো দিন একটু আদরও করেনি। সুখে রাখতে পারেনি, উল্টে কামিন্ করে পাঠিয়েছে তারই সংসার চালানোর জন্যে। বড় বাজে বাবা ও। বড়ই বাজে।

ওরা বোধহয় আগুনের শব্দের মধ্যে এদের ডাক শুনতে পেলো না। আগুনটা অবিশ্বাস্য গতিতে একটি মালার মতো ওদের ঘিরে ফেলবার জন্যে দৌড়ে আসছে। সির্কা মুণ্ডা কাশলো তিন-চারবার। ধোঁয়ায় আর তাপে তার কষ্ট হচ্ছে।

ঢিমা বললো, পথের অতো পাশে গিয়ে দাঁড়িও না বাবা। সোজা খাদে বুড়ো মানুষ, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে।

এবারে বোধহয় মুঙ্গরীরা সারি দিয়ে দাঁড়ানো সিরকাদের দেখতে পেয়ে থাকবে।

মুঙ্গরীর খোঁপা খুলে গিয়ে চুল উড়ছে। সে দু'হাত সামনে তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, বাবা ! আজ্জা ! বলে।

বুজু পাশে দাঁড়িয়েছিলো। বুজুকেও নিশ্চয়ই দেখেছে মুঙ্গরী, ওদের দেখে থাকলে। কিন্তু সে তো কেউই নয় তার। তার নাম ধরে ডাকবেই বা কেন ?

বুজু নিষ্পলক চোখে ঐ চোখ-জ্বালা করা ছাই, ধুঁয়ো আর তাপের মধ্যে দিয়ে আগুনের দিকে চেয়ে রইলো।

তাড়াতাড়ি আয় ! আর একটু আয়।

সমস্বরে বলে, সিন্নুরা সকলেই হাত বাড়িয়ে দিলো নীচের দিকে, উৎরাইয়ে।

এমন সময় দারোগার জীপটাও এসে ওদের গাড়ির পেছনে দাঁড়ালো। দারোগা বললেন, কনস্টেবলদের ; হাতকড়া জোড়া ঠিক আছে তো ?

BanglaBook.org

পাছে পুলিশের হাতে বন্দী হয় মুঙ্গরীরা, তাই বোধহয় আগুন ছেঁড়া-মালা গেঁথে নিয়ে একটি গোলাকার বলয়ের মধ্যে ঘিরে ফেললো ওদের। দুজনকে হঠাৎ করে। প্রচণ্ড চট্‌পট্-ফুট্‌ফাট্ শব্দ হচ্ছে এখন, চারদিক থেকে। একসঙ্গে হিন্দুদের এক হাজার চিতা পুড়লে যেমন শব্দ হতো তেমন। দুটি পাগল-পাগলিনী মূর্তিকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে আগুনের ঘেরের মধ্যে মধ্যে, নৃত্যপরা, টালমাটাল ; একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে।

ঢিমা এবারে চিৎকার করে উঠলো, মুঙ্গরী-ই-ই-ই, মুঙ্গরী রে-এ-এ-এ।

এবারে আগুনে মুঙ্গরী এবং চাটান্ দুজনকেই বিবস্ত্র করে নিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো পোড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে এখন দুই নগ্নমূর্তি। প্রেতমূর্তির মতো।

বুজু মুখ ঘুরিয়ে নিলো। এই মুঙ্গরীকে সে দেখতে চায়নি কোনো দিনও। হয়তো দেখতে চেয়েছিলো, কিন্তু এমনভাবে নয়। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু ওদের। যেন আগুনেরই পুত্র-কন্যা !

ঠিক সেই সময়েই টাল সামলাতে না পেরেই হোক কী ইচ্ছে করেই হোক, সির্‌কা মুণ্ডা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যেতে লাগলো আগুনের মধ্যে। মুঙ্গরীর দিকে, তার আদরের নাতনির দিকে।

ঘটনাটা বড় আচম্বিতেই ঘটে গেলো। সির্‌কার হাতের লাঠিটা ঠক্‌ঠকান শব্দ তুলে উত্তপ্ত পাথরের আর শুকনো পোড়ো গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে উৎরাইতে তার পাশেই গড়াতে গড়াতে তারই সঙ্গে আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তীব্র, তীক্ষ্ণ, দীর্ঘস্থায়ী আর্তনাদ শোনা গেলো একবার একটি অসহায় নারীকণ্ঠের। তারপরই শুধু হাজার হাজার চিতার জ্বলা আগুনের অসহ্য তাপ। প্রলয়ংকরী বুক-কাঁপানো শব্দ আর করাল নৃত্য। তীব্র তাপ আর আগুনের হলকা-বওয়া ঝলক-ঝলক হাওয়া।

গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যেতে পারে স্যার। গাড়িটা থাক করে নিই ? আজ আপনি যাবেন তো ?

বাষ্পরুদ্ধ, উত্তেজিত গলায় বললো সানেকা।

সিন্নু বলেছিলো, যেসব মুণ্ডা মেয়েরা দুর্ঘটনায় মারা যায় তাদের হাত-পা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে গোড়ালি ও পায়ের পাতা উল্টো করে তাদের কবরে শোয়ায়। তারা নাকি বিপজ্জনক বোঙা হয়ে যায়। তাদের ছায়াও কেউ বাড়িতে আনে না, জল দেয় না খেতে, খাবার দেয় না। 'রোয়া-মুসাঙ্কো'। 'মূয়া-ভূত'।

মনে পড়লো বুজুর।

সানেকার প্রশ্নে দুদিকে মাথা নাড়ালো ও।

টিকিট নষ্ট হবে স্যার ?

তাতেও মাথা নাড়লো বুজু। একবার।

বুজুকে এখন অনেকেই দিন থাকতে হবে এখানে। 'সাসান্‌ডিরি'তে উপস্থিত থাকতে হবে এদের সকলের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে। খাওয়ারজল, হাঁড়িয়া এবং চাঁপা ফুল নিয়ে অনেকেই দিন অপেক্ষা করতে হবে ; যদি মুঙ্গরীর 'জী', 'রোয়া' বা

BanglaBook.org

আত্মা ভুল করে তার কাছে কোনো রাতে আসে। তাকে আদর করার কেউই থাকবে না ; সে তো অন্তত চিনবে আদর !

[এই উপন্যাসের পটভূমি বাস্তব, কিন্তু সব চরিত্রই কাল্পনিক]

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG